৩য় সপ্তাহ

রবিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - হিব্রু ১:১–২:৪

ঈশ্বরের পুত্র স্বর্গদূতদের চেয়ে অনেক মহান

ঈশ্বর, যিনি প্রাচীনকালে বহুবার বহুরূপে পিতৃপুরুষদের কাছে নবীদের মধ্যে কথা বলেছিলেন, শেষযুগের এই দিনগুলিতে আমাদের কাছে এক পুত্রেই কথা বলেছেন, যাঁকে তিনি সমস্ত কিছুর উত্তরাধিকারী রূপে নিযুক্ত করলেন ও যাঁর দ্বারা যুগগুলো রচনা করলেন। এই পুত্র, যিনি তাঁর গৌরবের প্রভা ও তাঁর স্বরূপের মুদ্রাঙ্কন, এবং নিজের পরাক্রান্ত বচনে বিশ্বচরাচর ধারণ করে আছেন, তিনি সমস্ত পাপের পরিশুদ্ধি সাধন করার পর ঊর্ধ্বলোকে ঐশমহিমার ডান পাশে আসন নিয়েছেন; বস্তুত তিনি স্বর্গদূতদের তুলনায় তত মহান হয়ে উঠেছেন, তাঁদের নামের তুলনায় যত মহান সেই নাম, যা তিনি উত্তরাধিকার রূপে পেয়েছেন।

কারণ ঈশ্বর স্বর্গদূতদের মধ্যে কাকেই বা কখনও বললেন,

তুমি আমার পুত্র, আমি আজ তোমাকে জন্ম দিলাম?

কিংবা:

তার জন্য আমি হব পিতা, আর আমার জন্য সে হবে পুত্র?

আবার, যখন তিনি সেই প্রথমজাতককে বিশ্বজগতে আনেন, তখন বলেন,

ঈশ্বরের সকল দূত তাঁর চরণে প্রণিপাত করুন।

স্বর্গদূতদের তিনি বলেন:

আপন দূতদের তিনি বায়ুর মত করে তোলেন,
আপন সেবকদের করে তোলেন অগ্নিশিখার মত।

কিন্তু পুত্র সম্বন্ধে তিনি বলেন,

হে পরমেশ্বর, তোমার সিংহাসন চিরদিন চিরকালস্থায়ী।

আরও বলেন,

তোমার রাজদণ্ড ন্যায়েরই দণ্ড।

তুমি ধর্মময়তা ভালবাস কিন্তু অধর্ম ঘৃণা কর,
এজন্য পরমেশ্বর, তোমারই পরমেশ্বর তোমার সাথীদের চেয়ে
তোমাকেই আনন্দ-তেলে অভিষিক্ত করেছেন।

তিনি আরও বলেন,

আদিতে তুমি পৃথিবীর ভিত্তি স্থাপন করলে,
আকাশমণ্ডলও তোমারই আপন হাতের কাজ।

সেগুলি বিলুপ্ত হবে, তুমি কিন্তু নিত্যস্থায়ী;
সেই সবকিছু জীর্ণ হবে একটা বস্ত্রের মত;

সেগুলি তুমি একটা আলোয়ানের মত গুটিয়ে নেবে,
হ্যাঁ, একটা পোশাকের মত,

তখন সেগুলি বদলে নেওয়া হবে;
তুমি কিন্তু অভিন্ন হয়ে থাক,
তোমার বছরপরম্পরার সমাপ্তি হবে না।

কিন্তু তিনি স্বর্গদূতদের মধ্যে কাকে কখনও বলেছেন:

তুমি আমার ডান পাশে আসন গ্রহণ কর,
যতক্ষণ না তোমার শত্রুদের আমি করি তোমার পাদপীঠ?

সেই স্বর্গদূতেরা সকলে কি সেবায় নিযুক্ত আত্মা নন? পরিত্রাণের উত্তরাধিকারী যাদের হওয়ার কথা, তাঁরা কি তাদের খাতিরে সেবা করতে প্রেরিত নন?

এজন্য, আমরা যা কিছু শুনেছি, তাতে অধিক আগ্রহের সঙ্গে মনোযোগ দেওয়া উচিত, পাছে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ভেসে চলে যাই। কেননা স্বর্গদূতদের মধ্য দিয়ে ঘোষিত বাণী যখন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিতই ছিল, ও যে কেউ যে কোন প্রকারে তা লঙ্ঘন করল বা তার প্রতি অবাধ্য হল সে যোগ্য প্রতিফল পেল, তখন এমন মহাপরিত্রাণ অবহেলা করলে আমরা কেমন করে রেহাই পাব? প্রভু নিজেই তো প্রথমে সেই বাণী ঘোষণা করেছিলেন, এবং যাঁরা শুনেছিলেন, তাঁরা যখন আমাদের মাঝে তা সুনিশ্চিত বলে জানাচ্ছিলেন, তখন ঈশ্বর নিজেই নানা চিহ্ন, অলৌকিক লক্ষণ ও পরাক্রম-কর্ম সাধন করতে করতে ও পবিত্র আত্মার দানগুলি তাঁর ইচ্ছামত বিতরণ করতে করতে তাঁদের সাক্ষ্যবাণী সমর্থন করছিলেন।

শ্লোক সাম ২:৬-৭; হিব্রু ১:৫

℣ আমি নিজেই আমার রাজাকে করেছি প্রতিষ্ঠিত আমার পবিত্র সিয়োন পর্বতের উপর। আমি প্রভুর বিধি প্রচার করব;
℟ তিনি বলেছেন আমায়: তুমি আমার পুত্র; আমি আজ তোমাকে জন্ম দিলাম।
℣ ঈশ্বর স্বর্গদূতদের মধ্যে কাকেই বা কখনও বলেছেন: তার জন্য আমি হব পিতা, আর আমার জন্য সে হবে পুত্র?
℟ তিনি বলেছেন আমায়: তুমি আমার পুত্র; আমি আজ তোমাকে জন্ম দিলাম।

দ্বিতীয় পাঠ - হিব্রুদের কাছে পত্রে সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের উপদেশাবলি উপদেশ ২:৩

দাসের অবস্থা ধারণ করে তিনি নিজেকে রিক্ত করলেন

ঈশ্বর বললেন, আলো হোক! তবু পুত্রও স্রষ্টা, কেননা তিনি *নিজের পরাক্রান্ত বাণীতে সবকিছু ধারণ করে আছেন,* অর্থাৎ সবকিছু নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষা করেন। জগৎকে সৃষ্টি করার চেয়ে তাকে রক্ষা করা কম বড় ব্যাপার নয়; এমনকি, আশ্চর্যকর কিছু বলতে গেলে, তাকে রক্ষা করা সৃষ্টি করার চেয়ে মহৎ ব্যাপার; কেননা সৃষ্টি বলতে শূন্য থেকে গড়া বোঝায়, কিন্তু শূন্যে আকর্ষিত সেই গড়া জিনিসগুলোর অস্তিত্বই রক্ষা করা, ও পরস্পর বিরোধী হলেও সেগুলোকে পরস্পর উপযোগী করাই সর্বোত্তম পরাক্রমের মহান ও বিস্ময়কর চিহ্ন।

তিনি ধারণ করে আছেন, অর্থাৎ তিনি বহনই করেন: গোটা সৃষ্টির ভার তো লঘু নয়; কিন্তু যা বড় তা তাঁর পক্ষে সামান্য। আর শুধু তা নয়, তিনি দেখান, পরিশ্রম না করেই তিনি সেই সব করেন যেমনটি লেখা রয়েছে, *পরাক্রান্ত বাণীতেই* তা করেন। 'বাণী' কথাটা খুবই উপযুক্ত, কেননা আমরা মনে করি বাণী ছোট ও দুর্বল কিছু, অথচ ঈশ্বর দেখালেন, তাঁর মধ্যে তেমন নয়; এজন্য যোহন বলেন, *তাঁর মধ্যে ছিল জীবন,* এতে তিনি সৃষ্টিকে ধরে রাখার পরাক্রম ও ক্ষমতার কথা নির্দেশ করতে অভিপ্রেত ছিলেন, কেননা তিনি নিজেই সবকিছুর জীবন। একইভাবে পলও বলেন, *তিনি নিজের পরাক্রান্ত বাণীতে সবকিছু ধারণ করে আছেন* আর এরপর একথাও বলেন, *পাপের পরিশুদ্ধি সাধন ক'রে।*

বিশ্বসৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত মহান ও বিস্ময়কর কথা বলার পর তিনি পরিশেষে মানুষের প্রতি তাঁর যত্ন-তৎপরতার কথা তুলে ধরেন। তিনি যে নিখিল সৃষ্টিকে রক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ করছিলেন তা বড় কথা ছিল বটে, তবু এ শেষ কাজটা আরও মহান ও বিশ্বজনীন। একাজেও তিনি *সবকিছু ধারণ করে আছেন,* কেননা তাঁর উপর

যতখানি নির্ভর করছিল সেদিক দিয়ে তিনি সকলেরই পরিত্রাণ সাধন করলেন। বস্তুতপক্ষে যোহনও *তাঁর মধ্যে ছিল জীবন* বাক্যটির মধ্য দিয়ে তাঁর নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা ইঙ্গিত করার পর বলে চলেন, *আর সেই জীবন ছিল মানবের আলো।* এক্ষেত্রে সাধু পল সূক্ষ্ম ভাবে বলেন, *পাপের পরিশুদ্ধি সাধন করে তিনি ঊর্ধ্বলোকে ঐশমহিমার ডান পাশে আসন নিলেন।* এখানেই তিনি তাঁর ভালবাসার চূড়ান্ত প্রমাণ দু'টো দেন: তিনি পাপ থেকে আমাদের ধৌত করলেন, আর তাই করলেন আপন আত্মবলিদানে। তাছাড়া তুমি অন্য স্থানেও দেখতে পাও, তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের পুনর্মিলনকে নিয়ে শুধু নয়, বরং তেমন পুনর্মিলন যে তাঁর পুত্র দ্বারাই সাধিত হয়েছে তা নিয়েই গর্ব করেন।

সুতরাং, *পাপের পরিশুদ্ধি সাধন করে তিনি ঊর্ধ্বলোকে ঐশমহিমার ডান পাশে আসন নিলেন,* একথা ব'লে ও ক্রুশের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি সঙ্গে সঙ্গে পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণের কথাই তুলে ধরলেন।

এসব কিছু জেনে আমাদের লজ্জাবোধও করতে নেই, অযথা গর্বও করতে নেই। ঈশ্বর ও প্রভু ও ঈশ্বরের পুত্র হয়ে তিনি যখন দাসের অবস্থা ধারণ করতে অস্বীকার করেননি, তখন মহত্তর কারণে আমরাও সবকিছু গ্রহণ করব—সেইসব যতই মূল্যহীন ও নিকৃষ্ট হোক না কেন।

শ্লোক হিব্রু ১:৩; ১২:২ দ্রঃ

প্‌ যিনি ঈশ্বরের গৌরবের প্রভা ও তাঁর স্বরূপের মুদ্রাঙ্কন, এবং নিজের পরাক্রান্ত বাণীতে সবকিছু ধারণ করে আছেন, সেই খ্রীষ্টযীশু সমস্ত পাপের পরিশুদ্ধি সাধন করার পর
উ‌ ঊর্ধ্বলোকে ঐশমহিমার ডান পাশে আসন নিয়েছেন।
প্‌ যিনি আমাদের বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠাতা ও তার সিদ্ধতার সাধক, তিনি তাঁর সম্মুখীন আনন্দের বিনিময়ে অপমান তুচ্ছ ক'রে ক্রুশই মেনে নিয়ে
উ‌ ঊর্ধ্বলোকে ঐশমহিমার ডান পাশে আসন নিয়েছেন।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যাত্রা ২২:২০–২৩:৯

প্রবাসী ও গরিবদের সংক্রান্ত বিধান

প্রভু একথা বলছেন, 'তুমি কোন প্রবাসীর প্রতি অন্যায় করবে না, তাকে অত্যাচারও করবে না, কেননা তোমরা নিজেরাই মিশর দেশে প্রবাসী ছিলে। তোমরা কোন বিধবা বা কোন এতিমের প্রতি দুর্ব্যবহার করবে না; তুমি যদি তাদের প্রতি দুর্ব্যবহার কর আর তারা চিৎকার করে আমাকে ডাকে, আমি তাদের ডাকে সাড়া দেবই, আর আমার ক্রোধ জ্বলে উঠবে এবং আমি খড়্গের আঘাতে তোমাদের হত্যা করব; তখন তোমাদের স্ত্রীই হবে বিধবা, তোমাদের সন্তানেরাই হবে এতিম।

তুমি যদি আমার আপন জনগণের কোন মানুষের কাছে, তোমার প্রতিবেশী কোন গরিবের কাছে টাকা ধার দাও, মহাজনের মত ব্যবহার করবে না; না, তার কাছ থেকে কোন সুদ আদায় করবে না। তুমি যদি তোমার কোন প্রতিবেশীর চাদর বন্ধক রাখ, সূর্যাস্তের আগেই তা ফিরিয়ে দেবে, কেননা নিজেকে ঢেকে রাখার মত তা ছাড়া তার আর কিছু নেই, গায়ের জন্য তা তার একমাত্র আবরণ: গায়ে কী জড়িয়ে সে শুতে পারবে? আর সে যদি চিৎকার করে আমাকে ডাকে, আমি তার ডাকে সাড়া দেবই, কারণ আমি দয়াময়।

তুমি ঈশ্বর-নিন্দা করবে না, এবং তোমার জনগণের সেই জনপ্রধানকে অভিশাপ দেবে না।

তোমার গমের প্রাচুর্য ও আঙুররসের বাড়তি অংশ অন্য দেবতাদের কাছে নিবেদন করবে না; তোমার সন্তানদের প্রথমজাত পুত্রকে আমাকে দেবে। তোমার বলদ ও মেষ সম্বন্ধেও সেইমত করবে; তা সাত দিন মায়ের সঙ্গে থাকবে, অষ্টম দিনে তুমি তা আমাকে দেবে।

তোমরা এমন মানুষ হবে, যারা আমার উদ্দেশে পবিত্র; মাঠে কোন পশু বন্যজন্তুর কবলে বিদীর্ণ হলে, তোমরা তার মাংস খাবে না; তা কুকুরদের কাছে ফেলে দেবে।

তুমি কুৎসা রটিয়ে বেড়াবে না; মিথ্যা সাক্ষী হয়ে দুর্জনের পক্ষ সমর্থন করবে না। তুমি দুষ্কর্ম করতে সংখ্যাগরিষ্ঠের পিছনে যাবে না, এবং বিচারে অন্যায় করতে সংখ্যাগরিষ্ঠের পক্ষ হয়ে সাক্ষ্য দিতে যাবে না। গরিবের বিচারে তারও পক্ষপাত করবে না।

তোমার শত্রুর হারানো বলদ বা গাধাকে দেখলে তুমি অবশ্যই তার কাছে তা ফিরিয়ে আনবে। তুমি তোমার শত্রুর গাধাকে বোঝার ভারে পড়তে দেখলে তাকে একা ফেলে না রেখে বরং তার সঙ্গে তাকে সাহায্য করতেই এগিয়ে যাবে।

নিঃস্ব প্রতিবেশীর মামলায় তার বিরুদ্ধে অন্যায় বিচার করবে না। সমস্ত মিথ্যা থেকে দূরে থাকবে। নির্দোষী বা ধার্মিকের প্রাণনাশ করবে না, কারণ আমি অপরাধীকে রেহাই দেব না। তুমি উৎকোচ গ্রহণ করবে না, কারণ উৎকোচ গ্রহণ তাদেরও অন্ধ করে, যারা ঠিকমত দেখতে পায়, এবং ধার্মিকের কথাকেও উল্টিয়ে দেয়।

প্রবাসীকে অত্যাচার করবে না; তোমরা তো প্রবাসীর মন জান, কেননা তোমরা মিশর দেশে প্রবাসী ছিলে।’

শ্লোক সাম ৮২:৩-৪; যাকোব ২:৫

℣ দীনজন ও এতিমের সুবিচার কর, দীনহীন ও নিপীড়িতের অধিকার রক্ষা কর;
℟ দীনজন ও নিঃস্বকে রেহাই দাও, দুর্জনদের হাত থেকে তাদের উদ্ধার কর।
℣ জগতে যারা গরিব, ঈশ্বর তাদেরই বেছে নিলেন, যেন তারা বিশ্বাসে ধনবান হয় ও রাজ্যের উত্তরাধিকারী হয়।
℟ দীনজন ও নিঃস্বকে রেহাই দাও, দুর্জনদের হাত থেকে তাদের উদ্ধার কর।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু বার্নার্ড-লিখিত ‘বিনম্রতা ও গর্বের ধাপ’ ৩:৬

পরের দুর্দশার প্রতি যাতে তোমার হৃদয় দয়াপূর্ণ হয়
এটি প্রয়োজন যে, আগে তুমি তোমার নিজের দুর্দশা জান

সত্যজ্ঞানের ধাপ তিনটে। পারলে, আমি সংক্ষেপে সেগুলিকে নির্ণয় করি, যাতে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে, বিনম্রতার দ্বাদশ ধাপ সেই তিনটের কোন্‌টার অনুরূপ। আমরা তো নিজেদের মধ্যে, পরের মধ্যে ও স্বয়ং সত্যের মধ্যে সত্যের অন্বেষণ করি। তখনই নিজেদের মধ্যে, যখন নিজেদের বিচার করি; তখনই পরের মধ্যে, যখন তার দুর্বলতার সমব্যথী হই; তখনই স্বয়ং সত্যের মধ্যে, যখন শুদ্ধ হৃদয়ে সত্যের দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখি। সংখ্যা ও অনুক্রমটা লক্ষ কর। সর্বপ্রথমে স্বয়ং সত্যই তোমাকে শিক্ষাদান করে উদ্বুদ্ধ করুক কেনই বা তার নিজের মধ্যে নয় বরং পরের মধ্যেই আগে তার প্রকৃতির অনুসন্ধান করা দরকার। তারপরে তুমি বুঝতে পারবে কেনই বা পরের মধ্যে নয় বরং তোমার নিজেরই মধ্যে আগে তার অনুসন্ধান করা দরকার।

সুখ-বাণীর তালিকায় খ্রীষ্ট শুদ্ধহৃদয়দের আগে দয়াবানদেরই স্থান দিলেন। দয়াবানেরা অবশ্যই পরের মধ্যে সত্যকে সঙ্গে সঙ্গে ধরতে পারে, কেননা তারা পরের উপর নিজেদের ভালবাসা বর্ষণ করে ও ভালবাসা গুণে এমনভাবে তার অনুরূপ হয় যার ফলে পরের মঙ্গল বা অমঙ্গল নিজেরই বলে অনুভব করে। তারা দুর্বলদের সঙ্গে নিজেদের দুর্বল করে, যারা পদস্খলিত, তাদের সঙ্গে তারাও উদ্বিগ্ন হয়। *যারা আনন্দে আছে, তাদের সঙ্গে আনন্দ করতে, যারা কাঁদে, তাদের সঙ্গে কাঁদতে* তাদের অভ্যাস হয়েছে। তেমন ভ্রাতৃপ্রেমে অন্তর্দৃষ্টি পরিশুদ্ধ ক’রে তারা তার নিজের প্রকৃতিতে সত্যকে দেখায় আনন্দ ভোগ করে, এবং সত্যের প্রতি প্রেমের খাতিরে পরের অমঙ্গল সহ্য করে। যারা এভাবেই ভাইদের সঙ্গে নিজেদের মিলিত করে না, বরং শোকার্তদের অপমান করে বা আনন্দিতদের হিংসা করে, তারা ভালবাসার অভাবে তাদের একই অনুভূতি নিজেদের মধ্যে অনুভব না করায় কেমন করে পরের মধ্যে সত্যকে ধরতে পারে? এ প্রবাদবাক্য সত্যি তাদের বেলায় প্রযোজ্য: সুস্থ মানুষ অসুস্থের যন্ত্রণা বুঝতে অক্ষম; পরিতৃপ্ত মানুষও ক্ষুধার্তের জ্বালা ভোগ করতে অক্ষম। কিন্তু ভালবাসার খাতিরে অসুস্থ মানুষ যতখানি অসুস্থের, আর ক্ষুধার্ত মানুষ যতখানি ক্ষুধার্তের সমব্যথী হয়, ততখানি তারা আপনজন হয়ে ওঠে।

যেমন শুদ্ধ সত্য কেবল শুদ্ধহৃদয়েরই উপলব্ধির বস্তু, তেমনি পরের দুর্দশা কেবল আত্মায় দীনহীনেরই দ্বারা

অনুভূত। কিন্তু তোমার হৃদয় যেন পরের দুর্দশার প্রতি দয়াপূর্ণ হতে পারে, প্রয়োজন রয়েছে, তুমি আগে তোমার নিজেরই দুর্দশা জানবে, যাতে করে নিজের মধ্যে পরের আত্মাকে পেতে পার ও নিজের মধ্যেই শিখতে পার তাকে কীভাবে সাহায্য করা উচিত: হ্যাঁ, ঠিক আমাদের ত্রাণকর্তার আদর্শ অনুসারে, যিনি সমব্যথী হবার জন্য যন্ত্রণাভোগ করতে চাইলেন, দয়া শিখবার জন্য দুর্দশাগ্রস্ত হতে চাইলেন—যেমন তাঁর বিষয়ে লেখা আছে: *নিজের দুঃখকষ্ট থেকে খ্রীষ্ট বাধ্যতা শিখেছিলেন।* তিনি যে আগে দয়াবান হতে জানতেন না, তেমন নয়, কারণ প্রকৃতপক্ষে তাঁর দয়া অসীম ও চিরস্থায়ী; বরং এই অর্থে যে, ঐশস্বরূপের দিক দিয়ে তিনি অনাদিকাল থেকে যা জানতেন, মানব অভিজ্ঞতার দিক দিয়েই তা শিখলেন।

শ্লোক ১ যোহন ৪:১০-১১; যোহন ১৫:১৩

প্র ঈশ্বরই প্রথম আমাদের ভালবাসলেন, এবং আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হতে নিজ পুত্রকে প্রেরণ করলেন।
উ প্রিয়জনেরা, ঈশ্বর যখন এমনইভাবে আমাদের ভালবেসেছেন, তখন আমাদেরও পরস্পরকে ভালবাসা উচিত।
প্র বন্ধুদের জন্য প্রাণ দেওয়া: এর চেয়ে বড় ভালবাসা মানুষের আর কিছুই নেই।
উ প্রিয়জনেরা, ঈশ্বর যখন এমনইভাবে আমাদের ভালবেসেছেন, তখন আমাদেরও পরস্পরকে ভালবাসা উচিত।

সোমবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - হিব্রু ২:৫-১৮

ত্রাণকর্তা যীশু নিজের ভাইদের মত হতে চাইলেন

আসলে, আমরা যে আসন্ন জগতের কথা বলছি, তা তিনি স্বর্গদূতদের অধীন করেননি; এমনকি কোন এক পদে কে যেন সাক্ষ্য দিলেন যে,

মানুষ কী যে তুমি তার কথা মনে রাখ,
কীইবা মানবসন্তান যে তুমি তার যত্ন নাও?

অল্পক্ষণের মত তাকে দূতদের চেয়ে নিচু করেছ তুমি,
তাকে পরিয়েছ গৌরব ও সম্মানের মুকুট:

সবকিছু তার পদতলে অধীনস্থ করেছ।

কেননা সবকিছু তার অধীন করায় তিনি বাকি এমন কিছু রাখেননি, যা তার অধীন নয়; তথাপি আমরা আপাতত এমনটি দেখতে পাচ্ছি না যে, সবকিছু তার অধীন। কিন্তু যাঁকে অল্পক্ষণের মত দূতদের চেয়ে নিচু করা হয়েছে, আমরা দেখছি যে, সেই যীশু মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করেছেন বলে এখন গৌরব ও মহিমার মুকুটে পরিবৃত, যেন ঈশ্বরের অনুগ্রহে তিনি সকল মানুষের মঙ্গলের জন্যই মৃত্যুকে আস্বাদ করেন।

যাঁর উদ্দেশে ও যাঁর দ্বারা সমস্ত কিছুই অস্তিত্ব পেয়ে আছে, সেই ঈশ্বর তাঁর বহু সন্তানকে যখন গৌরবে আনতে চাইলেন, তাঁর পক্ষে তখন এটা অবশ্যই সমীচীন ছিল যে, তিনি তাদের পরিত্রাণের সেই অগ্রনায়ককে দুঃখকষ্ট ভোগের মধ্য দিয়ে তাঁর সিদ্ধতায় চালিত করবেন। কারণ যিনি পবিত্রীকৃত করেন ও যাদের পবিত্রীকৃত করা হয়, সকলেই একজন থেকে উদ্গত; ফলে তিনি তাদের আপন ভাই বলে ডাকতে লজ্জা বোধ করেন না; তিনি বলেন:

আমি আমার ভাইদের কাছে তোমার নাম প্রচার করব,
তোমার প্রশংসা করব জনসমাবেশের মাঝে।

আরও:

আমি তাঁর উপরে ভরসা রাখব;

আরও:

এই যে আমি ও সেই সন্তানেরা, ঈশ্বর যাদের আমাকে দিয়েছেন।

যেহেতু সেই সন্তানেরা সকলে একই রক্তমাংসের অধিকারী, সেহেতু তিনি নিজেও সেই রক্তমাংসের সহভাগী হলেন, যেন মৃত্যুর উপরে যার কর্তৃত্ব, মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তিনি তাকে, অর্থাৎ সেই দিয়াবলকে শক্তিহীন করতে পারেন, এবং যারা মৃত্যুর ভয়ে সারা জীবন দাসত্বের অধীন ছিল, তাদের তিনি যেন উদ্ধার করতে পারেন। আসলে তিনি তো স্বর্গদূতদের আপন করে নিচ্ছেন না, আব্রাহামের বংশকেই নিচ্ছেন। এজন্যই তাঁকে সব দিক দিয়ে নিজের ভাইদের মত হতে হয়েছে, যেন জনগণের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার উদ্দেশ্যে তিনি ঈশ্বর-সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারে দয়াবান ও বিশ্বাসযোগ্য এক মহাযাজক হয়ে উঠতে পারেন। বাস্তবিক তিনি নিজে পরীক্ষিত হয়েছেন ও দুঃখকষ্ট ভোগ করেছেন বিধায়ই, যারা এখন পরীক্ষিত, তাদের তিনি সাহায্য করতে সক্ষম।

শ্লোক হিব্রু ২:১১,১৭; বারুক ৩:৩৮ দ্রঃ

প্ যিনি পবিত্রীকৃত করেন ও যাদের পবিত্রীকৃত করা হয়, সকলেই একজন থেকে উদ্গত; এজন্যই তাঁকে সব দিক দিয়ে নিজের ভাইদের মত হতে হয়েছে,

উ যেন দয়াবান ও বিশ্বাসযোগ্য এক মহাযাজক হয়ে উঠতে পারেন।

প্ ঈশ্বর পৃথিবীতে দৃশ্যমান হলেন ও মানুষদের মাঝে জীবন কাটালেন।

উ যেন দয়াবান ও বিশ্বাসযোগ্য এক মহাযাজক হয়ে উঠতে পারেন।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু যোহন ফিশার-লিখিত 'সামসঙ্গীত-মালার ব্যাখ্যা' সাম ১২৯

কেউ যদি পাপ করে, তবে পিতার কাছে আমাদের এক সহায় রয়েছেন

যীশুখ্রীষ্ট আমাদের মহাযাজক, ও তাঁর মূল্যবান দেহ আমাদের যজ্ঞ, যা তিনি সকল মানুষের পরিত্রাণের জন্য ক্রুশবেদির উপরে বলিরূপে উৎসর্গ করলেন। আমাদের মুক্তিদানের জন্য পাতিত তাঁর রক্ত প্রাচীন বিধানের মত বলদ বা ছাগের রক্ত ছিল না, বরং সম্পূর্ণ নিরপরাধী মেষশাবক আমাদের ত্রাণকর্তা সেই যীশুখ্রীষ্টের নিজেরই রক্ত।

যে মন্দিরে আমাদের মহাযাজক যজ্ঞ উৎসর্গ করছিলেন, তা মানুষের হাতে নয়, কেবল ঈশ্বরের পরাক্রমেই নির্মিত হয়েছিল। বস্তুতপক্ষে তিনি আপন রক্ত পাত করলেন সেই জগতেরই সাক্ষাতে যা কেবল ঈশ্বরের হাতেই সত্যকার নির্মিত মন্দির।

তবু এ মন্দিরের দু'টো অংশ রয়েছে: একটা হল এ পৃথিবী যেখানে আমরা বাস করি; অপরটা মরণশীল এ আমাদের কাছে এখনও অজানা। আর তিনি আপন যজ্ঞ উৎসর্গ করলেন প্রথমে এ পৃথিবীতে, যখন অত্যন্ত নির্মম মৃত্যু বরণ করলেন, এবং পরবর্তীতে যখন অমরত্বের নব পোশাকে পরিবৃত হয়ে আপন রক্ত সঙ্গে করে পরম পবিত্রস্থানে তথা স্বর্গে প্রবেশ করলেন। এখানে তিনি স্বর্গীয় পিতার সিংহাসনের সামনে সেই মূল্যবান রক্ত নিবেদন করলেন যা পাপের বন্দি সকল মানুষের জন্য পূর্ণ মাত্রায় পাত করেছিলেন।

এ যজ্ঞ ঈশ্বরের কাছে এত সন্তোষজনক ও গ্রহণীয় যে, তিনি তার দিকে তাকানো মাত্রই আমাদের প্রতি দয়া না করে পারেন না, এবং যারা সত্যিকারে অনুতপ্ত, তিনি তাদের কাছে আপন করুণাও না দেখিয়ে পারেন না।

উপরন্তু এ যজ্ঞ চিরকালীন। ইহুদীদের বেলায় যেমন ঘটছিল, সেই অনুসারে এ যজ্ঞ প্রতি বছর শুধু নয়, বরং আমাদের সান্ত্বনার জন্য প্রতিদিন, এমনকি প্রতি ঘণ্টা ও প্রতিটি মুহূর্তেই তা উৎসর্গ করা হয়, যাতে তা থেকে আমরা অসাধারণ সহায়তা পেতে পারি। এজন্য প্রেরিতদূত বলেন, এ যজ্ঞ *আমাদের চিরকালীন মুক্তি এনে দেয়।*

তারাই তেমন পবিত্র ও চিরকালীন যজ্ঞের অংশীদার হয়, যারা সত্যিকারে অনুতপ্ত ও স্বকৃত পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করে, এবং দৃঢ়সঙ্কল্প করে, তারা পুরাতন রিপুর পিছনে আর যাবে না বরং সদ্‌গুণের সন্ধানে অধ্যবসায়ের সঙ্গে রত থাকবে।

সাধু যোহন ঠিক এ শিক্ষা দেন যখন একথা বলেন, *বৎস আমার, এ সমস্ত তোমাদের লিখছি, তোমরা যেন পাপ না কর। কিন্তু যদি কেউ পাপ করে, পিতার কাছে আমাদের পক্ষে সহায়ক একজন আছেন: সেই যীশুখ্রীষ্ট, ধর্মাত্মা যিনি। তিনিই আমাদের পাপের জন্য প্রয়শ্চিত্তস্বরূপ—আমাদের পাপের জন্য শুধু নয়, সমস্ত বিশ্বজগতেরও পাপের জন্য!*

শ্লোক রো ৫:১০,৮

প্র আমরা যখন শত্রু ছিলাম, তখন যদি তাঁর পুত্রের মৃত্যু দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হলাম,
উ তবে পুনর্মিলিত হয়ে আমরা যে তাঁর জীবনের মধ্য দিয়ে পরিত্রাণ পাব, তা আরও কতই না সুনিশ্চিত!
প্র আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখনই খ্রীষ্ট আমাদের জন্য মরলেন,
উ তবে পুনর্মিলিত হয়ে আমরা যে তাঁর জীবনের মধ্য দিয়ে পরিত্রাণ পাব, তা আরও কতই না সুনিশ্চিত!

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যাত্রা ২৪:১-১৮

সিনাই পর্বতে সম্পাদিত সন্ধি

একদিন প্রভু মোশীকে বললেন, 'তুমি ও আরোন, নাদাব ও আবিহু এবং ইস্রায়েলের প্রবীণবর্গের মধ্য থেকে সত্তরজন, তোমরা মিলে প্রভুর কাছে উঠে এসো, আর দূরে থেকে প্রণিপাত কর। কেবল মোশীই প্রভুর কাছে এগিয়ে আসবে; ওরা কাছে এগিয়ে আসবে না, জনগণও তার সঙ্গে আরোহণ করবে না।'

মোশী গিয়ে জনগণের কাছে প্রভুর সমস্ত বাণী ও সমস্ত বিধিনিয়ম জানিয়ে দিলেন; সমস্ত লোক একসুরে উত্তরে বলল, 'প্রভু যা কিছু বলেছেন, আমরা তা সবই পালন করব।' তাই মোশী প্রভুর সমস্ত বাণী লিখে রাখলেন, এবং খুব সকালে উঠে পর্বতের পাদদেশে একটি যজ্ঞবেদি ও ইস্রায়েলের বারোটি গোষ্ঠী অনুসারে বারোটি স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করলেন। তিনি ইস্রায়েল সন্তানদের কয়েকজন যুবককে নির্দেশ দিলেন, যেন তারা প্রভুর উদ্দেশে আহুতির ও মিলন-যজ্ঞের বলিরূপে বৃষ উৎসর্গ করে। মোশী সেগুলোর অর্ধেকটা রক্ত নিয়ে কয়েকটা পাত্রে রাখলেন, বাকি অর্ধেক রক্ত বেদির উপরে ছিটিয়ে দিলেন। পরে সন্ধির পুস্তকটি নিয়ে জনগণের সামনে পাঠ করে শোনালেন; তারা বলল, 'প্রভু যা কিছু বলেছেন, আমরা তা সবই পালন করব, সবই মেনে চলব।' তখন মোশী সেই রক্ত নিয়ে জনগণের উপরে এই বলে তা ছিটিয়ে দিলেন, 'দেখ, এ সেই সন্ধির রক্ত, যা প্রভু তোমাদের সঙ্গে এই সকল বাণীর ভিত্তিতে সম্পাদন করেছেন।'

পরে মোশী ও আরোন, নাদাব ও আবিহু, এবং ইস্রায়েলের প্রবীণবর্গের মধ্য থেকে সত্তরজন আরোহণ করলেন। তাঁরা ইস্রায়েলের পরমেশ্বরকে দেখলেন: তাঁর পদতলের স্থান নীলকান্তমণিতে তৈরী এমন শিলাস্তরের কাজের মত, যার শুচিশুভ্রতা আকাশেরই মত। তিনি কিন্তু ইস্রায়েল সন্তানদের এই প্রধানদের বিরুদ্ধে হাত বাড়ালেন না; না, তাঁরা পরমেশ্বরকে দেখলেন, তথাপি খাওয়া-দাওয়া করতে পারলেন।

পরে প্রভু মোশীকে বললেন, 'পর্বতের উপরে আমার কাছে এসে ওইখানে অপেক্ষা কর; আমি তোমাকে সেই প্রস্তরফলকগুলো এবং সেই বিধান ও আজ্ঞাগুলি দেব, যা আমি তাদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য লিখেছি।' তাই মোশী ও তাঁর সহকর্মী যোশুয়া উঠে পড়লেন, আর মোশী পরমেশ্বরের পর্বতে গিয়ে উঠলেন। তিনি প্রবীণদের বলেছিলেন, 'যতদিন না আমরা তোমাদের কাছে ফিরে আসি, ততদিন তোমরা এখানে আমাদের অপেক্ষায় থাক। দেখ, তোমাদের সঙ্গে আরোন ও হুর রইল; কারও কোন সমস্যা হলে, সে তাদের কাছে যেতে পারবে।'

তখন মোশী পর্বতে গিয়ে উঠলেন, আর মেঘটি পর্বতকে ঢেকে ফেলল। প্রভুর গৌরব সিনাই পর্বতের উপরে অধিষ্ঠান করল, আর ছ' দিন ধরে মেঘটি তা ঢেকে রাখল। সপ্তম দিনে তিনি মেঘের মধ্য থেকে মোশীকে ডাকলেন। ইস্রায়েল সন্তানদের চোখে প্রভুর গৌরব পর্বতচূড়ায় গ্রাসকারী আগুনের মত প্রকাশ পাচ্ছিল। আর মোশী মেঘের মধ্যে প্রবেশ করে পর্বতে গিয়ে উঠলেন। মোশী চল্লিশদিন চল্লিশরাত পর্বতের উপরে থাকলেন।

শ্লোক সিরা ৪৫:৫; শিষ্য ৭:৩৮

℟ ঈশ্বর মোশীকে তাঁর আপন কণ্ঠস্বর শোনালেন, সেই অন্ধকারময় মেঘে তাঁকে প্রবেশ করালেন, মুখোমুখি হয়েই তাঁর হাতে আজ্ঞাগুলি তুলে দিলেন, এমন আজ্ঞা, যা জীবন ও সুবুদ্ধির বিধান;
℣ তিনি যেন যাকোবের কাছে তাঁর সন্ধি, ইস্রায়েলের কাছে তাঁর বিধিনিয়ম ব্যাখ্যা করেন।
℟ জনগণ প্রান্তরে থাকাকালে, যে দূত সিনাই পর্বতে তাঁর কাছে কথা বলেছিলেন, তিনিই সেই দূত এবং আমাদের পিতৃপুরুষদের মধ্যে মধ্যস্থ ছিলেন,
℣ তিনি যেন যাকোবের কাছে তাঁর সন্ধি, ইস্রায়েলের কাছে তাঁর বিধিনিয়ম ব্যাখ্যা করেন।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি **উপদেশ ২০৫:১**

এ ক্রুশ চল্লিশ দিনের নয়, বরং সারা জীবনেরই ক্রুশ

আমরা তপস্যাকাল উদ্‌যাপন করছি: যারা দৈহিক তপস্যা পালন করছে, আমাদের সেবাকাজের মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত ঐশবাণী তাদের হৃদয় পরিপুষ্ট করুক: এভাবে অভ্যন্তরীণ মানুষ উপযুক্ত খাদ্য দ্বারা পুষ্টি গ্রহণ ক'রে বাহ্যিক মানুষের তপস্যা মহত্তর শক্তির সঙ্গে বহন করতে পারে। কেননা আমাদের ভক্তির পক্ষে এ সমীচীন যে, দৈহিক লালসা প্রতিরোধ করে নিজেদের ক্রুশবিদ্ধ করায় আমরা যেন ক্রুশবিদ্ধ প্রভুর আসন্ন যন্ত্রণাভোগ উদ্‌যাপন করতে নিজেদের প্রস্তুত করি, যেইভাবে প্রেরিতদূত বলেন, *যারা খ্রীষ্টযীশুরই, তারা নিজের মাংসকে তার যত কামনা-বাসনা সমেত ক্রুশে দিয়েছে।*

এমনকি, এ যে জীবনকাল প্রলোভনের মধ্যে অতিবাহিত হচ্ছে, এই সারা জীবন ধরে অবিরতই খ্রীষ্টভক্তের এ ক্রুশেই ঝুলে থাকার কথা। কেননা একাল পেরেক বের করার কাল নয়, বরং সামসঙ্গীতে লেখা আছে, *তোমার ভয় দ্বারা আমার মাংস বিদ্ধ কর; আমি তোমার বিচারগুলি ভয় করি।* মাংস বলতে দৈহিক লালসা বোঝায়: পেরেক হল ন্যায়ের আদেশগুলি; ঈশ্বরভয় পেরেক দিয়ে মাংস বিদ্ধ করে কেননা গ্রহণীয় বলিরূপেই আমাদের বিদ্ধ করে। এজন্য প্রেরিতদূত আরও বলেন, *ঈশ্বরের শত করুণার খাতিরেই, ভাই, আমি তোমাদের অনুরোধ করছি, তোমরা নিজেদের দেহ উৎসর্গ কর এক জীবন্ত, পবিত্র, ঈশ্বরের গ্রহণীয় বলিরূপে।*

সুতরাং এ ক্রুশ—যাকে নিয়ে প্রভুদাস শুধু যে লজ্জাবোধ করেন না তেমন নয়, বরং যাকে নিয়ে গৌরবই বোধ করেন একথা ব'লে আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের ক্রুশ ছাড়া আমি আর অন্য কিছুতেই যেন গর্ব না করি, যা দ্বারা আমার কাছে জগৎ, ও জগতের কাছে আমি ক্রুশবিদ্ধ—, আবার বলছি, এ ক্রুশ চল্লিশ দিনের নয়, বরং সারা জীবনেরই ক্রুশ।

মোশী ও এলিয়, এমনকি স্বয়ং প্রভু এজন্যই চল্লিশ দিন উপবাস পালন করলেন, যাতে তাঁদের আদর্শদানের মধ্য দিয়ে, অর্থাৎ বিধান, নবীদের পুস্তকগুলি ও স্বয়ং সুসমাচারের মধ্য দিয়ে তাঁরা আমাদের এ পরামর্শ দিতে পারেন যে, এ যুগের অনুরূপ বা অনুসারী না হয়ে বরং পুরাতন মানুষকে ক্রুশবিদ্ধ করায় আমাদেরও সেইভাবে করা দরকার। অতএব, হে খ্রীষ্টান, এভাবে জীবনযাপন করতে সর্বদাই চেষ্টা কর: তুমি যদি এ পৃথিবীর কাদায় পা নিমজ্জিত করতে না চাও, তাহলে এ ক্রুশ থেকে কখনও নেমো না। কিন্তু যখন সারা জীবন ধরেই আমাদের এ করতে হয়, তখন কতই না বেশি এ চল্লিশ দিনেই করতে হবে, যে দিনগুলিতে সমস্ত পার্থিব জীবন শুধু যাপিত নয়, সেই জীবনের প্রতীকও উদ্ভাসিত!

শ্লোক গা ২:১৯-২০

℟ আমি বিধানের কাছে মৃত, যেন ঈশ্বরের কাছে জীবিত হতে পারি। এখন এই দেহে যে জীবন আমি যাপন করি, সেই ঈশ্বরপুত্রের প্রতি বিশ্বাসেই তা যাপন করি,
℣ যিনি আমাকে ভালবেসেছেন এবং আমার জন্য নিজেকে বিসর্জন দিয়েছেন।
℟ অথচ আমি এখনও জীবিত আছি; কিন্তু সে তো আর আমি নয়, আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রীষ্টই জীবনযাপন করেন,
℣ যিনি আমাকে ভালবেসেছেন এবং আমার জন্য নিজেকে বিসর্জন দিয়েছেন।

মঙ্গলবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - হিব্রু ৩:১-১৯

আমাদের বিশ্বাস-স্বীকৃতির প্রেরিতদূত ও মহাযাজক যীশু

হে পবিত্র ভাইয়েরা, তোমরা যারা স্বর্গীয় এক আহ্বানেরই অংশীদার, আমাদের বিশ্বাস-স্বীকৃতির প্রেরিতদূত ও মহাযাজকের প্রতি, সেই যীশুরই প্রতি মন নিবদ্ধ রাখ; তাঁকে যিনি নিযুক্ত করেছেন, তাঁর কাছে তিনি বিশ্বাসযোগ্য ছিলেন, মোশীও যেমন *তাঁর সমস্ত গৃহের মধ্যে* বিশ্বাসযোগ্য ছিলেন। তবে নির্মাতা যেমন গৃহের চেয়ে বেশি সম্মানের অধিকারী, তেমনি তিনিও মোশীর চেয়ে বেশি গৌরব পাবার যোগ্য; কেননা প্রতিটি গৃহের একজন না একজন নির্মাতা থাকে, কিন্তু যিনি সবকিছুর নির্মাতা, তিনি স্বয়ং ঈশ্বর। মোশী আসলে *তাঁর সমস্ত গৃহের মধ্যে* সেবকরূপেই বিশ্বাসযোগ্য ছিলেন, পরবর্তীকালে যা কিছু ঘোষিত হওয়ার কথা, যেন সেই বিষয়ে সাক্ষ্যদান করেন; কিন্তু খ্রীষ্ট তাঁর সমস্ত গৃহের উপরে পুত্ররূপেই বিশ্বাসযোগ্য; আর আমরা, এই আমরা নিজেরাই তাঁর সেই গৃহ—অবশ্য যদি আমাদের গর্বের বস্তু সেই প্রত্যাশা সৎসাহসের সঙ্গে আঁকড়ে ধরে থাকি।

এজন্য, পবিত্র আত্মা যেমন বলেন:

তোমরা যদি আজ তাঁর কণ্ঠস্বর শোন,

তবে হৃদয় কঠিন করো না, যেমনটি ঘটেছিল সেই বিদ্রোহের দিনে,
মরুদেশে সেই যাচাইয়ের দিনে;

সেখানে তোমাদের পিতৃপুরুষেরা আমায় যাচাই করল,
চল্লিশ বছর ধরে আমার কাজ দেখেও আমায় পরীক্ষা করল।

তাই আমি অতিষ্ঠ হলাম সেই প্রজন্মের মানুষকে নিয়ে,
শেষে বললাম, তারা ভ্রষ্টহৃদয়ের মানুষ,
তারা জানে না আমার কোন পথ।

তাই ক্রুদ্ধ হয়ে আমি শপথ করলাম,
তারা আমার বিশ্রামে প্রবেশ করবে না।

ভাই, দেখ, পাছে তোমাদের কারও মধ্যে এমন অবিশ্বাসী অসৎ হৃদয় থাকে যা জীবনময় ঈশ্বর থেকে সরে পড়ে; বরং দিনের পর দিন—সেই 'আজ' কথাটা যতদিন ঘোষিত, ততদিন—তোমরা একে অপরকে উদ্দীপিত করে তোল, যেন পাপের প্রতারণা দ্বারা তোমাদের মধ্যে কেউই কঠিন হয়ে না ওঠে; আমরা তো খ্রীষ্টের সহভাগী হয়ে উঠেছি—অবশ্য যদি আমাদের আদি ভরসা শেষ পর্যন্ত দৃঢ় করে রাখি। সুতরাং, যখন বলা হয়, তোমরা যদি আজ তাঁর কণ্ঠস্বর শোন, তবে হৃদয় কঠিন করো না, যেমনটি ঘটেছিল সেই বিদ্রোহের দিনে, তখন যারা শুনে বিদ্রোহ করেছিল, তারা আসলে কারা? তারা সেই লোক নয় কি, মোশীর চালনায় যারা মিশর ছেড়ে বেরিয়ে গেছিল? আরও, কাদের প্রতিই বা তিনি চল্লিশ বছর ধরে অতিষ্ঠ ছিলেন? তাদের প্রতি নয় কি, যারা পাপ করেছিল, যাদের মৃতদেহ প্রান্তরে পড়ে থেকেছিল? কাদের কাছেই বা তিনি শপথ করেছিলেন, তারা আমার বিশ্রামে প্রবেশ করবে না? তাদের কাছে নয় কি, যারা অবিশ্বাসী হয়েছিল? তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, অবিশ্বাসের কারণেই তাদের পক্ষে প্রবেশ করা সম্ভব হল না।

শ্লোক হিব্রু ৩:৬; এফে ২:২১ দ্রঃ

প্‌ পুত্র বলে খ্রীষ্টই গৃহকর্তা:
উ আমরাই তাঁর গৃহ।
প্ খ্রীষ্টের মধ্যে প্রতিটি গাঁথনি সুসংবদ্ধ হয়ে প্রভুতে এক পবিত্র মন্দির হবার জন্য গড়ে উঠছে;
উ আমরাই তাঁর গৃহ।

দ্বিতীয় পাঠ - যোহন-রচিত সুসমাচারে আলেক্‌জান্দ্রিয়ার ধর্মপাল সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা ১১শ পুস্তক ৮

মহাযাজক ও মধ্যস্থ খ্রীষ্ট

যিনি আমাদের জন্য নিজেকে উৎসর্গ ক'রে আপন মিনতি দ্বারা পিতার মন প্রশমিত করেন, তিনি মানবেশ্বর, মানুষের পুনর্মিলনের সাধক ও মধ্যস্থ, আমাদের প্রকৃত মহান ও পবিত্রতম মহাযাজক রূপে আমাদের হয়ে প্রার্থনা করেন। কেননা তিনি নিজেই বলি, নিজেই যাজক, নিজেই মধ্যস্থ, নিজেই নিষ্কলঙ্ক বলিদান, সেই মেষশাবক যিনি জগতের পাপ হরণ করেন।

মোশীর প্রাচীন মধ্যস্থতা ছিল খ্রীষ্টের সেই মধ্যস্থতার আভাস ও দৃষ্টান্ত, যে মধ্যস্থতা পরম কালে প্রকাশিত হবার কথা, এবং বিধান অনুযায়ী যাজক ছিলেন সেই মহাযাজকেরই দৃষ্টান্ত যিনি বিধানের ঊর্ধ্বে। বস্তুত, বিধানের সমস্ত কিছু হল বাস্তবতার পূর্বাভাস। আর আসলে ঈশ্বরভক্ত মোশী আর তাঁর সঙ্গে সেই মহান আরোন সর্বদাই ঈশ্বর ও জনমণ্ডলীর মধ্যে মধ্যস্থ ছিলেন: ইস্রায়েলীয়দের পাপের জন্য ঈশ্বরের প্রজ্বলিত ক্রোধ প্রশমিত করতেন, তাদের ভগ্ন প্রাণের উপর ঐশমঙ্গলময়তা মিনতি করতেন; আবার ব্রত উদ্‌যাপন করতেন ও তাদের আশীর্বাদ করতেন, বিধান অনুযায়ী বলিদান ও বিধি-নিয়ম অনুসারে পাপার্থে অর্ঘ্য নিবেদন করতেন; আবার ঈশ্বরের মঙ্গলদানের জন্য ধন্যবাদ জানাতেন।

কিন্তু সেই খ্রীষ্ট, যিনি পরম কালে যত পূর্বাভাস ও দৃষ্টান্তের ঊর্ধ্বে মহাযাজক ও মধ্যস্থ রূপে উদ্ভাসিত হয়েছেন, তিনি মানুষ রূপে আমাদের জন্য প্রার্থনা করেন বটে, তাছাড়া তিনি, ঈশ্বররূপে তাঁর দানগুলি মঞ্জুর করতে যোগ্য বিধায়, পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের প্রতি তাঁর আপন মঙ্গলময়তার অনুশীলন করেন। এবিষয়ে পল অধিক স্পষ্ট শিক্ষা দান করলেন: *আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশুখ্রীষ্ট থেকে তোমাদের উপর অনুগ্রহ ও শান্তি বর্ষিত হোক।*

সুতরাং যিনি মানবরূপে যাচ্‌না করেন, তিনি একইসময় ঈশ্বররূপে দান বিতরণ করেন; কেননা পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক ও নিরপরাধী মহাযাজক হওয়ায় তিনি বিধান যেভাবে যাজকদের নির্দেশ দিত সেই অনুসারে তাঁর নিজেরই দুর্বলতার জন্য নয়, বরং আমাদের আত্মার পরিত্রাণের জন্যই নিজেকে উৎসর্গ ক'রে, এমনকি আমাদের পাপের জন্য একবার চিরকালের মতই তা ক'রে তিনি আমাদের পক্ষে সহায়ক হয়ে উঠলেন, আর তিনি নিজেই আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তবলি—যোহনের কথা অনুসারে *আমাদের পাপের জন্য শুধু নয়, সমস্ত বিশ্বজগতেরও পাপের জন্য,* অর্থাৎ কিনা তাদের সকলেরও জন্য যারা যত জাতি ও যত জীবনাশ্রম থেকে বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে ধর্মময়তা ও পবিত্রতার উদ্দেশে আহূত হবার কথা।

শ্লোক হিব্রু ৪:১৪,১৬; রো ৩:২৫

প্র যেহেতু আমরা এক পরম মহাযাজককে পেয়েছি যিনি আকাশমণ্ডল অতিক্রম করেছেন—সেই ঈশ্বরপুত্র যীশু—

উ সেজন্য এসো, সাহসভরে আমরা অনুগ্রহের সিংহাসনের কাছে এগিয়ে যাই, যেন দয়া লাভ করি এবং প্রয়োজনের দিনে সহায়তার সঙ্গে অনুগ্রহ পাই।

প্র তাঁর সেই রক্তদানে তাঁকেই ঈশ্বর বিশ্বাসগুণে প্রায়শ্চিত্তের স্থানস্বরূপ তুলে ধরেছেন,

উ সেজন্য এসো, সাহসভরে আমরা অনুগ্রহের সিংহাসনের কাছে এগিয়ে যাই, যেন দয়া লাভ করি এবং প্রয়োজনের দিনে সহায়তার সঙ্গে অনুগ্রহ পাই।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যাত্রা ৩২:১-২০

সেই সোনার বাছুর—সন্ধি-ভঙ্গন

পর্বত থেকে নেমে আসতে মোশীর দেরি হচ্ছে দেখে লোকেরা আরোনের কাছে একত্রে সমবেত হয়ে তাঁকে বলল, 'ওঠ, আমাদের পুরোভাগে চলবেন এমন দেবতাকে আমাদের জন্য তৈরি কর, কেননা ওই যে মোশী মিশর দেশ থেকে আমাদের এখানে এনেছে, তার যে কী হল, তা আমরা জানি না।' আরোন তাদের বললেন,

‘তোমরা তোমাদের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের কানের সোনার দুল খুলে আমার কাছে নিয়ে এসো।’ তাই সমস্ত লোক কান থেকে সোনার দুল খুলে আরোনের কাছে নিয়ে গেল। তাদের হাত থেকে সেইসব নিয়ে তিনি খোদকারের একটা যন্ত্র দিয়ে নকশা গঠন করে ঢালাই করা একটা বাছুর তৈরি করলেন; তখন লোকেরা বলে উঠল, ‘ইস্রায়েল, এ-ই তোমার পরমেশ্বর, যিনি মিশর দেশ থেকে তোমাকে এখানে এনেছেন!’ তা দেখে আরোন তার সামনে একটি বেদি তৈরি করে ঘোষণা করলেন, ‘আগামীকাল প্রভুর উদ্দেশে উৎসব হবে।’ পরদিন খুব সকালে উঠে জনগণ আহুতি দিল ও মিলন-যজ্ঞবলি নিয়ে এল। জনগণ খাওয়া-দাওয়া করতে বসল, তারপর উঠে ফুর্তি করতে লাগল।

তখন প্রভু মোশীকে বললেন, ‘এখনই নেমে যাও, কারণ তোমার সেই জনগণ, যাদের তুমি মিশর দেশ থেকে এখানে এনেছ, তারা ভ্রষ্ট হয়েছে। আমি তাদের যে পথে চলবার আজ্ঞা দিয়েছি, সেই পথ ত্যাগ করতে তাদের তত দেরি হয়নি! তারা নিজেদের জন্য একটা ছাঁচে ঢালাই করা বাছুর তৈরি করে তার সামনে প্রণিপাত করেছে, তার উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করেছে, এবং বলেছে, ইস্রায়েল, এ-ই তোমার পরমেশ্বর, যিনি মিশর দেশ থেকে তোমাকে এখানে এনেছেন।’ প্রভু মোশীকে আরও বললেন, ‘আমি এই জাতিকে লক্ষ করলাম; তারা সত্যি এক শক্তগ্রীব জাতি! এখন তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাও, যেন আমার ক্রোধ তাদের উপরে জ্বলে ওঠে ও আমি তাদের সংহার করি! আমি তোমাকেই এক মহান জাতি করব।’

মোশী তাঁর পরমেশ্বর প্রভুকে এই বলে প্রশমিত করতে চেষ্টা করলেন, ‘প্রভু, তোমার যে জনগণকে তুমি মহাপরাক্রম ও শক্তিশালী হাত দ্বারা মিশর দেশ থেকে বের করেছ, তাদের উপরে তোমার ক্রোধ কেন জ্বলে উঠবে? মিশরীয়েরা কেন বলবে: পার্বত্য অঞ্চলে তাদের বিনাশ করার জন্য ও পৃথিবীর বুক থেকে বিলুপ্ত করার জন্যই তিনি অমঙ্গলকর অভিপ্রায়ে তাদের বের করে এনেছেন! তুমি তোমার প্রচন্ড ক্রোধ সংবরণ কর; তুমি যে তোমার আপন জনগণের অমঙ্গল ঘটাতে চাও, তেমন সঙ্কল্প ছেড়ে দাও। তোমার আপন দাস আব্রাহাম, ইসায়াক ও যাকোবের কথা স্মরণ কর, যাঁদের কাছে নিজেরই দিব্যি দিয়ে শপথ করে বলেছিলে, আমি আকাশের তারানক্ষত্রের মত তোমাদের বংশবৃদ্ধি করব, এবং এই যে সমস্ত দেশের কথা বলেছি, তা তোমাদের বংশধরদের দেব; আর তারা চিরকালের মতই তা অধিকার করবে।’ তাই প্রভু তাঁর আপন জনগণের অমঙ্গল ঘটাবার সঙ্কল্প ছেড়ে দিলেন।

তখন মোশী ফিরে পর্বত থেকে নেমে গেলেন, তাঁর হাতে ছিল সাক্ষ্যের সেই দুই প্রস্তরফলক; সেই ফলকের এপিঠে ওপিঠে, দু'পিঠেই লেখা ছিল। প্রস্তরফলক দু'টো পরমেশ্বরেরই নির্মাণকাজ, সেই লেখাও পরমেশ্বরেরই আপন লেখা—ফলকে খোদাই করে লেখা। যোশুয়া লোকদের হইচই শুনে মোশীকে বললেন, ‘শিবিরে কেমন যেন যুদ্ধের শব্দ হচ্ছে।’ কিন্তু তিনি উত্তরে বললেন,

‘এ তো জয়ধ্বনির শব্দ নয়,
এ তো পরাজয়ধ্বনির শব্দ নয়;
গান-বাজনারই শব্দ আমি শুনতে পাচ্ছি!’

শিবিরের কাছাকাছি হয়ে যেই দেখলেন সেই বাছুর ও সেই নাচ, ক্রোধে জ্বলে উঠে মোশী নিজের হাত থেকে সেই প্রস্তরফলক দু'টোকে নিক্ষেপ করে পর্বতের পাদতলে টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেললেন। তারপর তাদের তৈরি করা সেই বাছুর নিয়ে আগুনে পুড়িয়ে দিলেন, তা টুকরো টুকরো করে গুঁড়ো করলেন, এবং তার গুঁড়ো জলের উপরে ছড়িয়ে ইস্রায়েল সন্তানদের সেই জল জোর করে খাওয়ালেন।

শ্লোক সাম ১০৬:২০,২১; রো ১:২১,২৩ দ্রঃ

℣ তৃণভোজী একটা বৃষের বিগ্রহের সঙ্গে তারা বিনিময় করল প্রভুর গৌরব।
℟ তারা ভুলে গেল সেই ঈশ্বরকে যিনি তাদের ত্রাণ করেছিলেন।
℣ তাদের মন অন্ধকারময় হল, তারা ক্ষয়শীল মানুষের সাদৃশ্যের সঙ্গে বিনিময়ে করল অক্ষয়শীল ঈশ্বরের গৌরব।
℟ তারা ভুলে গেল সেই ঈশ্বরকে যিনি তাদের ত্রাণ করেছিলেন।

প্রার্থনা দরজায় আঘাত করে
উপবাস সাড়া পায়, দয়া গ্রহণ করে

ভ্রাতৃগণ, তিনটেই সেই জিনিস যেগুলি দ্বারা বিশ্বাস অটল, ভক্তি অবিচল ও সদ্‌গুণ স্থিতমূল থাকে: প্রার্থনা, উপবাস ও দয়া। প্রার্থনা যার জন্য দরজায় আঘাত করে, উপবাস তার জন্য সাড়া পায়, দয়া তা গ্রহণ করে। প্রার্থনা, উপবাস ও দয়া, এ তিনটে জিনিস আসলে এক, ও একে অপরকে জীবন দান করে।

আবার, উপবাস হল প্রার্থনার আত্মা, ও দয়া হল উপবাসের জীবন। কেউই যেন এ তিনটে পৃথক না করে, কেননা আলাদা আলাদা করে সেগুলো থাকতে পারে না। যাদের একটা মাত্র আছে, কিংবা যাদের কাছে তিনটে একসঙ্গেই না থাকে, তাদের আসলে কোনোটাও থাকে না। সুতরাং যে প্রার্থনা করে, সে উপবাস করুক; যে উপবাস করে, সে দয়াবান হোক। প্রার্থনাকালে যার এমন বাসনা আছে সে যেন সাড়া পায়, সে নিজে প্রার্থীকে সাড়া দিক; আবেদনকারীর প্রতি যে আপন কান রুদ্ধ করে না, সে নিজের জন্য ঈশ্বরের কান উন্মুক্ত করে।

যে উপবাস করে, সে যেন উপবাসের অর্থ বোঝে, অর্থাৎ কিনা সে উপোস রাখতে যদি চায় ঈশ্বর তাকে শুনুন, সে নিজেই ক্ষুধার্তকে শুনুক; যে দয়া প্রত্যাশা করে, সে নিজেই দয়াবান হোক; যে করুণা ভিক্ষা করে, সে নিজেই করুণাময় হোক; যে চায় যেন তাকে টাকা ধার দেওয়া হয়, সে নিজে ধার দিক। নিজের জন্য যা প্রার্থনা করে যে কেউ তা পরকে দিতে অস্বীকার করে, সে ভাল প্রার্থী নয়।

মানুষ, তুমি নিজেই তোমার জন্য দয়ার নিয়ম হও; ফলে নিজের জন্য যেভাবে, যতখানি, যত শীঘ্রই দয়া প্রত্যাশা কর, তুমি নিজেই পরের প্রতি তেমন দয়া দেখাও।

সুতরাং প্রার্থনা, উপবাস ও দয়া হোক ঈশ্বরের কাছে আমাদের একটামাত্র পক্ষসমর্থক, আমাদের জন্য একটামাত্র সুপারিশ, আমাদের জন্য একটামাত্র ত্রিমুখী আবেদন।

যা কিছু স্পর্ধার দরুন হারিয়ে ফেলেছি, এসো, উপবাস দ্বারা তা জয় করি; এসো, উপবাস দ্বারা আমাদের আত্মাকে বলিরূপে উৎসর্গ করি, কেননা এর চেয়ে এমন গ্রহণীয় কিছু নেই যা আমরা ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করতে পারি—যেভাবে নবীও সাক্ষ্যদান করে বলেন, *ভগ্ন প্রাণ, এই তো পরমেশ্বরের গ্রহণযোগ্য বলি, ভগ্ন চূর্ণ হৃদয় তুমি তো অবজ্ঞা কর না, পরমেশ্বর।*

মানুষ, ঈশ্বরের কাছে তোমার আত্মা অর্পণ কর, উপবাসের নৈবেদ্য অর্পণ কর, যেন পুণ্য হয় সেই অর্ঘ্য, পবিত্র হয় সেই যজ্ঞ, জীবন্ত হয় সেই বলি যা তোমার কাছে থাকবে ও ঈশ্বরের কাছে নিবেদিত হবে। তেমন কিছু যে কেউ ঈশ্বরের কাছে অর্পণ করে না, তার ক্ষমা হবেই না, কেননা নিজেকে অর্পণ করতে পারে না এমন কেউই নেই। তবু এসব কিছু যেন গ্রহণীয় হয়, দয়াই উপস্থিত থাকুক; উপবাস তো ফল ফলায় না, যদি দয়াসিক্ত না হয়—দয়া শুষ্ক হলে উপবাসও শুকিয়ে যায়; যা মাটির কাছে বর্ষা, তা-ই উপবাসের কাছে দয়া। যে উপবাস করে, সে যতই হৃদয়কে কোমল করুক, দেহ সংযত করুক, রিপু উচ্ছেদ করুক, সদ্‌গুণের অনুশীলন করুক না কেন, কিন্তু দয়া-নদীর জল প্রবাহিত না করলে সে কোন ফল সংগ্রহ করবেই না। তুমি যে উপবাস কর, জেনে রেখ, দয়া উপোস করলে তোমার মাঠও উপোস করবে; তুমি যে উপবাস কর, জেনে রেখ, তুমি দয়ায় যা দান করবে, তা তোমার গোলাঘরে শত গুণে উপচে পড়বে। সুতরাং মানুষ, বিলিয়ে দেওয়ায়ই সংগ্রহ কর, পাছে রক্ষা করায় হারিয়ে ফেল; মানুষ, গরিবের প্রতি দানশীল হওয়ায়ই নিজের প্রতি দানশীল হও, কেননা যা তুমি অপরের কাছে না রেখে যাও, তা তোমার থাকবে না।

শ্লোক তোবিত ১২:৮,৯

প্রঃ উপবাসের সঙ্গে প্রার্থনা ও ন্যায়পরতার সঙ্গে অর্থদান, এ উত্তম কর্ম,
উঃ কেননা অর্থদানই সমস্ত পাপ থেকে মানুষকে বিশুদ্ধ করে।
প্রঃ যারা অর্থদান অনুশীলন করে, তারা দীর্ঘায়ু হবে,
উঃ কেননা অর্থদানই সমস্ত পাপ থেকে মানুষকে বিশুদ্ধ করে।

বুধবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - হিব্রু ৪:১-১৩

বিশ্বাস গুণেই ঈশ্বরের বিশ্রামে প্রবেশ

আমাদের মনে এমন ভয় থাকা উচিত, যেন তাঁর বিশ্রামে প্রবেশ করার প্রতিশ্রুতিটা বলবৎ থাকলেও আমাদের মধ্যে কেউ বঞ্চিত বলে সাব্যস্ত না হয়; কেননা শুভসংবাদ তাদের কাছে যেমন, তেমনি আমাদেরও কাছে জানানো হয়েছে; কিন্তু তারা যে বাণী শুনেছিল, তাতে তাদের কোন উপকারই হল না, যেহেতু যারা বিশ্বাসেরই সঙ্গে শুনেছিল, তেমন শ্রোতাদের সঙ্গে তারা সংযুক্ত থাকেনি। কেননা আমরা যারা বিশ্বাস করেছি, এই আমরাই *সেই বিশ্রামে প্রবেশ* করছি, যার কথা এই বচনে ব্যক্ত, *তাই ক্রুদ্ধ হয়ে আমি শপথ করলাম, তারা আমার বিশ্রামে প্রবেশ করবে না।* তাঁর সমস্ত কাজ অবশ্য জগৎপত্তনের সময় থেকেই সমাপ্ত ছিল; শাস্ত্র কোন এক পদে সেই সপ্তম দিনের বিষয়ে একথা বলে, *এবং সপ্তম দিনে ঈশ্বর তাঁর সমস্ত কাজ থেকে বিশ্রাম নিলেন।* আবার উপরের পদটি বলে, *তারা আমার বিশ্রামে প্রবেশ করবে না।* তাই যেহেতু এই অবস্থা দাঁড়াচ্ছে যে, এখনও কয়েকজন মানুষের সেই বিশ্রামে প্রবেশ করার কথা আছে, এবং শুভসংবাদ যাদের কাছে আগে জানানো হয়েছিল, তারা অবাধ্যতার দরুন প্রবেশ করতে পারেনি, সেজন্য তিনি আর একটা দিন, একটা 'আজ' নিরূপণ করে বহু দিন পরে দাউদের মধ্য দিয়ে সেই কথা বললেন, যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে: *তোমরা যদি আজ তাঁর কণ্ঠস্বর শোন, তবে হৃদয় কঠিন করো না।* যোশুয়াই যদি তাদের সেই বিশ্রামে চালনা করতেন, তবে পরবর্তীকালে ঈশ্বর অন্য একটা দিনের কথা বলতেন না। তাই ঈশ্বরের জনগণের জন্য নিরূপিত একটা বিশ্রামকাল এখনও বাকি রয়েছে, কেননা তাঁর বিশ্রামে যে কেউ প্রবেশ করে থাকে, সেও নিজের কাজ থেকে বিশ্রাম নেয়, যেমন ঈশ্বর নিজের কাজ থেকে বিশ্রাম নিয়েছিলেন।

সুতরাং এসো, আমরা সেই বিশ্রামে প্রবেশ করতে আপ্রাণ চেষ্টা করি, যেন কেউ সেই একই ধরনের অবাধ্যতায় পতিত না হয়; কেননা ঈশ্বরের বাণী জীবন্ত ও কার্যকর; যে কোন দুধারী খড়্গের চেয়েও তীক্ষ্ণ: তা প্রাণ ও আত্মা, গ্রন্থি ও মজ্জা, এই সমস্তের বিভেদ পর্যন্ত ভেদ করে পৌঁছয়, এবং হৃদয়ের বাসনা ও ভাবনার সূক্ষ্ম বিচার করে। তাঁর সামনে থেকে কোন সৃষ্টবস্তু অগোচর নয়; তার দৃষ্টিতে সবই নগ্ন ও অনাবৃত; আর তাঁরই কাছে আমাদের হিসাব দিতে হয়।

শ্লোক আদি ২:৩,২; হিব্রু ৪:১০

℣ পরমেশ্বর সেই সপ্তম দিন আশীর্বাদ করলেন, তা পবিত্র করলেন,
℟ তিনি সপ্তম দিনে সমস্ত কাজ শেষ করে বিশ্রাম নিলেন।
℣ ঈশ্বরের বিশ্রামে যে কেউ প্রবেশ করে থাকে, সেও নিজের কাজ থেকে বিশ্রাম নেয়, যেমন ঈশ্বর নিজের কাজ থেকে বিশ্রাম নিয়েছিলেন।
℟ তিনি সপ্তম দিনে সমস্ত কাজ শেষ করে বিশ্রাম নিলেন।

দ্বিতীয় পাঠ - আলেক্‌জান্দ্রিয়ার ধর্মপাল সাধু সিরিল-লিখিত 'আত্মা ও সত্যের শরণে উপাসনা'

৩য় পুস্তক

খ্রীষ্ট আমাদের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করলেন
ও স্বেচ্ছায় মৃত্যুর হাতে নিজেকে সঁপে দিলেন

মণ্ডলী পবিত্রই একটা নগরী, আর আমি মনে করি, তার বাসিন্দারা জীবনময় রুটি দ্বারাই পবিত্রতা অর্জন করে। ধন্য দাউদও এ মহান ও বিস্ময়কর নগরীর কথা উল্লেখ করে বলেন, *হে পরমেশ্বরের নগর, তোমার বিষয়ে বলা হয় কতই না গৌরবের কথা।* বস্তুত জীবন ও জীবনদাতা সেই খ্রীষ্ট আমাদের মাঝে বসবাস করলেন বিধায় ঈশ্বর যাদের পবিত্রীকৃত করেছেন তাদের কাছ থেকে যমদূতকে দূর করে দেন। এমনকি, অন্নভোজ-আভাসে পূর্বপ্রদর্শিত সেই পবিত্র ভোজ যখন প্রবর্তিত হয়েছিল, তখন থেকে সেই যমদূতকে জয়লাভ

করতে আর দেওয়া হল না।

দাউদ যাঁর পূর্বাভাস ছিলেন, সেই খ্রীষ্টই আমাদের মুক্ত করে দিয়েছেন। যখন তিনি দেখলেন, মানুষ মৃত্যুর হাতে পতিত, তখন স্বেচ্ছায় মৃত্যুর হাতে নিজেকে সঁপে দেওয়ায় তিনি আমাদের সান্ত্বনাদানকারী ও সহায়ক হলেন; পাপকে আপন বলে ঘোষণা করে তিনি যমদূতকে প্রতিরোধ করলেন—তিনি যে কোন পাপ করেছিলেন এজন্য তাই বললেন এমন নয়, বরং তিনি তাই বললেন কেননা শাস্ত্র অনুযায়ী *বিদ্রোহীদের একজন বলে গণ্য হলেন; অথচ তিনি বহু মানুষের পাপ বহন করলেন এবং বিদ্রোহীদের হয়ে প্রার্থনা করলেন।* পাপ না জানা সত্ত্বেও তিনি *আমাদের জন্য অভিশাপস্বরূপ হলেন।*

উপরন্তু খ্রীষ্ট বলেন, মেষগুলির চেয়ে পালকই প্রায়শ্চিত্ত করবে, এ ন্যায়সঙ্গত; আর সেজন্য উত্তম মেষপালক মেষগুলির জন্য প্রাণ দিলেন। ঐশপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে দাউদ যেখানে বিনাশী দূতকে থামতে দেখেছিলেন সেখানে একটা যজ্ঞবেদি গড়ে তুলে ঈশ্বরের কাছে আহুতি দিয়েছিলেন ও মিলন-যজ্ঞ উৎসর্গ করেছিলেন। সেই যেবুসীয়ের খামার বলতে তুমি সেই মণ্ডলী বোঝ, যেখানে খ্রীষ্ট থামা মাত্র মৃত্যু বিনষ্ট হল ও বিনাশী দূত তার সেই মৃত্যুজনক ও ধ্বংসনকারী হাত ফিরিয়ে নিল। কেননা মণ্ডলী হল সেই জীবনেরই গৃহ যিনি নিজেই স্বরূপে জীবন, অর্থাৎ মণ্ডলী খ্রীষ্টের গৃহ।

আমরা সাদৃশ্য-ভিত্তিতে মণ্ডলীকে খামার বলি, কেননা তার মধ্যে ফসলের আটির মত সেই সকলেই সংগৃহীত হয়, স্বর্গীয় খামারে সংগৃহীত হবার জন্য ফসলকাটিয়ের দ্বারা তথা প্রেরিতদূত ও সুসমাচার-রচয়িতাদের প্রচার দ্বারা যাদের সংসার থেকে কাটানো হয়। তারা সেই সবকিছু যা তুষের সঙ্গে তুলনা করা হয়, অর্থাৎ অসার ও অনর্থক কাজকর্ম ত্যাগ করেছে শুধু নয়, ইন্দ্রিয়ও দমন করেছে বিধায় বাছাই করা গমের মত প্রভুর খামারে তথা স্বর্গীয় যেরুসালেমে তাদের প্রবেশ করানো হয়।

খ্রীষ্ট একদিন ধন্য প্রেরিতদূতদের বলেছিলেন: *তোমরা কি একথা বল না যে, আর চার মাস বাকি, তারপর ফসল হবে? দেখ, আমি তোমাদের একটা কথা বলি: চোখ তুলে তোমরা মাঠের দিকে চেয়ে দেখ, ফসল কেমন সোনালী হয়ে কাটার অপেক্ষায় আছে; ফসলকাটিয়ে ইতিমধ্যেই মজুরি পাচ্ছে, ও অনন্ত জীবনের উদ্দেশে ফসল সংগ্রহ করে যাচ্ছে।* তিনি আরও বললেন, *ফসল প্রচুর বটে, কিন্তু কর্মী অল্প; অতএব ফসলের প্রভুর কাছে মিনতি জানাও, তিনি যেন শস্যখেতে কর্মী পাঠান।*

আমি মনে করি, তিনি আধ্যাত্মিক ফসল সেই বিপুল জনতাকে বললেন যাদের একদিন বিশ্বাসী হওয়ার কথা, আর ধন্য ফসলকাটিয়ে তাদের বললেন যাদের অন্তরে ও মুখে রয়েছে সেই *ঈশ্বরের বাণী যা জীবন্ত ও কার্যকর; যে কোন দুধারী খড়্গের চেয়েও তীক্ষ্ণ: তা প্রাণ ও আত্মা, গ্রন্থি ও মজ্জা, এই সমস্তের বিভেদ পর্যন্ত ভেদ করে পৌঁছয়।*

খ্রীষ্ট পঞ্চাশটা রুপোর টাকার মূল্যে এ খামার তথা মণ্ডলীকে কিনে নিলেন—তা তো কম মূল্য নয়! বস্তুত তিনি তার জন্য নিজেকে দান করলেন, ও তার মধ্যে একটা বেদি নির্মাণ করলেন; একইসময় যাজক ও বলি হওয়ায় তিনি আহুতিবলি ও মিলন-যজ্ঞবলি রূপে নিজেকে উৎসর্গ করলেন।

শ্লোক যোহন ১০:১৫,১৮; যেরে ১২:৭

প্র আমি আমার মেষগুলির জন্য আমার নিজের প্রাণ বিসর্জন দিই।
উ কেউই আমার কাছ থেকে তা কেড়ে নেয় না, নিজে থেকেই আমি তা বিসর্জন দিই।
প্র আমি আমার আপন বাড়ি ত্যাগ করেছি, ছেড়ে দিয়েছি আমার আপন উত্তরাধিকার; যা কিছু ভালবাসতাম—তা সবই তুলে দিয়েছি শত্রুর হাতে।
উ কেউই আমার কাছ থেকে তা কেড়ে নেয় না, নিজে থেকেই আমি তা বিসর্জন দিই।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যাত্রা ৩৩:৭-১১,১৮-২৩; ৩৪:৫-৯,২৯-৩৫

প্রভু মোশীকে আপন গৌরব প্রকাশ করেন

মোশী সাধারণত তাঁবুটি তুলে নিয়ে শিবিরের বাইরে—শিবির থেকে বেশ কিছু দূরেই, তা বসাতেন; সেই তাঁবুর নাম সাক্ষাৎ-তাঁবু রেখেছিলেন; আর যারা কোন ব্যাপারে প্রভুর অভিমত যাচ্না করতে চাইত, তারা প্রত্যেকে শিবিরের বাইরে বসানো সেই সাক্ষাৎ-তাঁবুর কাছে যেত। আর যখন মোশী বেরিয়ে তাঁবুটির দিকে যেতেন, তখন সমস্ত লোক উঠে প্রত্যেকে নিজ নিজ তাঁবুর প্রবেশদ্বারে দাঁড়াত, এবং যতক্ষণ মোশী ওই তাঁবুতে প্রবেশ না করতেন, ততক্ষণ তারা তাঁর দিকে চোখ নিবদ্ধ রেখে তাঁকে যেতে দেখত। যখন মোশী তাঁবুতে প্রবেশ করতেন, তখন মেঘস্তম্ভ নেমে এসে তঁবুর প্রবেশদ্বারে অবস্থান করত: সেসময় প্রভু মোশীর সঙ্গে কথা বলতেন। সমস্ত লোক যখন তাঁবুর প্রবেশদ্বারে দাঁড়ানো মেঘস্তম্ভটি দেখত, তখন তারা উঠে প্রত্যেকে নিজ নিজ তাঁবুর প্রবেশদ্বারে থেকে প্রণিপাত করত। মোশীর সঙ্গে প্রভু মুখোমুখি কথা বলতেন—একজন লোক বন্ধুর সঙ্গে যেভাবে কথা বলে, ঠিক সেইভাবে। তারপর তিনি শিবিরে ফিরে আসতেন, কিন্তু তাঁর তরুণ সহকর্মী নূনের সন্তান সেই যোশুয়া তাঁবুর ভিতর থেকে কখনও বাইরে যেতেন না।

মোশী প্রভুকে বললেন, 'দোহাই তোমার, আমাকে তোমার গৌরব দেখাও!' তিনি বললেন, 'আমি এমনটি করব, যেন আমার সমস্ত মঙ্গলময়তা তোমার সামনে দিয়ে যায়, এবং তোমার সামনে আমার আপন নাম ঘোষণা করব: প্রভু! আমি যাকে দয়া করতে চাই, তাকে দয়া করব; আর যার প্রতি করুণা দেখাতে চাই, তার প্রতি করুণা দেখাব।' তিনি আরও বললেন, 'তুমি কিন্তু আমার মুখমণ্ডল দেখতে পাবে না, কারণ কোন মানুষ আমাকে দেখলে জীবিত থাকতে পারে না।' প্রভু বলে চললেন, 'দেখ, আমার কাছাকাছি এই এক জায়গা আছে; তুমি ওই শৈলের উপরে দাঁড়াও; আর আমার গৌরব যখন তোমার সামনে দিয়ে যাবে, আমি তোমাকে শৈলের এক ফাটলে রাখব ও আমার যাওয়াটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমার হাত দিয়ে তোমাকে ঢেকে রাখব। পরে আমি হাত উঠিয়ে নেব, আর তুমি আমার পিঠ দেখতে পাবে। কিন্তু আমার মুখমণ্ডল, না, তা দেখা যাবে না।'

তখন প্রভু মেঘে নেমে এসে সেইখানে তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে 'প্রভু' নাম ঘোষণা করলেন। প্রভু তাঁর সামনে দিয়ে যেতে যেতে ঘোষণা করলেন: 'প্রভু, প্রভু, স্নেহশীল, দয়াবান ঈশ্বর; ক্রোধে ধীর, কৃপা ও বিশ্বস্ততায় ধনবান। তিনি সহস্র সহস্র পুরুষ ধরে কৃপা রক্ষা করেন; অপরাধ, অন্যায় ও পাপ ক্ষমা করেন; কিন্তু শাস্তি থেকে আদৌ রেহাই দেন না; পিতার শঠতার দণ্ড সন্তানদের ও সন্তানদের সন্তানসন্ততিদের উপরে ডেকে আনেন তাদের তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত।' মোশী সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে মাথা নত করে প্রণিপাত করলেন; বললেন, 'প্রভু, আমি যদি সত্যিই তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পেয়ে থাকি, দোহাই তোমার, প্রভু, আমাদের মাঝখানে থেকে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চল। হ্যাঁ, এরা তো শক্তগ্রীব এক জাতি; কিন্তু তুমি আমাদের শঠতা ও পাপ মোচন কর: আমাদের তোমার আপন উত্তরাধিকার-রূপে গ্রহণ কর।'

যখন মোশী পর্বত থেকে নেমে এলেন—তিনি পর্বত থেকে নেমে আসার সময়ে তাঁর হাতে সেই দু'টো সাক্ষ্যপ্রস্তর ছিল—তখন প্রভুর সঙ্গে কথা বলেছিলেন বিধায় তাঁর মুখের চামড়া যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, এবিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন না। কিন্তু আরোন ও সমস্ত ইস্রায়েল সন্তান যখন মোশীকে দেখতে পেলেন, তখন তাঁর মুখের চামড়া উজ্জ্বল দেখে তারা তাঁর কাছে এগিয়ে আসতে ভয় পেলেন। কিন্তু মোশী তাদের ডাকলেন, আর আরোন ও জনমণ্ডলীর প্রধানেরা সকলে মিলে তাঁর কাছে ফিরে এলেন, এবং মোশী তাঁদের সঙ্গে কথা বললেন। তারপর ইস্রায়েল সন্তানেরা সকলেও তাঁর কাছে এগিয়ে এল, এবং সিনাই পর্বতে প্রভু তাঁকে যা কিছু আজ্ঞা করেছিলেন, তা তিনি তাদের জানিয়ে দিলেন। তাদের সঙ্গে কথা বলা শেষ করার পর মোশী মুখের উপরে একটা কাপড় দিলেন। যখন মোশী প্রভুর সঙ্গে কথা বলার জন্য ভিতরে তাঁর সামনে যেতেন, তখন বাইরে না যাওয়া পর্যন্ত সেই কাপড় খুলে রাখতেন; পরে যে সকল আজ্ঞা পেতেন, বেরিয়ে গিয়ে তা ইস্রায়েল সন্তানদের জানাতেন, আর মোশীর মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে ইস্রায়েল সন্তানেরা দেখতে পেত তাঁর মুখের চামড়া কেমন উজ্জ্বল; পরে, প্রভুর সঙ্গে কথা বলতে না যাওয়া পর্যন্ত তিনি নিজ মুখের উপরে আবার সেই

কাপড় রাখতেন।

শ্লোক ২ করি ৩:১৩,১৪,১৬,১৮

℟ মোশী নিজের মুখ একটা আবরণ দিয়ে আবৃত করতেন, ইস্রায়েলীয়দের জন্য সেই আবরণ এখনও পাতা থাকে;
℣ তারা যখন প্রভুর দিকে ফিরবে, তখন আবরণটা উঠিয়ে ফেলা হবে।
℟ অনাবৃত মুখে আমরা সবাই ঠিক যেন দর্পণেরই মত প্রভুর গৌরব প্রতিফলিত করতে করতে প্রভুর আত্মার কর্মক্রিয়া অনুসারে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর গৌরবে তাঁর প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত হয়ে থাকি।
℣ তারা যখন প্রভুর দিকে ফিরবে, তখন আবরণটা উঠিয়ে ফেলা হবে।

দ্বিতীয় পাঠ - আন্তিওখিয়ার ধর্মপাল থেওফিলস-লিখিত 'আউতোলিকসের কাছে পুস্তক' ১ম পুস্তক ২,৭

শুদ্ধহৃদয় যারা, তারাই সুখী, কারণ তারা ঈশ্বরকে দেখতে পাবে

তুমি যদি আমাকে বল, আমাকে তোমার ঈশ্বরকে দেখাও; আমি তোমাকে বলব, তুমি আমাকে তোমার মানুষকে দেখাও, আর আমি তোমাকে আমার ঈশ্বরকে দেখাব। অর্থাৎ কিনা, আমাকে দেখাও যে তোমার মনশ্চক্ষু দেখতে পায় আর তোমার হৃদয়ের কান শুনতে পায়।

বস্তুত যারা দেহের চোখ দিয়ে দেখে, তারা তাই দেখে যা এ পার্থিব জীবনে ঘটে, ও যা যা দ্বন্দ্ববিশিষ্ট তাই নিরীক্ষণ করে যথা আলো-অন্ধকার, সাদা-কালো, সুশ্রী-কুশ্রী, সুন্দর-খারাপ, ঠিক-বেঠিক, আতিশয্য-অভাব; আর একই কথা কানের বেলায়ও প্রযোজ্য যথা গম্ভীর বা উৎফুল্ল সুর। ঈশ্বরকে দেখবার জন্য মনশ্চক্ষু ও হৃদয়ের কানও একইভাবে ব্যবহার করে।

তাই ঈশ্বর তাদেরই কাছে দৃষ্টিগোচর যারা তাঁকে দেখতে সক্ষম, অর্থাৎ কিনা যাদের মনশ্চক্ষু উন্মোচিত। কেননা চোখ সকলেরই আছে, কিন্তু কারও কারও চোখ যেন কালিতেই আচ্ছন্ন, আর তারা সূর্যের আলো দেখতে পারে না। তবু অন্ধরা যে দেখতে পারে না, এ থেকে অনুমান করা যায় না, তবেই সূর্য উজ্জ্বল নয়! তারা বরং নিজেদের অন্ধতা নিজেদের ও নিজেদের চোখের উপরেই আরোপ করে। এভাবে তোমার মনশ্চক্ষুও তোমার পাপ ও অপকর্মের কালিতে আচ্ছন্ন।

আয়না যেমন স্বচ্ছ, তেমনি মানুষের আত্মাও শুচিশুদ্ধ হওয়া চাই। আর যেমন আয়না কলুষিত হলেই মানুষ তার মধ্যে নিজের চেহারা আর দেখতে পারে না, তেমনি মানুষের মধ্যে পাপ উপস্থিত হলেই কেউই ঈশ্বরকে কোন মতে আর দেখতে পারবে না।

ইচ্ছা করলে কিন্তু তুমি সুস্থ হতে পার: চিকিৎসকের হাতে নিজেকে সঁপে দাও, আর তিনি তোমার মন ও হৃদয়ের চোখের উপযুক্ত চিকিৎসা করবেন। এ চিকিৎসক কে? চিকিৎসক হলেন ঈশ্বর যিনি ঐশবাণী ও প্রজ্ঞা দ্বারা মানুষকে সুস্থ ও সঞ্জীবিত করেন। সেই বাণী ও প্রজ্ঞা দ্বারাই তিনি বিশ্ব গড়ে তুলেছেন, যেমন লেখা আছে, *প্রভুর বাণীতেই গড়ে উঠল আকাশমণ্ডল, তাঁর মুখের ফুৎকারেই তার যত বাহিনীর আবির্ভাব।* তাঁর প্রজ্ঞা অপরিসীম: ঈশ্বর প্রজ্ঞায় পৃথিবী স্থাপন করলেন, সুবুদ্ধিতে স্বর্গ গড়লেন, তাঁর সদ্বিবেচনায় অতলদেশ খুলে যায় ও মেঘমালা শিশিরপাত করে।

হে মানুষ, তুমি যদি এসব কিছু বোঝ ও পুণ্য, পবিত্র ও ন্যায় জীবন যাপন কর, তবে তোমার পক্ষে ঈশ্বরকে দেখা সম্ভব; তবু সবকিছুর আগে তোমার হৃদয়ে বিশ্বাস ও ঈশ্বরভয় এগিয়ে আসুক, তবেই এসব কিছু বুঝতে পারবে। তুমি যখন মরণশীলতা ত্যাগ করবে ও অমরত্ব পরিধান করবে, তখন তোমার কর্মফল অনুসারে তুমি ঈশ্বরকে দেখবে। কেননা ঈশ্বর আত্মার সঙ্গে তোমার দেহকেও অমর অবস্থায় পুনরুত্থিত করেন, আর তুমি যদি এখন বিশ্বাস কর, তাহলে তখন অমর হয়ে উঠে সেই অমরকে দেখতে পাবে।

শ্লোক ২ করি ৬:২,৪,৫,৭ দ্রঃ

℟ এখন তো প্রসন্নতার সময়, এখন তো পরিত্রাণের দিন। এসো, সবকিছুতেই নিজেদের ঈশ্বরের সেবাকর্মী

বলে দেখাই

℟ ঈশ্বরের পরাক্রমী ন্যায্যতার অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে।

℣ এসো, আমরা জাগরণ ও উপবাস, শুচিতা, প্রজ্ঞা ও সত্যবাণী পালনে নিষ্ঠাবান থাকি

℟ ঈশ্বরের পরাক্রমী ধর্মময়তার অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে।

বৃহস্পতিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - হিব্রু ৪:১৪–৫:১০

মহাযাজক যীশুখ্রীষ্ট

যেহেতু আমরা এক পরম মহাযাজককে পেয়েছি যিনি আকাশমণ্ডল অতিক্রম করেছেন—সেই ঈশ্বরপুত্র যীশু—সেজন্য এসো, আমরা আমাদের বিশ্বাস-স্বীকৃতির ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকি। কেননা আমরা এমন মহাযাজককে পাইনি, যিনি আমাদের দুর্বলতার সমব্যথী হতে অক্ষম, তিনি বরং পাপ ছাড়া আমাদের মতই সবদিক দিয়ে পরীক্ষিত হয়েছেন। সুতরাং এসো, সাহসভরে আমরা অনুগ্রহের সিংহাসনের কাছে এগিয়ে যাই, যেন দয়া লাভ করি এবং প্রয়োজনের দিনে সহায়তার সঙ্গে অনুগ্রহ পাই।

মানুষের মধ্য থেকে নেওয়া প্রতিটি মহাযাজককে মানুষদের পক্ষে ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক স্থাপনের জন্যই নিযুক্ত করা হয়, যেন তিনি পাপের জন্য অর্ঘ্য ও বলি উৎসর্গ করেন: যারা অজ্ঞ ও পথভ্রান্ত, তিনি তাদের প্রতি যথার্থ সহানুভূতি দেখাতে সক্ষম, কারণ তিনি নিজেও দুর্বলতায় পরিবেষ্টিত; আর সেই দুর্বলতার কারণে তাঁকে যেমন জনগণের জন্য, তেমনি নিজেরও জন্য পাপের ব্যাপারে বলি উৎসর্গ করতে হয়।

কেউই তেমন সম্মান নিজের উপর আরোপ করে না, ঈশ্বর দ্বারা আহূত হওয়ায়ই সে তা পায়, যেমনটি আরোন পেয়েছিলেন। তেমনি খ্রীষ্টও মহাযাজক হওয়ার গৌরব নিজে নিজের উপর আরোপ করেননি, কিন্তু যিনি তাঁকে বলেছিলেন, *তুমি আমার পুত্র, আমি আজ তোমাকে জন্ম দিলাম,* [তিনিই তা তাঁকে দিলেন] যেমন আর একটা সামসঙ্গীতে তিনি বলেন, *মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে তুমি চিরকালের মত যাজক।* সেই খ্রীষ্ট তাঁর পার্থিব জীবনকালে, একটা তীব্র আর্তনাদে ও চোখের জলে তাঁরই কাছে প্রার্থনা ও মিনতি উৎসর্গ ক'রে যিনি তাঁকে মৃত্যু থেকে ত্রাণ করতে সক্ষম, ও তাঁর এই ভক্তি-সম্ভ্রমের জন্য সাড়া পেয়ে, পুত্র হয়েও নিজের দুঃখকষ্ট থেকে বাধ্যতা শিখেছিলেন, এবং নিজ সিদ্ধতায় চালিত হয়ে তিনি, তাঁর প্রতি যারা বাধ্য, তাদের সকলেরই অনন্ত পরিত্রাণের কারণ হয়ে উঠলেন, যেহেতু স্বয়ং ঈশ্বর দ্বারাই তিনি *মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে* মহাযাজক বলে অভিহিত হলেন।

শ্লোক হিব্রু ৫:৮-৯,৭

℣ পুত্র হয়েও নিজের দুঃখকষ্ট থেকে খ্রীষ্ট বাধ্যতা শিখেছিলেন;

℟ আর তাঁর প্রতি যারা বাধ্য, তাদের সকলেরই অনন্ত পরিত্রাণের কারণ হয়ে উঠলেন।

℣ খ্রীষ্ট একটা তীব্র আর্তনাদে ও চোখের জলে প্রার্থনা ও মিনতি উৎসর্গ করেছিলেন, ও তাঁর এই ভক্তি-সম্ভ্রমের জন্য সাড়া পেয়েছিলেন;

℟ আর তাঁর প্রতি যারা বাধ্য, তাদের সকলেরই অনন্ত পরিত্রাণের কারণ হয়ে উঠলেন।

দ্বিতীয় পাঠ - আলেক্‌জান্দ্রিয়ার ধর্মপাল সাধু সিরিলের 'পাস্কা-উপদেশাবলি' উপদেশ ২৬:৩

খ্রীষ্ট দয়াপূর্ণ মহাযাজক হলেন

খ্রীষ্ট এই পথ চলেই আমাদের জন্য দয়াপূর্ণ মহাযাজক হলেন। স্বর্গদূতদের সেবাকর্মের মাধ্যমে ইস্রায়েলীয়দের কাছে দেওয়া বিধান আদেশ করত, যারা পাপ করবে তাদের ইতস্তত না করে শাস্তি দেওয়া হোক। পলও একথা উল্লেখ করেন, *যে কেউ মোশীর বিধান অমান্য করে, দু'জন বা তিনজন সাক্ষীর কথার প্রমাণে বিনা করুণায় তার প্রাণদণ্ড হয়।* এজন্য বিধানের নিয়ম অনুসারে যাঁরা যাজকীয় ভূমিকা অনুশীলন

করতেন, যারা অবহেলা ক'রে পাপ করত তাঁরা তাদের প্রতি দয়া দেখাবার চিন্তাও করতেন না। অপরদিকে খ্রীষ্ট দয়াপূর্ণ মহাযাজক হলেন। তিনি পাপের জন্য প্রতিশোধ হিসাবে কোন দণ্ড মানুষের কাছে দাবি করলেন না, আর শুধু তা নয়, তিনি অনুগ্রহ ও দয়া গুণে তাদের ধর্মময়ও করে তুললেন; উপরন্তু তিনি এমনটি করলেন যাতে আমরা আত্মার শরণে ঈশ্বরকে উপাসনা করতে পারি, এবং প্রকাশ্যে স্পষ্টভাবেই আমাদের চোখের সামনে সত্য তুলে ধরলেন, অর্থাৎ কিনা তিনি আমাদের দেখালেন সেই প্রকৃত সদাচরণ যা দিব্য সুসমাচারে বিশদভাবে প্রকাশিত।

মোশীর আদেশগুলো নিন্দা করে বা প্রাক্তন বিধি-নিয়ম ধ্বংস করেই যে তিনি সত্য দেখিয়েছেন এমন নয়, বরং সেই বিধানের বাহ্যিক অক্ষর যা ছিল দৃষ্টান্তের কেবল একটা আভাস, তা তিনি আত্মা ও সত্যের শরণে সাধিত উপাসনা ও আরাধনায় পরিণত করলেন।

এজন্য তিনি প্রকাশ্যে বলতেন, *মনে করো না যে, আমি বিধান-পুস্তক বা নবী-পুস্তক বাতিল করতে এসেছি; আমি বাতিল করতে আসিনি, পূর্ণই করতে এসেছি। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যতদিন আকাশ ও পৃথিবী বিলুপ্ত না হয়, ততদিন বিধানের এক মাত্রা বা এক বিন্দুও লোপ পাবে না—যতদিন না সবই সম্পন্ন হয়।*

যিনি দৃষ্টান্তগুলোকে বাস্তবতায় পরিণত করেন, তিনি সেগুলোকে ধ্বংস করেন না, সেগুলোর সিদ্ধিই বরং ঘটান। চিত্রকর যেমন আগে দেওয়া নানা রঙগুলি মুছে না দিয়ে নতুন নতুন রঙ দেন যাতে চিত্রটা আরও স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তেমনি খ্রীষ্ট অস্পষ্ট চিত্রগুলিকে সত্যের নিখুঁত নমুনা অনুসারে সঠিক করলেন।

বিধান ও নবীরা বহুরূপে রহস্যের সংবাদ দেওয়া সত্ত্বেও ইস্রায়েল কিন্তু রহস্যটা বুঝতে পারল না; আমাদের ত্রাণকর্তা খ্রীষ্টের অসংখ্য কাজকর্মও তাদের উদ্বুদ্ধ করতে পারত তারা যেন বিশ্বাস করে যে, আমাদের কল্যাণার্থে ঐশমঙ্গলময়তার বিধি অনুসারে মানুষরূপে আবির্ভূত হয়েও, তবু তিনি আদিতে যা ছিলেন তা হয়েই থেকেছিলেন, তথা ঈশ্বর। ফলত স্রষ্টা হিসাবে তিনি এমন কিছুও সাধন করলেন যা মানুষের সাধারণ সাধ্যের অতীত, ঐশক্ষমতাপূর্ণ অলৌকিক কাজও সাধন করলেন: সমাধি থেকে পচা ও ক্ষয়প্রাপ্ত মৃতদেহ পুনরুজ্জীবিত করলেন, অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন, স্বপরাক্রমে অপদূত তাড়িয়ে দিলেন, ইঙ্গিত দেওয়া মাত্রই কুষ্ঠরোগীদের সারিয়ে তুললেন, আর কতই না কিছু সাধন করলেন যা বর্ণনা ও বিস্ময়ের অতীত। এজন্য তিনি বলতেন, *আমার পিতার কাজ যদি না করি, তবেই আমাকে বিশ্বাস করবে না; কিন্তু যদি করি, তবে আমাকে বিশ্বাস না করলেও সেই সমস্ত কাজেই বিশ্বাস রাখ।*

শ্লোক হিব্রু ৪:১৫-১৬; ইসা ৫৩:১২

ℬ আমরা এমন মহাযাজককে পাইনি, যিনি আমাদের দুর্বলতার সমব্যথী হতে অক্ষম, তিনি বরং পাপ ছাড়া আমাদের মতই সবদিক দিয়ে পরীক্ষিত হয়েছেন।
℟ সুতরাং এসো, সাহসভরে আমরা অনুগ্রহের সিংহাসনের কাছে এগিয়ে যাই, যেন দয়া লাভ করি এবং প্রয়োজনের দিনে সহায়তার সঙ্গে অনুগ্রহ পাই।
ℬ তিনি বহু মানুষের পাপ বহন করলেন এবং বিদ্রোহীদের হয়ে প্রার্থনা করলেন।
℟ সুতরাং এসো, সাহসভরে আমরা অনুগ্রহের সিংহাসনের কাছে এগিয়ে যাই, যেন দয়া লাভ করি এবং প্রয়োজনের দিনে সহায়তার সঙ্গে অনুগ্রহ পাই।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যাত্রা ৩৪:১০-২৮

সন্ধি নবায়ন

সেসময় প্রভু মোশীকে বললেন, 'দেখ, আমি এক সন্ধি স্থাপন করি: তোমার গোটা জনগণের সামনে আমি এমন কতগুলো আশ্চর্য কর্মকীর্তি সাধন করব, যার মত কোন দেশ বা কোন জাতির মধ্যে কখনও সাধন করা হয়নি; যে সমস্ত লোকের মাঝে তুমি বসবাস করছ, তারা দেখবে প্রভু কিনা সাধন করতে পারেন, কেননা

তোমার সঙ্গে আমি যা করতে যাচ্ছি, তা ভয়ঙ্কর! আমি আজ তোমাকে যা আজ্ঞা করি, তাতে বাধ্য হও। দেখ, আমি আমোরীয়, কানানীয়, হিত্তীয়, পেরিজীয়, হিব্বীয় ও যেবুসীয়কে তোমার সামনে থেকে তাড়িয়ে দেব। সাবধান, যে দেশে তুমি প্রবেশ করতে যাচ্ছ, তার অধিবাসীদের সঙ্গে কোন সন্ধি স্থাপন করো না, পাছে সেই লোকেরা তোমার মধ্যে ফাঁদস্বরূপ হয়। তোমরা বরং তাদের বেদিগুলো ভেঙে ফেলবে, তাদের স্মৃতিস্তম্ভগুলো টুকরো টুকরো করবে, ও সেখানকার যত পবিত্র দণ্ড কেটে ফেলবে। তুমি অন্য দেবতার উদ্দেশে প্রণিপাত করবে না, কারণ প্রভুর নাম ঈর্ষাভিমানী: তিনি এমন ঈশ্বর, যিনি কোন প্রতিপক্ষ সহ্য করেন না। সেই দেশের অধিবাসীদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করবে না, নইলে তারা যখন তাদের দেবতাদের অনুগমনে ব্যভিচার করবে ও তাদের দেবতাদের কাছে বলি দেবে, তখন তোমাকে ডাকবে আর তুমি তাদের প্রসাদ খাবে; আর তুমি যদি তোমার ছেলেদের জন্য তাদের মেয়েদের বধূরূপে নাও, তাহলে তারা যখন তাদের দেবতাদের অনুগমনে ব্যভিচার করবে, তখন তোমার ছেলেদেরও তাদের দেবতাদের অনুগামী করে ব্যভিচার করাবে। তুমি নিজের জন্য ছাঁচে ঢালাই করা কোন দেবতা তৈরি করবে না।

তুমি খামিরবিহীন রুটির উৎসব পালন করবে। আবীব মাসের নির্ধারিত সময়ে তুমি সাত দিন ধরে খামিরবিহীন রুটি খাবে, যেমনটি তোমাকে আজ্ঞা করেছি; কেননা সেই আবীব মাসেই তুমি মিশর দেশ থেকে বেরিয়ে এসেছিলে। মাতৃগর্ভের যত প্রথমফল আমারই: তাই সেই প্রথমজাত পুংশাবক গবাদি পশুরই হোক বা মেষেরই হোক, প্রতিটি পালের মধ্যে তোমার পক্ষে একটা স্মরণ-চিহ্ন থাকবেই। কিন্তু গাধার প্রথমফলের মুক্তির জন্য তার বিনিময়ে মেষ বা ছাগের একটা শাবক দেবে; যদি বিনিময় দ্বারা মুক্ত না কর, তবে তার গলা ভাঙবে। তোমার প্রথমজাত সন্তানদের তুমি মুক্তিমূল্য দিয়ে মুক্ত করবে; কেউই যেন খালি হাতে আমার শ্রীমুখদর্শন করতে না আসে।

তুমি ছ' দিন পরিশ্রম করবে, কিন্তু সপ্তম দিনে বিশ্রাম করবে; চাষ ও ফসল কাটার সময়েও বিশ্রাম করবে।

তুমি সাত সপ্তাহের উৎসব, অর্থাৎ গমের প্রথমফসল-কাটার উৎসব ও বছর শেষে ফসল কাটার উৎসব পালন করবে।

বছরে তিনবার তোমাদের সমস্ত পুরুষলোক ইস্রায়েলের ঈশ্বর প্রভু পরমেশ্বরের শ্রীমুখদর্শন করতে হাজির হবে; কারণ আমি তোমার সামনে থেকে জাতিগুলিকে তাড়িয়ে দেব, ও তোমার চতুঃসীমানা বিস্তার করব; তাই যখন তুমি বছরে তিনবার তোমার পরমেশ্বর প্রভুর শ্রীমুখদর্শন করতে যাত্রা করবে, তখন কেউই তোমার দেশ দখল করার ইচ্ছা পোষণ করবে না।

তুমি আমার বলির রক্ত খামিরযুক্ত কোন কিছুর সঙ্গে উৎসর্গ করবে না; পাস্কা উৎসবের বলি সকাল পর্যন্ত রাখা হবে না। তুমি তোমার ভূমির সেরা ফলের প্রথমাংশ তোমার পরমেশ্বর প্রভুর গৃহে আনবে।

তুমি ছাগের শাবককে তার মায়ের দুধে সিদ্ধ করবে না।'

প্রভু মোশীকে আরও বললেন, 'তুমি এই সকল বাণী লিখে রাখ, কারণ আমি এই সকল বাণী অনুসারে তোমার ও ইস্রায়েলের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেছি।' সেসময়ে মোশী চল্লিশদিন চল্লিশরাত সেখানে প্রভুর সঙ্গে থাকলেন—রুটি খেলেন না, জল পান করলেন না। তিনি সেই দু'টো প্রস্তরে সন্ধির বাণীগুলো অর্থাৎ দশ বাণী লিখে রাখলেন।

শ্লোক যোহন ১:১৭,১৮; ২ করি ৩:১৮

℟ বিধান মোশীর মধ্য দিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা অনুগ্রহ ও সত্যই আবির্ভূত হয়েছে।
℣ ঈশ্বরকে কেউ কখনও দেখেনি: সেই একমাত্র পুত্র যিনি পিতার কোলে বিরাজমান, তিনিই তাঁর প্রকৃত বর্ণনা দিয়েছেন।
℟ অনাবৃত মুখে আমরা সবাই ঠিক যেন দর্পণেরই মত প্রভুর গৌরব প্রতিফলিত করতে করতে প্রভুর আত্মার কর্মক্রিয়া অনুসারে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর গৌরবে তাঁর প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত হয়ে থাকি।
℣ ঈশ্বরকে কেউ কখনও দেখেনি: সেই একমাত্র পুত্র যিনি পিতার কোলে বিরাজমান, তিনিই তাঁর প্রকৃত বর্ণনা

দিয়েছেন।

দ্বিতীয় পাঠ - তের্তুল্লিয়ানুস-লিখিত ‘প্রার্থনা-প্রসঙ্গ’ **২৮-২৯**

আধ্যাত্মিক বলি

প্রার্থনা এমন আধ্যাত্মিক বলি যা প্রাচীন যত বলিদান বাতিল করে দিয়েছে। স্বয়ং ঈশ্বর বলেছিলেন, *তোমাদের এই অসংখ্য বলিদানে আমার কী? ভেড়ার আহুতির প্রতি ও বাছুরের চর্বির প্রতি আমার আর রুচি নেই; বৃষ বা মেষশাবক বা ছাগ—এই সমস্তের রক্তে আমি তো প্রীত নই! তোমাদের কাছে কেইবা তেমন দাবি রেখেছে?*

ঈশ্বর যা দাবি করেন, তা সুসমাচার শেখায়: *সময় আসবে, যখন প্রকৃত উপাসকেরা আত্মা ও সত্যের শরণেই পিতাকে উপাসনা করবে; কেননা ঈশ্বর আত্মাস্বরূপ, কারণ পিতা তেমন উপাসকই দাবি করেন।*

আমরাই তো সেই প্রকৃত উপাসক ও যাজক, যারা আত্মার শরণে প্রার্থনা ক'রে আত্মার শরণে প্রার্থনা-বলি উৎসর্গ করি—এমন বলি যা ঈশ্বরের কাছে উপযুক্ত ও গ্রহণীয়, সেই যে বলি তিনি দাবি করেছিলেন ও নিজেই ব্যবস্থা করলেন।

এমন বলি, যা সমস্ত হৃদয় দিয়ে নিবেদিত, বিশ্বাসে পুষ্ট, সত্যে সংরক্ষিত, নিষ্কলঙ্কতায় ত্রুটিহীন, শুচিতায় নির্মল, ভ্রাতৃপ্রেমে ভূষিত, সৎকর্মের আড়ম্বরে সামসঙ্গীত ও বন্দনাগানের মধ্যে ঈশ্বরের বেদিপ্রান্তে আমাদের উপনীত করা প্রয়োজন—আর এ বলি ঈশ্বরের কাছ থেকে আমাদের জন্য সবকিছুই জয় করবে।

যিনি তেমন প্রার্থনাই দাবি করলেন, সেই ঈশ্বর, আত্মা ও সত্যের শরণে তেমন প্রার্থনা তাঁর কাছে উপনীত হলে, তা কি অগ্রাহ্য করবেন? সেই প্রার্থনার কার্যকারিতা সম্বন্ধে কতগুলোই না প্রমাণ পাই, শুনি ও বিশ্বাস করি! প্রাচীন প্রার্থনা আগুন, পশু ও দুর্ভিক্ষ থেকে মুক্তি দিত, অথচ খ্রীষ্ট থেকে তখনও কোন মূলশক্তি পায়নি।

সেটার চেয়ে খ্রীষ্টীয় প্রার্থনার কর্মক্ষেত্র কতই না উদার! এ প্রার্থনা আগুনের মাঝে শিশিরদানকারী সেই দূতকে উপনীত করে না, সিংহের মুখও বন্ধ করে না, ক্ষুধার্তের জন্যও দৈনিক অন্ন ব্যবস্থা করে না, দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে যন্ত্রণাবিহীন হওয়ার দানও দেয় না, কিন্তু ধৈর্যশীল, সহিষ্ণু ও সহনশীল হয়ে যন্ত্রণাভোগ করতে শিক্ষা দেয়, শক্তিদানে বলীয়ান করে তোলে, যাতে করে ঈশ্বরের নামে যন্ত্রণাভোগের মূল্য বুঝে বিশ্বাসী জানতে পারে ঈশ্বরের কাছ থেকে সে কী প্রতিদান পেতে যাচ্ছে।

প্রাচীন প্রার্থনা অপকর্মাদের আঘাত করত, শত্রুদের সেনাদল পরাভূত করত, শত্রুদের বর্শা থেকে রেহাই দিত। এবার কিন্তু প্রার্থনা ঐশন্যায্যতার ক্রোধ দূর করে দেয়, শত্রুদের নিয়ে উৎকণ্ঠিত, নির্যাতকের মঙ্গল প্রার্থনা করে। যে প্রার্থনা আগুন দিতে পারত, সেই প্রার্থনা যে আকাশের জলও কেড়ে নিতে পারত, এতে বিস্ময়কর কী আছে? কেবল প্রার্থনাই ঈশ্বরকে জয় করতে পারে; তবু খ্রীষ্ট চাইলেন না, তার মধ্য দিয়ে অমঙ্গল সাধন করা হবে, বরং প্রার্থনাকে মঙ্গলকারী শক্তিতে ভূষিত করলেন।

এজন্য এ প্রার্থনা শুধু এ কাজ করতে জানে: পরলোকগতদের আত্মাকে মৃত্যুপথ থেকে আহ্বান করা, দুর্বলকে সুস্থির করা, অসুস্থকে সারিয়ে তোলা, অপদূতগ্রস্তকে মুক্ত করা, কারাগারের দরজা খুলে দেওয়া, নিরপরাধীর শেকল উন্মোচিত করা। তাছাড়া সে অপরাধ মুছিয়ে দেয়, প্রলোভন দূর করে দেয়, নির্যাতন শেষ করে দেয়, ভগ্নপ্রাণকে সান্ত্বনা দান করে, উদারমনাকে প্রেরণা দান করে, যাত্রীকে চালিত করে, ঝড়ঝঞ্ঝা প্রশমিত করে, দস্যুকে থামায়, গরিবের জন্য খাদ্য যোগায়, ধনীর অন্তরে মমতা সঞ্চার করে, পতিতকে পায়ে দাঁড় করায়, পতনোন্মুখকে সুস্থির করে তোলে, শক্তিশালীকে সৎসাহস দান করে।

স্বর্গদূতেরাও প্রার্থনা করেন, নিখিল সৃষ্টিও প্রার্থনা করে; হাঁটু পাত করে মেষ ও বন্য পশু প্রার্থনা করে, এবং ঘেরি থেকে বা আস্তানা থেকে বেরিয়ে প'ড়ে মুখ বন্ধ রেখে স্বর্গের দিকে তাকায় না, বরং নিজ নিজ কায়দা অনুসারে ডাক ছেড়ে বাতাসকে আলোড়িত করে। পাখিরাও ঘুম থেকে উঠে স্বর্গের দিকে উড়তে থাকে ও হাতের স্থানে ডানা বাড়িয়ে ক্রুশচিহ্ন এঁকে, আপন ডাকে মনে হয় তারা কী যেন প্রার্থনা করে।

প্রার্থনা প্রসঙ্গে বলার মত আর কিছু কি থাকতে পারে? হ্যাঁ, সেই প্রভু নিজেও প্রার্থনা করলেন, যাঁর গৌরব ও

সম্মান নিবেদিত হোক যুগযুগ ধরে।

শ্লোক যোহন ৪:২৩-২৪ দ্রঃ

প্র প্রকৃত উপাসকেরা আত্মা ও সত্যের শরণেই পিতাকে উপাসনা করবে,
উ কারণ পিতা তেমন উপাসকই দাবি করেন।
প্র ঈশ্বর আত্মাস্বরূপ, আর যারা তাঁর উপাসনা করে, আত্মা ও সত্যের শরণেই তাদের উপাসনা করতে হয়,
উ কারণ পিতা তেমন উপাসকই দাবি করেন।

শুক্রবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - হিব্রু ৫:১১–৬:৮

খ্রীষ্টীয় জীবন ও অধ্যাত্ম সাধনা

এবিষয়ে আমাদের বলার অনেক কথা আছে, কিন্তু তা ব্যাখ্যা করা কঠিন, কারণ তোমরা বুঝতে ধীর হয়েছ। আসলে এতদিনে তোমাদের শিক্ষাগুরুই হয়ে ওঠা উচিত ছিল, অথচ তোমাদের পক্ষে এখনও প্রয়োজন রয়েছে, কেউ ঐশবচনের প্রাথমিক কথাগুলো তোমাদের নতুন করে শেখাবে; তোমরা এমন পর্যায়ে পিছিয়ে গেছ যে, তোমাদের দুধই প্রয়োজন, গুরুপাক খাদ্য নয়। সত্যি, শুধু দুধ যার খাদ্য, এখনও শিশু হওয়ায় ধর্মময়তার তত্ত্বকথা হজম করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু গুরুপাক খাদ্য সিদ্ধতাপ্রাপ্ত মানুষের জন্য, সাধনার ফলে যাদের মন মঙ্গল-অমঙ্গল নির্ণয় করতে অভ্যস্ত।

সুতরাং এসো, খ্রীষ্ট বিষয়ক প্রাথমিক শিক্ষা পাশে রেখে আমরা সিদ্ধতর কথার দিকে এগিয়ে যাই; অর্থাৎ পুনরায় সেই ভিত্তি আর স্থাপন করব না, যথা মৃত কাজকর্মকে অস্বীকার, ঈশ্বরের উপরে বিশ্বাস স্থাপন, নানা দীক্ষাস্নান ও হস্তার্পণের শিক্ষা, মৃতদের পুনরুত্থান, ও অনন্তকালীন বিচার। ঈশ্বর সম্মতি দিলে আমরা তা-ই করতে অভিপ্রেত।

বস্তুতপক্ষে, যারা একবার আলোপ্রাপ্ত হয়েছে, স্বর্গীয় দানের স্বাদ পেয়েছে, পবিত্র আত্মার অংশভাগী হয়েছে, এবং ঈশ্বরের মঙ্গলবাণীর ও আসন্ন যুগের নানা পরাক্রমের স্বাদ পেয়েছে, আর তা সত্ত্বেও সরে পড়েছে, মনপরিবর্তনের দিকে চালিত ক'রে তাদের দ্বিতীয়বারের মত নবীকৃত করা সম্ভব নয়, কেননা তারা নিজেদের পক্ষ থেকে ঈশ্বরপুত্রকে আবার ক্রুশে দিচ্ছে ও তাঁকে সকলের নিন্দার বস্তু করছে। যে মাটি ঘন ঘন নেমে-আসা বৃষ্টির জল পান করে ও যারা তা চাষ করেছে তাদের জন্য উপযুক্ত উদ্ভিদ উৎপন্ন করে, সেই মাটি ঈশ্বরের আশীর্বাদের পাত্র হয়; কিন্তু তা যদি কাঁটাগাছ ও শেয়ালকাঁটা উৎপন্ন করে, তাহলে তা মূল্যহীন, ও অভিশাপের পাত্র হওয়ার কাছাকাছি হয়ে আসছে: আগুনে পুড়ে যাওয়াই তার শেষ পরিণাম!

শ্লোক সাম ৯৫:৮; হিব্রু ৩:১২

প্র তোমরা আজ তাঁর কণ্ঠস্বর শোন:
উ হৃদয় কঠিন করো না।
প্র সতর্ক থেকো, পাছে তোমাদের কারও মধ্যে এমন অবিশ্বাসী অসৎ হৃদয় থাকে যা জীবনময় ঈশ্বর থেকে সরে পড়ে।
উ হৃদয় কঠিন করো না।

দ্বিতীয় পাঠ - করিন্থীয়দের কাছে দ্বিতীয় পত্রে সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের উপদেশাবলি   উপদেশ ২:৪-৫

সমবেত প্রার্থনার শক্তি

ঈশ্বর যখন দেখেন, ভক্তমণ্ডলী শান্তি ও সুসম্পর্ক বজায় রেখে প্রার্থনায় রত আছে, তখন তিনি বহুবার দয়ায় বিগলিত হন। সুতরাং এসো, প্রেরিতদূতদের জন্য করিন্থীয়েরা যেভাবে করছিলেন, সেভাবে আমরাও একে

অপরের জন্য ঈশ্বরের কাছে মিনতি জানিয়ে প্রার্থনায় সম্মিলিত থাকতে আপ্রাণ চেষ্টা করি। ফলত, প্রভুর আদেশ পূরণ করা ছাড়া আমরা পরস্পর-পরস্পরকে ভ্রাতৃপ্রেমে অনুপ্রাণিত করি। ভ্রাতৃপ্রেম বলতে আমি যা কিছু মঙ্গলময় তা বোঝাই; উপরন্তু, অধিক উজ্জ্বলতর ভক্তির সঙ্গে ধন্যবাদ জানাতেও আমাদের শিখতে হবে। কেননা যারা পরের মঙ্গলদানের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানায়, তারা নিজেদের জন্যও অধিক মাত্রায় তাই করে। দাউদও ঠিক তাই করছিলেন যখন বলছিলেন, *তোমরা আমার সঙ্গে প্রভুর মহিমাকীর্তন কর; এসো, একসঙ্গে তাঁর নাম বন্দনা করি।*

প্রেরিতদূতও বারবার একই পরামর্শ দেন; আমরাও তাই করি ও সকলের কাছে ঈশ্বরের উপকার ঘোষণা করি যাতে আমাদের প্রশংসাবাদে সকলকে সম্মিলিত করতে পারি। বস্তুতপক্ষে, আমরা যখন লোকদের কাছ থেকে পাওয়া কোন উপকার ঘোষণা করি, তখন তাদের মন জয় করি; একথা ঈশ্বরের বেলায় আরও যুক্তিসঙ্গত, কেননা যদি তাঁর উপকার ঘোষণা করি, তাহলে মহত্তর উপকারিতা দানের জন্য তাঁকে জয় করি। আর যখন একটা লোকের উপকার পেয়ে আমরা ধন্যবাদ জানাতে অন্যান্যদেরও আমন্ত্রণ করি, তখন আমাদের অধিক তৎপরতার সঙ্গে ঈশ্বরেরই কাছে বহু লোককে আনতে হবে তারাও যেন আমাদের সঙ্গে তাঁকে ধন্যবাদ জানায়। সেই বিশ্বাসযোগ্য পল যখন তাই করতেন, তখন এ অধিক সমীচীন যে আমরাও তাই করব।

আমরা পুণ্যবান ব্যক্তিকে আমাদের হয়ে ধন্যবাদ জানাতে বারবার অনুনয় করে থাকি, আর তাঁরা আমাদের বেলায় তাই করে থাকেন: এ হল যাজকদেরই বিশেষ ভূমিকা, কেননা এ হল সর্বোত্তম মঙ্গল। প্রার্থনা করতে গিয়ে আমরা প্রথমে মানবজাতির জন্য ও সমস্ত মঙ্গলদানের জন্য ধন্যবাদ জানাই। কেননা ঈশ্বরের উপকার যদিও সকলেরই জন্য, তবু তুমি সাধারণ মঙ্গলভাণ্ডার থেকেই পরিত্রাণ পেয়েছ। সুতরাং এ ন্যায়সঙ্গত যে, তুমি সকলের সঙ্গে ব্যক্তিগত উপকারের জন্য, আবার ব্যক্তিগতভাবে সকলের উপকারের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাবে। কেননা ঈশ্বর শুধু তোমার জন্য নয়, সকলেরও জন্য সূর্যের আলো ছড়িয়ে দেন, আবার কিন্তু তুমি ব্যক্তিগতভাবেও তার উপকার ভোগ কর; তেমন মহান বস্তু সকলের জন্যই সৃষ্ট হয়েছে বটে, অথচ সকল মানুষ তা যতখানি দেখতে পায়, তুমি একাও তা ততখানি দেখতে পাও। তাই এও সমীচীন যে, তুমি সাধারণ উপকারের জন্য ধন্যবাদ জানাও, আবার অন্যান্যদের গুণাবলির জন্যও ধন্যবাদ জানাও, কেননা বহুবার আমরা পরের গুণে উপকৃত হই।

বস্তুতপক্ষে, সদোমে যদি কেবল দশজন ধার্মিক লোককেও পাওয়া যেত, তবুও সকল অধিবাসী তেমন সর্বনাশে পতিত হত না। সেজন্য আমরা পরের সৎসাহসী প্রার্থনার জন্যও ধন্যবাদ জানাই। এ প্রথা এমন প্রাচীন প্রথা যা আদিমণ্ডলীর সময় থেকেও প্রচলিত: এজন্য পলও রোমীয়দের জন্য, করিন্থীয়দের জন্য ও নিখিল মানবজাতির জন্য ধন্যবাদ জানান।

শ্লোক যোয়েল ২:১৭ দ্রঃ

℟ উপবাসে ও অশ্রুজলে যাজকেরা প্রার্থনা করে বলছিলেন:
℣ হে প্রভু, তোমার জনগণকে রেহাই দাও, তোমার উত্তরাধিকার ধ্বংসের মুখে ফেলে দিয়ো না।
℟ বারান্দার ও বেদির মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্রভুর পরিচারক যাজকেরা কাঁদতে কাঁদতে বলুক,
℣ হে প্রভু, তোমার জনগণকে রেহাই দাও, তোমার উত্তরাধিকার ধ্বংসের মুখে ফেলে দিয়ো না।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যাত্রা ৩৫:৩০–৩৬:১; ৩৭:১-৯

আবাস ও মঞ্জুষা নির্মাণকাজ

একদিন মোশী ইস্রায়েল সন্তানদের বললেন, 'দেখ, প্রভু যুদা-গোষ্ঠীর হুরের পৌত্র উরির সন্তান বেজালেলকে বিশেষভাবে বেছে নিলেন; তাঁকে পরমেশ্বরের আত্মায় পরিপূর্ণ করলেন, যেন সবরকম শিল্পকর্মে তাঁর প্রজ্ঞা, বুদ্ধি ও বিদ্যা থাকে, যেন তিনি কারুকাজ কল্পনা করতে, সোনা, রুপো ও ব্রঞ্জের কারুকার্য করতে, খচিত হবার মণিমুক্তা কাটতে, কাঠ খোদাই করতে ও সবরকম নিপুণ শিল্পকর্ম করতে পারেন। তিনি তাঁর হৃদয়ে শিক্ষা দিতে

প্রেরণা দিলেন, দান-গোষ্ঠীর আহিসামাকের সন্তান অহলিয়াবের হৃদয়েও একই প্রেরণা দিলেন। তিনি খোদাই করতে ও শিল্পকর্ম করতে এবং নীল, বেগুনি, সিঁদুরে-লাল সুতোতে ও পাকানো শুভ্র ক্ষোম-সুতোতে সূচিকর্ম করতে ও তাঁতকর্ম করতে, এককথায় সবরকম শিল্পকর্ম ও চিত্রকর্ম করতে তাঁদের হৃদয় প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ করলেন।

তাই পবিত্রধাম-নির্মাণ সংক্রান্ত কাজগুলো কীরূপে করতে হবে, তা জানতে প্রভু যাঁদের প্রজ্ঞা ও সুবুদ্ধি দিয়েছিলেন, বেজালেল ও অহলিয়াবের সঙ্গে সেই সকল প্রজ্ঞাবান শিল্পী প্রভুর আজ্ঞা অনুসারে সেইসব কাজ করবেন।'

বেজালেল মঞ্জুষাটি বাবলা কাঠ দিয়ে তৈরি করলেন: তা আড়াই হাত দীর্ঘ, দেড় হাত চওড়া ও দেড় হাত উচ্চ করা হল; ভিতর ও বাইরের দিকটা খাঁটি সোনায় মুড়ে দিলেন, এবং তার চারদিকে সোনার নিকাল গড়ে দিলেন। তার চার পায়ার জন্য সোনার চারটে কড়া ঢালাই দিলেন; তার এক পাশে দু'টো কড়া ও অন্য পাশে দু'টো কড়া দিলেন। তিনি বাবলা কাঠের দু'টো বহনদণ্ড করে তা সোনায় মুড়ে দিলেন, এবং মঞ্জুষা বইবার জন্য ওই বহনদণ্ড মঞ্জুষার দু'পাশের কড়াতে ঢোকালেন।

তিনি খাঁটি সোনা দিয়ে প্রায়শ্চিত্তাসন প্রস্তুত করলেন: তা আড়াই হাত দীর্ঘ ও দেড় হাত চওড়া করা হল। পিটানো সোনা দিয়ে দু'টো খেরুব তৈরি করে প্রায়শ্চিত্তাসনের দুই মুড়াতে দিলেন। তার এক মুড়াতে এক খেরুব ও অন্য মুড়াতে অন্য খেরুব, প্রায়শ্চিত্তাসনের দুই মুড়াতে তার সঙ্গে অখণ্ড দুই খেরুব দিলেন। সেই দুই খেরুব পাখা ঊর্ধ্বে মেলে ওই পাখা দিয়ে প্রায়শ্চিত্তাসন ঢেকে রাখত, এবং তাদের মুখমণ্ডল পরস্পরমুখী রইল; খেরুবদের মুখমণ্ডল প্রায়শ্চিত্তাসনমুখী রইল।

শ্লোক সাম ৮৪:২,৩; ৪৬:৫-৬

প্ তোমার আবাসগৃহগুলো কতই না মনোরম, হে সেনাবাহিনীর প্রভু; প্রভুর প্রাঙ্গণের জন্য আমার প্রাণ ব্যাকুল, আহা মূর্ছাতুর;

উ জীবনময় ঈশ্বরের জন্য আনন্দচিৎকারে ফেটে পড়ে আমার হৃদয়, আমার দেহ।

প্ এ হল পরাৎপরের পবিত্র আবাস; পরমেশ্বর তার মধ্যে থাকেন—তা কখনও টলবে না।

উ জীবনময় ঈশ্বরের জন্য আনন্দচিৎকারে ফেটে পড়ে আমার হৃদয়, আমার দেহ।

দ্বিতীয় পাঠ - যোহন-রচিত সুসমাচারে আলেক্‌জান্দ্রিয়ার ধর্মপাল সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা

১১শ পুস্তক ১০

আমি তাদের জন্য নিজেকে পবিত্রীকৃত করি

বিধানের প্রথা অনুসারে পবিত্রীকৃত হওয়া বলতে সেই সবকিছু বোঝাত যা ঈশ্বরের কাছে মানত বা বলি রূপে উৎসর্গ করা হত, যেমন ইস্রায়েলীয়দের প্রথমজাতদের বেলায় বলা হয়: *ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে মানুষ হোক বা পশু হোক, মাতৃগর্ভের প্রথমফল, অর্থাৎ সমস্ত প্রথমজাতককে আমার উদ্দেশে পবিত্রীকৃত কর;* একথা ঈশ্বর মোশীকে বলেছিলেন, অর্থাৎ তাকে উৎসর্গ কর, তাকে পবিত্র বলে গণ্য কর।

সুতরাং যেহেতু পবিত্রীকৃত করা, হল উৎসর্গ বা নিবেদন করার নামান্তর, সেজন্য আমরা বলি, পুত্র আমাদের জন্য নিজেকে পবিত্রীকৃত বলে নিবেদন করেছেন, কেননা তিনি ঈশ্বরের কাছে জগৎকে পুনর্মিলিত করায় ও সেই হারানো বন্ধুত্বে তাকে তথা মানবজাতিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করায় পিতা ঈশ্বরের কাছে পবিত্র অর্ঘ্য ও বলি রূপে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। শাস্ত্রের কথা: *তিনি নিজেই আমাদের শান্তি;* বস্তুতপক্ষে আমরা জানি, ঈশ্বরের কাছে আমাদের পুনরাগমন ত্রাণকর্তা খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে পবিত্রতাদানকারী আত্মার সহভাগিতা দানেই সাধিত হয়েছে। আত্মাই ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সংযুক্ত ও মিলিত করেন, আর তাঁকে গ্রহণ ক'রেই আমরা ঐশস্বরূপের সহভাগী ও অংশীদার হয়ে উঠি; আমরা তাঁকে পুত্রের মধ্য দিয়ে গ্রহণ করি, ও পুত্রের মধ্যে পিতাকেও গ্রহণ করি। এজন্য প্রজ্ঞাবান যোহন তাঁর বিষয়ে লিখেছেন, *এতেই আমরা জানি যে, আমরা তাঁর মধ্যে রয়েছি আর তিনিও আমাদের অন্তরে রয়েছেন, কারণ তিনি তাঁর আত্মাকে আমাদের দান করেছেন।* আর পল কী বলেন?

তোমরা পুত্রই বটে! ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে তাঁর পুত্রের আত্মাকে প্রেরণ করেছেন, যিনি ডাকতে থাকেন, 'আব্বা, পিতা!' আর ব্যাপারটা এমন যে, আমাদের সেই আত্মা না থাকলে আমরা কোন মতে জানতে পারতাম না, ঈশ্বর আমাদের মধ্যে আছেন, কেননা আমাদের যদি সেই আত্মাকে দান না করা হত যিনি আমাদের ঈশ্বরের সন্তানদের মধ্যে তালিকাভুক্ত করেন, তাহলে আমরা ঈশ্বরের সন্তানও হতাম না।

ঈশ্বর যে আমাদের মধ্যে আছেন ও আমরা যে পবিত্রাত্মার সহভাগিতায় আহূত হয়েছি, এ কারণে ছাড়া আমরা আর কীভাবে ঐশস্বরূপে উন্নীত হয়েছি বা কীভাবে সেই ঐশস্বরূপের সহভাগিতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছি? এজন্যই আমরা সেই সর্বাতীত স্বরূপের সহভাগী ও অংশীদার, এবং ঈশ্বরের মন্দির বলে অভিহিত। আমাদের পাপের জন্য একমাত্র পুত্র নিজেকে পবিত্রীকৃত করলেন, অর্থাৎ নিজেকে পবিত্র বলে নিবেদন করলেন ও সুরভিত নৈবেদ্য ও পবিত্র বলিরূপে পিতা ঈশ্বরের কাছে নিজেকে উৎসর্গ করলেন, যাতে করে ঈশ্বর থেকে যা মানুষকে পৃথক রাখে অর্থাৎ পাপ বাতিল হওয়ায় আর কোন কিছু না থাকতে পারে যা ঈশ্বরের আপনজন হতে ও তাঁর সহভাগিতায় অবস্থিত হতে আমাদের বঞ্চিত করতে পারে—অবশ্যই সেই পবিত্র আত্মারই সহভাগিতা গুণে যিনি ধর্মময়তা ও পবিত্রতায় অর্থাৎ আদি প্রতিমূর্তিতে আমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। কেননা যদিও পাপ মানুষকে ঈশ্বর থেকে বঞ্চিত ও বিচ্ছিন্ন করে, তবু ধর্মময়তা আবার তাঁর সঙ্গে তাকে সংযুক্ত করে ও পিতা ঈশ্বরের পাশেই যেন আমাদের আসন দেয়। বিশ্বাসগুণে ধর্মময় বলে প্রতিপন্ন হয়ে উঠে আমরা এখন সেই খ্রীষ্টে আছি, যিনি আমাদের অপরাধের জন্য সমর্পিত হলেন বটে, কিন্তু আমাদের ধর্মময়তার লক্ষ্যে পুনরুত্থান করলেন। তাঁর মধ্যে, প্রথমফসলেরই মধ্যে যেন, গোটা মানবস্বরূপ জীবনের নবীনতায় নবায়িত হয় ও তার আদি অবস্থায় ফিরে গিয়ে পবিত্রতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

শ্লোক কল ১:২১-২২; রো ৩:২৫

প্ত তোমরা একসময় দুষ্কর্মের চিন্তায় ছিলে ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন ও তাঁর শত্রু, এখন কিন্তু তিনি সেই মাংসময় দেহে তাঁর মৃত্যু দ্বারা তোমাদের পুনর্মিলিত করেছেন,

উ যেন তিনি তোমাদের পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক ও অনিন্দ্য ক'রে নিজের সামনে আনতে পারেন।

প্ত তাঁর সেই রক্তদানে তাঁকেই ঈশ্বর বিশ্বাসগুণে প্রায়শ্চিত্তের স্থানস্বরূপ তুলে ধরেছেন,

উ যেন তিনি তোমাদের পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক ও অনিন্দ্য ক'রে নিজের সামনে আনতে পারেন।

শনিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - হিব্রু ৬:৯-২০

ঈশ্বরের বিশ্বস্ততায়ই আমাদের প্রত্যাশা স্থাপিত

প্রিয়জনেরা, আমরা যদিও এই ধরনের কথা বলি, তবু তোমাদের বিষয়ে আমরা সুনিশ্চিত যে, তোমাদের অবস্থা এর চেয়ে ভাল ও পরিত্রাণের দিকে চলছে; কেননা ঈশ্বর অন্যায্য নন, তাই তোমাদের কাজকর্ম, এবং তোমরা পবিত্রজনদের যে সেবা করেছ ও করছ, তার মধ্য দিয়ে তাঁর নামের প্রতি যে ভালবাসা দেখিয়েছ, এই সমস্ত কিছু তিনি ভুলে যাবেন না। আমাদের বাসনা শুধু এই, যেন তোমরা প্রত্যেকে একই আগ্রহ দেখাও যাতে তোমাদের প্রত্যাশা শেষ পর্যন্ত পূর্ণতা লাভ করে, আরও, তোমরা যেন শিথিল না হও, বরং যারা বিশ্বাস ও সহিষ্ণুতার মধ্য দিয়ে সমস্ত প্রতিশ্রুতির উত্তরাধিকারী হয়ে ওঠে, তাদের অনুকারী হও।

আসলে যখন ঈশ্বর আব্রাহামের কাছে প্রতিশ্রুতি দিলেন, তখন নিজের চেয়ে মহত্তর কারও দিব্যি দিয়ে শপথ করতে না পারায় *নিজেরই দিব্যি দিয়ে শপথ করলেন,* তিনি বললেন, *আমি শত আশিসে তোমাকে ধন্য করব, এবং তোমার বংশের বিপুল বৃদ্ধি ঘটাব।* আর তাই তিনি নিষ্ঠতা দেখালেন বিধায় প্রতিশ্রুতির ফল দেখতে পেলেন। মানুষ তো নিজের চেয়ে মহত্তর কারও দিব্যি দিয়েই শপথ করে, এবং মানবসমাজে শপথটা এমন বিষয়, যা নিজেদের মধ্যে যত বিবাদের সমাপ্তি ঘটায়। একই প্রকারে, ঈশ্বর প্রতিশ্রুতির উত্তরাধিকারীদের কাছে

নিজের সিদ্ধান্তের অপরিবর্তনীয়তাকে আরও স্পষ্টভাবে দেখাবার ইচ্ছায় একটা শপথ উপস্থাপন করলেন; তিনি চেয়েছিলেন, তাঁর এই দুই অপরিবর্তনীয় উক্তি, যার মধ্যে মিথ্যাকথা বলা ঈশ্বরের অসাধ্য, সেই দুই উক্তির মধ্য দিয়ে আমরা—যারা আশ্রয় পাবার জন্য তাঁর কাছে পালিয়েছি—যেন যে প্রত্যাশা আমাদের সামনে ফেলা হচ্ছিল, তা আঁকড়ে ধরার জন্য প্রবল উৎসাহ পেতে পারি। এই প্রত্যাশায়ই আমরা কেমন যেন প্রাণের অটল ও দৃঢ় একটা নঙর পাচ্ছি যা [পবিত্রধামের] পরদার ভিতরে পর্যন্ত যায়, যেখানে *মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে মহাযাজক হবার পর* যীশু আমাদের হয়ে অগ্রগামী রূপে প্রবেশ করেছেন—চিরকালের মত।

শ্লোক হিব্রু ৬:২০; ৭:২৫,২৪ দ্রঃ

℟ মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে চিরকালীন মহাযাজক হবার পর যীশু আমাদের হয়ে অগ্রগামী রূপে পরম পবিত্রস্থানে প্রবেশ করেছেন;
℣ আমাদের হয়ে আবেদন জানাবার জন্য তিনি নিত্যই জীবিত আছেন।
℟ যীশু চিরকালের মত থাকেন বিধায় তাঁর যাজকত্ব হরণযোগ্য নয়। এজন্য যারা তাঁরই মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে এগিয়ে যায়, তিনি সম্পূর্ণরূপেই তাদের ত্রাণ করতে সক্ষম।
℣ আমাদের হয়ে আবেদন জানাবার জন্য তিনি নিত্যই জীবিত আছেন।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিন-লিখিত 'সামসঙ্গীত-মালায় উপদেশাবলি' সাম ৮৫, ১

যীশুখ্রীষ্ট আমাদের জন্য প্রার্থনা করেন, আমাদের মধ্যে প্রার্থনা করেন, নিজেই আমাদের প্রার্থনার পাত্র

আপন বাণীকে দান করা ছাড়া ঈশ্বর মানুষের কাছে আর মহত্তর দান দিতে পারতেন না: সেই যে বাণী দ্বারা তিনি সবকিছু গড়লেন, সেই বাণীকে মানুষের মাথা করলেন ও মানুষকে তাঁর সঙ্গে অঙ্গগুলিই যেন সংযোগ করলেন, যাতে করে তিনি হতে পারতেন ঈশ্বরপুত্র ও মানবপুত্র, পিতার সঙ্গে একেশ্বর, মানুষের সঙ্গে একমানুষ; ফলে আমরা যখন ঈশ্বরের কাছে মিনতি জানাই তখন যেন পিতা থেকে পুত্রকে বিচ্ছিন্ন না করি, আর যখন পুত্রের দেহ মিনতি জানায় তখন সে যেন নিজে থেকে আপন মাথা বিচ্ছিন্ন না করে, যাতে করে তার দেহের একমাত্র ত্রাণকর্তা আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট সেই ঈশ্বরপুত্রই হন সেই একমাত্র ব্যক্তিত্ব যিনি আমাদের জন্য প্রার্থনা করেন, আমাদের মধ্যে প্রার্থনা করেন, নিজেই আমাদের প্রার্থনার পাত্র।

আমাদের যাজকরূপে তিনি আমাদের জন্য প্রার্থনা করেন; আমাদের মাথারূপে আমাদের মধ্যে প্রার্থনা করেন; আমাদের ঈশ্বররূপে আমাদের প্রার্থনার পাত্র। সুতরাং এসো, তাঁর মধ্যে আমাদের কণ্ঠস্বর, ও আমাদের মধ্যে তাঁর কণ্ঠস্বর চিনে নিই। আর যখন, বিশেষভাবে ভবিষ্যদ্বাণীতে, প্রভু যীশুখ্রীষ্ট বিষয়ে কোন কথা বলা হয় যা এমন দীনতারই সঙ্গে সম্পর্কিত যা একপ্রকারে ঈশ্বরের অযোগ্য, তখন আমরা যেন তা তাঁকেই আরোপ করতে দ্বিধা না করি যিনি আমাদের সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করতে দ্বিধা করেননি—অথচ তাঁর দ্বারাই অস্তিত্ব পেয়েছিল ব'লে নিখিল সৃষ্টি তাঁর সেবা করে। এজন্য আমরা যখন শুনি, *আদিতে ছিলেন বাণী, বাণী ছিলেন ঈশ্বরের কাছে, বাণী ছিলেন ঈশ্বর। আদিতে তিনি ছিলেন ঈশ্বরের কাছে। সবই তাঁর দ্বারা হয়েছিল, আর যা কিছু হয়েছে, তার কোন কিছুই তাঁকে ব্যতীত হয়নি*, তখন আমরা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও ঈশ্বরত্বকে উপলব্ধি করি, এবং সৃষ্টির সমস্ত শ্রেষ্ঠত্বের চেয়ে ঈশ্বরপুত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাতীত ঈশ্বরত্বকে উপলব্ধি করে আমরা শাস্ত্রের অন্য স্থানে এও শুনি যে, তিনি ক্রন্দন করছেন, প্রার্থনা করছেন, স্তুতি-বন্দনা করছেন। আর তখন আমরা তেমন কথা তাঁকে আরোপ করতে দ্বিধাবোধ করি, কেননা তাঁর ঈশ্বরত্বে ধ্যানমগ্ন আমাদের মন সেই ঈশ্বরত্ব ছেড়ে তাঁর অবমাননা-ধ্যানে নেমে আসতে ধীর হয়; ঈশ্বররূপে যাঁর কাছে আমরা আমাদের প্রার্থনা নিবেদন করছিলাম, তাঁর সেই মানবীয় বাণী মেনে নিলে মনে হয় আমরা যেন তাঁর নিন্দাই করি—এমনকি হতভম্ব হয়ে ইচ্ছে হয় আমরা সেই বাণীগুলো পাল্টিয়ে দিই। অথচ তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণরূপে যথার্থ ও তাঁকে ভুল বুঝতে বাধা দেয়, এমন কথা ছাড়া তাঁর বিষয়ে শাস্ত্রে অন্য কথা নেই।

সুতরাং আমাদের মন জেগে উঠুক ও বিশ্বাসে জাগরিত থাকুক; মনে রাখুক যে, ঐশস্বরূপে পরিবৃত বলে যাঁর প্রতি কিছুক্ষণ আগে তার চোখ নিবদ্ধ ছিল, তিনি দাসের অবস্থা ধারণ করলেন; মানুষের সাদৃশ্যে মানুষ হয়ে

মানুষরূপে আবির্ভূত হয়ে তিনি মৃত্যু পর্যন্ত বাধ্যতা স্বীকার করে নিজেকে অবনমিত করলেন, এবং ক্রুশে ঝুলতে ঝুলতে তিনি সামসঙ্গীতের বাণী আপন করতে চাইলেন, *ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, আমাকে ত্যাগ করেছ কেন?*

অতএব, ঈশ্বররূপে তিনি প্রার্থনার পাত্র, দাসরূপে তিনি প্রার্থনা করেন: সেখানে স্রষ্টা, এখানে সৃষ্টজীব, অপরিবর্তনশীল হয়ে পরিবর্তনের লক্ষ্যে সৃষ্টিকে ধারণ ক'রে ও আমাদের তাঁর নিজের সঙ্গে একমানুষ ক'রে তিনি মাথা ও দেহ। এজন্য আমরা তাঁর কাছে, তাঁর দ্বারা, তাঁর মধ্যে প্রার্থনা করি; প্রার্থনাটা আমরা তাঁর সঙ্গে উচ্চারণ করি ও তিনি আমাদের সঙ্গে তা উচ্চারণ করেন।

শ্লোক যোহন ১৬:২৪,২৩

প্‌ এ পর্যন্ত তোমরা আমার নামে কিছুই যাচ্না করনি:
উ যাচ্না কর, তোমরা পাবেই, যেন তোমাদের আনন্দ পরিপূর্ণ হতে পারে।
প্‌ আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, পিতার কাছে তোমরা যদি কিছু যাচ্না কর, তিনি আমার নামে তোমাদের তা-ই দেবেন।
উ যাচ্না কর, তোমরা পাবেই, যেন তোমাদের আনন্দ পরিপূর্ণ হতে পারে।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যাত্রা ৪০:১৬-৩৮

পবিত্রধাম প্রতিষ্ঠা ও তার পবিত্রীকরণ
প্রভুর গৌরবে আবাস পরিপূর্ণ

প্রভু তাঁকে যেমন আজ্ঞা দিয়েছিলেন, মোশী সেই অনুসারে সবকিছু করলেন: দ্বিতীয় বছরের প্রথম মাসের প্রথম দিনে আবাসটি স্থাপিত হল। মোশী নিজেই আবাসটি স্থাপন করলেন, তার ভিত্তি-ফলক বসালেন, বাতাগুলো ঠিক জায়গায় দিলেন, আড়কাটগুলো স্থির করলেন ও তার স্তম্ভগুলো দাঁড় করালেন। পরে আবাসটির উপরে আচ্ছাদন-বস্ত্র পেতে দিলেন, এবং আচ্ছাদন-বস্ত্রের উপরে চাঁদোয়া দিলেন—যেমনটি প্রভু মোশীকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন। তিনি সাক্ষ্যলিপি নিয়ে তা মঞ্জুষার মধ্যে রাখলেন, মঞ্জুষাতে বহনদণ্ড লাগালেন, এবং মঞ্জুষার উপরে প্রায়শ্চিত্তাসন রাখলেন; পরে আবাসের মধ্যে মঞ্জুষা আনলেন ও আড়াল-পরদাটা টাঙিয়ে সাক্ষ্য-মঞ্জুষা আড়াল করে দিলেন—যেমনটি প্রভু মোশীকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন। তিনি আবাসের ডান পাশে পরদার বাইরে সাক্ষাৎ-তাঁবুতে মেজ বসালেন, এবং তার উপরে প্রভুর সামনে রুটি সাজিয়ে রাখলেন—যেমনটি প্রভু মোশীকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন। উপরন্তু তিনি সাক্ষাৎ-তাঁবুতে মেজের সামনে আবাসের পাশে দক্ষিণ দিকে দীপাধার রাখলেন, এবং প্রভুর সামনে প্রদীপগুলো জ্বালালেন—যেমনটি প্রভু মোশীকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন। পরে তিনি সাক্ষাৎ-তাঁবুতে পরদার সামনে স্বর্ণবেদি রাখলেন, এবং তার উপরে সুগন্ধি ধূপ জ্বালালেন—যেমনটি প্রভু মোশীকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন। শেষে তিনি আবাসের প্রবেশদ্বারে পরদা টাঙিয়ে দিলেন। তিনি সাক্ষাৎ-তাঁবু, অর্থাৎ আবাসের প্রবেশদ্বারে আহুতি-বেদি রেখে তার উপরে আহুতিবলি ও অর্ঘ্যটি উৎসর্গ করলেন—যেমনটি প্রভু মোশীকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন। পরে তিনি সাক্ষাৎ-তাঁবু ও বেদির মাঝখানে প্রক্ষালনপাত্র রেখে তার মধ্যে প্রক্ষালনের জন্য জল দিলেন। তা থেকে মোশী, আরোন ও তাঁর সন্তানেরা নিজ নিজ হাত-পা ধুয়ে নিতেন: তাঁরা যখন সাক্ষাৎ-তাঁবুতে প্রবেশ করতেন, কিংবা বেদির কাছে এগিয়ে যেতেন, সেসময়েই ধুয়ে নিতেন—যেমনটি প্রভু মোশীকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন। অবশেষে তিনি আবাস ও বেদির চারদিকে প্রাঙ্গণ প্রস্তুত করলেন, এবং প্রাঙ্গণের প্রবেশদ্বারের পরদা টাঙিয়ে দিলেন। এইভাবে মোশী কাজ সমাপ্ত করলেন।

তখন মেঘটি সাক্ষাৎ-তাঁবু ঢেকে দিল, এবং আবাসটি প্রভুর গৌরবে পরিপূর্ণ হল। মোশী সাক্ষাৎ-তাঁবুতে প্রবেশ করতে পারলেন না, কারণ মেঘটি তার উপরে অধিষ্ঠিত ছিল, এবং আবাসটি প্রভুর গৌরবে পরিপূর্ণ ছিল। ইস্রায়েল সন্তানেরা যাত্রাপথে যে যে জায়গায় গিয়ে থামত, সেখান থেকে তখনই আবার রওনা হত, যখন মেঘ আবাসের উপর থেকে সরে যেত। যদি মেঘ ঊর্ধ্বে না যেত, তাহলে ঊর্ধ্বে না যাওয়া পর্যন্ত তারা রওনা হত

না। কেননা তাদের সমস্ত যাত্রাপথে গোটা ইস্রায়েলকুলের দৃষ্টিগোচরে দিনের বেলায় প্রভুর মেঘ আবাসটির উপরে অধিষ্ঠিত থাকত এবং রাত্রিবেলায় একটি আগুন তার মধ্যে জ্বলত।

শ্লোক ১ করি ১০:১,২; যাত্রা ৪০:৩৪,৩৫ দ্রঃ

প্র আমাদের পিতৃপুরুষেরা সকলে সেই মেঘের নিচে ছিলেন, সকলে সমুদ্রের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন,
উ সকলে মোশীর উদ্দেশে মেঘে ও সমুদ্রে দীক্ষাস্নাত হয়েছিলেন।
প্র মেঘটি সাক্ষাৎ-তাঁবু ঢেকে দিল, মেঘটি তার উপরে অধিষ্ঠিত ছিল।
উ সকলে মোশীর উদ্দেশে মেঘে ও সমুদ্রে দীক্ষাস্নাত হয়েছিলেন।

দ্বিতীয় পাঠ - নাজিয়াঞ্জুসের সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি

গরিবদের প্রতি ভালবাসা, উপদেশ ১৪, ৩৮,৪০

এসো, গরিবদের সেবা করেই খ্রীষ্টের সেবা করি

শাস্ত্রে বলে, *দয়াবান যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই দয়া পাবে।* দয়া সুখ-বাণীর তালিকার শেষ স্থানে নয়! একথাও রয়েছে, *সুখী সেই মানুষ, যে নিঃস্ব ও গরিবের কথা চিন্তা করে;* আবার এ কথাও আছে, *সুখী সেই মানুষ, যে দয়া করে, করে ঋণদান;* আবার অন্য স্থানে লেখা আছে, *ধার্মিক মানুষ সারাদিন দয়া করে, করে ঋণদান।* এসো, আমরা তেমন 'সুখী' উক্তি নিজেদের জন্য অর্জন করি, মমতাপূর্ণ হতে চেষ্টা করি, মঙ্গলকারী হই। রাত্রিও যেন তোমার দয়াকর্ম বন্ধ না করে; তুমি যেন না বল, 'এবার যাও, আবার এসো, কালকে তোমাকে সাহায্য করব।' তোমার সঙ্কল্প ও দয়াকর্ম-বাস্তবায়নের মধ্যে যেন অন্য কিছুই না থাকে। দয়া কোন ইতস্ততকে স্থান দেয় না।

ক্ষুধিতের সঙ্গে তোমার খাবার ভাগ করে নাও; গৃহহীন দীনহীনকে আশ্রয় দাও; তেমন কাজ আনন্দ ও তৎপরতার সঙ্গেই সাধন কর। প্রেরিতদূত বলেন, *যে দয়াকর্ম পালন করে, সে মনের আনন্দেই তা করুক;* তবেই উপকারিতার ফলে তুমি যে আশীর্বাদ পাবে, তা তোমার তৎপরতা ও দ্রুততার জন্য শতগুণ বৃদ্ধি পাবে; কেননা যা কিছু বাধ্য হয়ে ও বিষণ্ন মুখে দান করা হয়, তা গ্রহণীয় নয়, প্রশংসনীয়ও নয়।

যখন দয়াধর্ম দেখাই, তখন আমাদের শোকাচ্ছন্ন নয়, আনন্দিতই হতে হবে। তুমি সঙ্কীর্ণতা ও পক্ষপাত, অর্থাৎ নিকৃষ্টতা ও ভেদাভেদ, আর শুধু তা নয়, যত দ্বিধাবোধ ও সমালোচনা দূরে রাখলে, তবে তোমার কী হবে? আহা, কী মহান ও বিস্ময়কর কান্ড! তোমার কী অপ্রত্যাশিত পুরস্কার! *তোমার আলো উষার মত উজ্জ্বল প্রকাশ পাবে, তোমার ক্ষত শীঘ্রই সেরে উঠবে।* এমন কেউ আছে কি, যে আলো ও সুস্থতা প্রত্যাশা করে না?

সুতরাং, হে খ্রীষ্টের সেবক, ভাইবোন ও সহউত্তরাধিকারী, তোমরা যদি আমার কথা গ্রহণযোগ্য মনে কর, তাহলে যতক্ষণ সম্ভব, এসো, খ্রীষ্টের সঙ্গে দেখা করতে যাই, খ্রীষ্টের সেবা করি, খ্রীষ্টকে খেতে দিই, খ্রীষ্টকে পোশাক পরাই, খ্রীষ্টকে ঘরে স্থান দিই, খ্রীষ্টকে সম্মান করি—সেই কয়েকজনের মত কেবল ভোজ সাজিয়ে নয়, মারীয়ার মত কেবল লেপন দিয়েও নয়, আরিমাথেয়ার যোসেফের মত কেবল সমাধি ব্যবস্থা করেও নয়, নিকোদেমের মত যিনি শুধু আংশিকভাবেই তাঁকে ভালবাসতেন, তাঁর মত সমাধি সংক্রান্ত জিনিস ব্যবস্থা করেও নয়, পন্ডিতগণ যেভাবে আগে করেছিলেন তাঁদের মত সোনা, ধূপ ও গন্ধনির্যাস অর্পণ করেও নয়; বরং যেহেতু নিখিলের প্রভু বলিদান নয়, দয়াই চান, যেহেতু অসংখ্য মোটা-সোটা মেষের চেয়ে দয়াই মূল্যবান, সেজন্য এসো, যারা গরিব, যারা আজ মাটি পর্যন্ত অবসন্ন, তাদের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের কাছে সেই দয়াই অর্পণ করি, যাতে যখন এজগৎ ছেড়ে চলে যাব, তখন তারা অনন্ত আবাসে আমাদের স্থান দিতে পারে, আমাদের প্রভু সেই খ্রীষ্টেরই সাহচর্যে যাঁর গৌরব হোক চিরকাল ধরে। আমেন!

শ্লোক মথি ২৫:৩৫,৪০; যোহন ১৫:১২

প্র আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম আর তোমরা আমাকে খেতে দিয়েছিলে; তৃষ্ণার্ত ছিলাম আর আমাকে জল দিয়েছিলে; প্রবাসী ছিলাম আর আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলে।
উ আমার এই ক্ষুদ্রতম ভাইদের একজনেরও প্রতি যা কিছু করেছ, তা আমারই প্রতি করেছ।

℣ আমার আজ্ঞা এ : তোমরা পরস্পরকে ভালবাস, আমি তোমাদের যেভাবে ভালবেসেছি।
℟ আমার এই ক্ষুদ্রতম ভাইদের একজনেরও প্রতি যা কিছু করেছ, তা আমারই প্রতি করেছ।

৪র্থ সপ্তাহ

রবিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - হিব্রু ৭:১-১১

প্রকৃত মহাযাজকের পূর্বচ্ছবি সেই মেল্কিসেদেক

ভ্রাতৃগণ, *সালেম-রাজ ও পরাৎপর ঈশ্বরের যাজক* এই মেল্কিসেদেক, যিনি, *আব্রাহাম যখন রাজাদের সংহার করার পর ফিরে আসছিলেন, তখন পথে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এগিয়ে এলেন ও তাঁকে আশীর্বাদ করলেন*, এবং যাঁকে *আব্রাহাম সবকিছুর দশমাংশ* দিলেন, —যিনি, তাঁর নামের অর্থ অনুবাদ করলে, প্রথমে 'ধর্মরাজ', এবং পরে *সালেম-রাজ* অর্থাৎ 'শান্তিরাজ' বলে অভিহিত, যাঁর পিতা নেই, মাতা নেই, বংশতালিকাও নেই, যেহেতু তাঁর জীবনের আরম্ভও নেই, জীবনের অন্তও নেই, কিন্তু ঈশ্বরের পুত্রের সাদৃশ্যে উন্নীত হলেন, সেজন্য সর্বকালের মত যাজক হয়ে থাকেন।

বিবেচনা করে দেখ তিনি কেমন মহান, যাঁকে কুলপতি আব্রাহামও লুটের মালের দশমাংশ দিয়েছিলেন। লেবি-সন্তানদের মধ্যে যারা যাজকত্ব বরণ করে, তারাও বিধান অনুসারে জনগণের কাছ থেকে, অর্থাৎ নিজেদের ভাইদের কাছ থেকে দশমাংশ আদায় করার আদেশ পেয়েছে, যদিও তাদের সেই ভাইয়েরাও আব্রাহামের বংশধর। অথচ তাদের বংশের মানুষ না হয়েও ইনি আব্রাহামের কাছ থেকে দশমাংশ গ্রহণ করেছিলেন, এবং তাঁকেই আশীর্বাদ করেছিলেন, যিনি প্রতিশ্রুতিগুলির বাহক। এখন, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যে বড়, সে-ই ছোটজনকে আশীর্বাদ করে থাকে। আরও, এখানে, যারা দশমাংশ পায়, তারা মরণশীল মানুষ, কিন্তু সেখানে, আমাদের এমন একজন আছেন, যাঁর বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়া আছে যে, তিনি জীবিত আছেন। এমনকি, বলতে গেলে, সেই লেবি—যিনি দশমাংশ পান—তিনিও আব্রাহামের মধ্য দিয়ে নিজের দশমাংশ দিয়েছেন, কারণ যখন *মেল্কিসেদেক তাঁর পিতৃপুরুষের সঙ্গে দেখা করতে এগিয়ে এলেন*, লেবি তখনও পিতৃপুরুষের দেহে একপ্রকারে উপস্থিত ছিলেন।

সুতরাং সিদ্ধীকরণ যদি লেবীয় যাজকত্বের মধ্য দিয়েই হত—সেই যাজকত্বের অধীনেই তো জনগণ বিধান পেয়েছিল—তবে আবার কি প্রয়োজন ছিল যে, *মেল্কিসেদেকের রীতির* ভিন্ন ধরনের এক যাজকের উদ্ভব হবে ও তাঁকে আরোনেরই রীতি অনুসারে যাজক বলে অভিহিত করা হবে না?

শ্লোক আদি ১৪:১৮; সাম ১১০:৪; হিব্রু ৩,৭:১৬

℣ সালেম-রাজ মেল্কিসেদেক রুটি ও আঙুররস উৎসর্গ করলেন : তিনি ছিলেন পরাৎপরের যাজক, ঈশ্বরের পুত্রের সাদৃশ্যে।
℟ তাঁকে প্রভু শপথ করে বললেন : তুমি মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে চিরকালের মত যাজক।
℣ খ্রীষ্ট দেহগত জন্ম ভিত্তিক কোন বিধি-নিয়ম গুণে নয়, অবিনশ্বর জীবনের পরাক্রম গুণেই যাজক।
℟ তাঁকে প্রভু শপথ করে বললেন : তুমি মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে চিরকালের মত যাজক।

দ্বিতীয় পাঠ - আদিপুস্তকে আলেক্‌জান্দ্রিয়ার ধর্মপাল সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা ২:৭-৯

তিনি মেল্কিসেদেককে খ্রীষ্টের সাদৃশ্যে ও দৃষ্টান্তে অধিষ্ঠিত করলেন

কেউই তেমন সম্মান নিজের উপর আরোপ করে না, ঈশ্বর দ্বারা আহূত হওয়ায়ই সে তা পায়, যেমনটি আরোন পেয়েছিলেন। তেমনি খ্রীষ্টও মহাযাজক হওয়ার গৌরব নিজে নিজের উপর আরোপ করেননি, কিন্তু

যিনি তাঁকে বলেছিলেন, তুমি আমার পুত্র, আমি আজ তোমাকে জন্ম দিলাম, তিনিই তা তাঁকে দিলেন; এবং অন্য আর এক স্থানে লেখা আছে, *তুমি মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে চিরকালের মত যাজক।*

আমাদের জানা উচিত, পিতাসঞ্জাত বাণী সেই পুত্র যাজনকর্মের অনুশীলন করেছেন, তেমন কথা বলা বিধেয় নয়; আবার, তিনি যাজকশ্রেণীর সদস্য ছিলেন, তাও নয়; বরং আমাদের জন্য মানুষ হলেন, এ অনুসারেই তিনি যাজক। যেমন তাঁকে নবী ও প্রেরিত-ও বলা হয়, তেমনি তাঁর ধারণ করা মানবতার খাতিরেই তাঁকে যাজক বলে। যে দাস-অবস্থায় আছে, তারই পক্ষে দাসের কাজকর্ম যুক্তিসঙ্গত। আর এটিই হল অবমাননা, কেননা যিনি পিতার সমতুল্য, যাঁর পাশে সেরাফদূতেরা নিত্য উপস্থিত, সহস্র সহস্র দূত যাঁর সেবা করে থাকেন, কেবল নিজেকে অবনমিত করার পরেই তিনি পবিত্রজনদের ও প্রকৃত পরম পবিত্রস্থানের যাজক বলে ঘোষিত হন ও সমস্ত সৃষ্টজীবদের ঊর্ধ্বস্থিত হয়েও আমাদের সঙ্গে পবিত্রীকৃত হন: *কারণ যিনি পবিত্রীকৃত করেন ও যাদের পবিত্রীকৃত করা হয়, সকলেই একজন থেকে উদ্গত; ফলে তিনি তাদের আপন ভাই বলে ডাকতে লজ্জা বোধ করেন না; তিনি বলেন: আমি আমার ভাইদের কাছে তোমার নাম প্রচার করব।*

পবিত্রতাদানকারী সেই ঈশ্বর যখন মানুষ হলেন, মানুষদের মধ্যে বাস করলেন ও মানবতা অনুসারে ভাই বলে অভিহিত হলেন, তখন বলা হয় তিনি আমাদের সঙ্গে পবিত্রিত হন। সুতরাং তাঁর ধারণ করা মানবতার মধ্য দিয়েই তিনি যাজকত্ব অনুশীলন করতে ও আমাদের সঙ্গে পবিত্রিত হতে পারলেন: আমরা সঠিক ধারণা রক্ষা করতে চাইলে তবে তাঁর সেই অবমাননায়ই এসব কিছু আরোপ করা দরকার।

তাই তিনি মেল্কিসেদেককে খ্রীষ্টের সাদৃশ্যে ও দৃষ্টান্তে অধিষ্ঠিত করলেন, যার ফলে তাঁকে *ন্যায় ও শান্তির রাজা* বলে অভিহিত করা যায়। তেমন নাম আধ্যাত্মিক অর্থে কেবল ইম্মানুয়েলকেই আরোপণীয়, কেননা তিনিই ন্যায় ও শান্তির প্রণেতা ও সেগুলো মানুষকে দান করলেন। পাপের জোয়াল ছেড়ে খ্রীষ্টের *দেহ-নৈবেদ্য গুণেই আমাদের পবিত্র করে তোলা হল;* আর ঈশ্বর থেকে আমাদের যা পৃথক ও বিচ্ছিন্ন রাখছিল, সেই কলুষিত জীবনাচরণ থেকে মুক্তি পেয়ে ও পরমাত্মা দ্বারা ধৌত ও ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হয়ে আমরা পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তিও লাভ করেছি: বস্তুতপক্ষে *প্রভুর সঙ্গে যে মিলিত হয়, সে প্রভুর সঙ্গে একাত্মা হয়।*

তাছাড়া সাধু পল বলেন, আব্রাহামকে দেওয়া সেই আশীর্বাদ ও রুটি ও আঙুররসের সেই উৎসর্গ শ্রেষ্ঠতম একটি যাজকত্বের প্রতীক বা দৃষ্টান্ত ছিল; আর প্রকৃতপক্ষে কেবল এ ভিত্তিতেই আমরা প্রকৃত মহাযাজক সেই খ্রীষ্টের আশীর্বাদের পাত্র; অর্থাৎ আমরা তখনই খ্রীষ্টের আশীর্বাদের পাত্র, যখন সেই আত্মিক ও রহস্যময় দানগুলি স্বর্গীয় দান ও জীবনের পাথেয় বলে গ্রহণ করি। তখন আমরা খ্রীষ্ট দ্বারা ও আমাদের জন্য পিতার কাছে নিবেদিত তাঁর প্রার্থনা দ্বারা আশিসধন্য হয়ে উঠি। বস্তুত মেল্কিসেদেক আব্রাহামকে এভাবে আশীর্বাদ করেছিলেন, *ধন্য সেই পরাৎপর ঈশ্বর, যিনি তোমার শত্রুদের তোমার হাতে দিলেন।* আর আমাদের সহায়ক সেই প্রভু যীশুখ্রীষ্ট এভাবে আমাদের আশীর্বাদ করলেন: *পিতা, সত্যেই তাদের পবিত্রীকৃত কর।*

নামের অর্থ থেকে পল অনুমান করেন, কেন মেল্কিসেদেক খ্রীষ্টের দৃষ্টান্ত হলেন। উদাহরণ স্বরূপ তিনি আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট দেখান তাঁর যাজকত্ব কী ধরনের: *মেল্কিসেদেক রুটি ও আঙুররস উৎসর্গ করলেন;* সেজন্য তাঁর বিষয়ে তিনি বলেন, *তাঁর জীবনের আরম্ভও নেই, জীবনের অন্তও নেই, কিন্তু ঈশ্বরের পুত্রের সাদৃশ্যে উন্নীত হলেন, সেজন্য সর্বকালের মত যাজক হয়ে থাকেন।*

শ্লোক হিব্রু ৫:৫,৬; ৭:২০-২১

℣ খ্রীষ্ট মহাযাজক হওয়ার গৌরব নিজে নিজের উপর আরোপ করেননি, কিন্তু তিনিই তা তাঁকে দিয়েছিলেন, যিনি তাঁকে বলেছিলেন,

℟ তুমি মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে চিরকালের মত যাজক।

℣ তারা তো বিনা শপথে যাজক হচ্ছিল; কিন্তু খ্রীষ্ট শপথের সঙ্গে তাঁরই দ্বারা নিযুক্ত, যিনি তাঁকে বললেন:

℟ তুমি মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে চিরকালের মত যাজক।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - লেবীয় ৮:১-১৭; ৯:২২-২৪

যাজকদের পবিত্রীকরণ

একদিন প্রভু মোশীকে বললেন, ‘তুমি আরোনকে ও তার সঙ্গে তার সন্তানদের, এবং পোশাকগুলোকে, অভিষেকের তেল ও পাপার্থে বলিদানের বাছুরকে, ভেড়া দু’টোকে ও খামিরবিহীন রুটির ডালা সঙ্গে নাও, আর সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে গোটা জনমণ্ডলীকে একত্রে সমবেত কর।’ মোশী প্রভুর আজ্ঞা অনুসারে সেইমত করলেন; এবং জনমণ্ডলী সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে একত্রে সমবেত হল। তখন মোশী জনমণ্ডলীকে বললেন, ‘প্রভু তা-ই করতে আজ্ঞা করেছেন।’ মোশী আরোন ও তাঁর সন্তানদের কাছে এনে জলে স্নান করালেন; পরে আরোনকে অঙ্গরক্ষিণী পরালেন, তাঁর কোমরে বন্ধনী দিলেন, তাঁর গায়ে চাদর ও এফোদও দিলেন, এবং এফোদের বুনানি করা বাঁধনে গা বেষ্টন করে তার সঙ্গে এফোদটিকে বেঁধে দিলেন। তাঁর বুকে বুকপাটা দিলেন, এবং বুকপাটায় উরিম ও তুম্মিম লাগালেন। পরে তাঁর মাথায় পাগড়ি দিলেন, ও তাঁর কপালে পাগড়ির উপরে সোনার পাতের পবিত্র মুকুট দিলেন—যেমনটি প্রভু মোশীকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন।

পরে মোশী অভিষেকের তেল নিয়ে আবাসটি ও তার মধ্যে যা কিছু ছিল, সেই সমস্তই অভিষিক্ত করে পবিত্রীকৃত করলেন। তিনি সাতবার বেদির উপরে জল ছিটিয়ে দিলেন, এবং বেদি ও বেদি-সংক্রান্ত সকল পাত্র, প্রক্ষালন-পাত্র ও তার খুরা পবিত্রীকৃত করার জন্য অভিষিক্ত করলেন। অভিষেকের তেলের খানিকটা আরোনের মাথায় ঢেলে তাঁকে পবিত্রীকৃত করার জন্য অভিষিক্ত করলেন।

পরে আরোনের সন্তানদের কাছে এনে তাদেরও অঙ্গরক্ষিণী পরালেন, তাদের কোমরে বন্ধনী দিলেন, ও তাদের মাথায় শিরোভূষণ বেঁধে দিলেন—যেমনটি প্রভু মোশীকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন।

পরে মোশী পাপার্থে বলিদানের বাছুরটা কাছে আনালেন, এবং আরোন ও তাঁর সন্তানেরা পাপার্থে বলিদানের বাছুরের মাথায় হাত রাখলেন। মোশী তা জবাই করলেন; পরে মোশী তার খানিকটা রক্ত নিয়ে, আঙুল দিয়ে বেদির চারপাশে শৃঙ্গগুলো ভিজিয়ে বেদিকে পাপমুক্ত করলেন, এবং বেদির পাদদেশে বাকি সমস্ত রক্ত ঢেলে দিলেন, ও তার উপরে প্রায়শ্চিত্ত-রীতি সম্পাদন করার জন্য তা পবিত্রীকৃত করলেন। পরে তিনি অন্ত্ররাজিতে লাগানো চর্বি, ও যকৃতের অন্ত্রাপ্লাবক এবং দুই মেটে ও তার চর্বি নিলেন, এবং মোশী তা বেদির উপরে পুড়িয়ে দিলেন। কিন্তু তিনি বাছুরটাকে তার চামড়া, মাংস ও গোবর সমেত শিবিরের বাইরে আগুনে পুড়িয়ে দিলেন—যেমনটি প্রভু মোশীকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন।

পরে আরোন জনগণের দিকে দু’হাত তুলে তাদের আশীর্বাদ করলেন; আর তিনি পাপার্থে বলিদান, আহুতি ও মিলন-যজ্ঞ সমাধা করে নেমে এলেন।

মোশী ও আরোন সাক্ষাৎ-তাঁবুতে প্রবেশ করলেন, পরে দু’জনে বেরিয়ে এসে জনগণকে আশীর্বাদ করলেন; তখন সমস্ত জনগণের কাছে প্রভুর গৌরব প্রকাশ পেল। প্রভুর সামনে থেকে আগুন নির্গত হয়ে বেদির উপরের সেই আহুতিবলি ও চর্বি গ্রাস করল: তা দেখে গোটা জনগণ আনন্দধ্বনি তুলে উপুড় হয়ে পড়ল।

শ্লোক হিব্রু ৭:২৩,২৪; সিরা ৪৫:৬,৭ দ্রঃ

℟ প্রাক্তন সন্ধিকালে তারা সংখ্যায় অনেক যাজক হচ্ছিল, কারণ মৃত্যু তাদের বেশি দিন থাকতে দিচ্ছিল না;
℣ কিন্তু খ্রীষ্ট ‘চিরকালের মত’ থাকেন বিধায় তাঁর যাজকত্ব হরণযোগ্য নয়।
℟ ঈশ্বর আরোনকে উন্নীত করে তাঁকে জনগণের যজন-ভার আরোপ করলেন; তাঁকে বিশিষ্ট পোশাক দানে সম্মানিত করলেন, গৌরব-বসনে তাঁকে পরিবৃত করলেন।
℣ কিন্তু খ্রীষ্ট ‘চিরকালের মত’ থাকেন বিধায় তাঁর যাজকত্ব হরণযোগ্য নয়।

তেমন মহাযাজকই আমাদের প্রয়োজন ছিল : পবিত্র, নির্দোষ, নিষ্কলঙ্ক

এসো, এবাণী তন্ন তন্ন করে দেখি, 'তুমি চিরকালের মত যাজক।' তিনি তো বলেন না: তুমি এমন কিছু হবে যা আগে ছিলে না, কিংবা, যা আগে ছিলে কিন্তু এখন নও; বরং তিনি বলেন, তুমি যাজক হও ও হয়ে থাকবে কেবল তাঁরই ইচ্ছা অনুসারে যিনি বললেন, *আমি সেই আছি যিনি আছেন।* সুতরাং যেহেতু তাঁর যাজকত্ব কাল থেকে শুরু হয়নি ও খ্রীষ্ট লেবিকুল থেকেও আগত নন, ও নিপুণভাবে প্রস্তুত করা বাহ্যিক তেলেও অভিষিক্ত হননি, সেহেতু তাঁর যাজকত্ব অন্তহীন হবে এবং কেবল ইহুদীদের জন্য নয় বরং সকল জাতির জন্যই প্রতিষ্ঠিত হবে। এ সমস্ত কারণের ভিত্তিতে তিনি আরোনের সেই প্রতীকমূলক সেবাকাজ থেকে তাঁকে মুক্ত করেন ও তাঁকে মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে যাজক বলে ঘোষণা করেন। হ্যাঁ, প্রতীকের বাস্তবতা সত্যিই তার জন্য চমৎকার, যে লক্ষ করে কেমন করে আমাদের ত্রাণকর্তা যীশু সেই ঈশ্বরের খ্রীষ্ট আপন সেবকদের মধ্য দিয়ে স্বয়ং মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারেই সেই সব কিছু সাধন করেন যা মানুষের মধ্যে পালিত যাজকত্ব-সংক্রান্ত। যেমন বিধর্মীদের যাজক সেই মেল্কিসেদেকের বেলায় আমরা এমন কোথাও দেখি না যে, তিনি পশু বলি দিলেন, বরং আব্রাহামকে আশীর্বাদ করার সময়ও কেবল রুটি ও আঙুররস উৎসর্গ করলেন, তেমনি স্বয়ং ত্রাণকর্তা আমাদের প্রভুও প্রথম সেইভাবে করলেন; আর পরবর্তীকালে যাঁরা খ্রীষ্ট থেকে আগত, সকল জাতির জন্য যাজক বলে তাঁরা মণ্ডলীর নিয়ম অনুসারে রুটি ও আঙুররসের আত্মিক উৎসর্গ দ্বারা সেই পরিত্রাণদায়ী দেহ ও রক্ত-রহস্য আমাদের মাঝে উপস্থিত করেন—সেই যে রহস্য মেল্কিসেদেক বহুদিন আগে ঈশ্বরের আত্মার কাছ থেকে জানতে পেরেছিলেন ও ভাবী বাস্তবতাগুলির দৃষ্টান্ত দ্বারা যার পূর্বাভাস দিয়েছিলেন, যেভাবে মোশী সপ্রমাণ করে বলেন, *সালেম-রাজ সেই মেল্কিসেদেক রুটি ও আঙুররস উৎসর্গ করলেন; তিনি ছিলেন পরাৎপর ঈশ্বরের যাজক, ও আব্রাহামকে আশীর্বাদ করলেন।*

অতএব, ন্যায়সঙ্গত ভাবে ও শপথ সহও তেমন কিছু দানের কথা কেবল তাঁকেই প্রতিশ্রুত হয়েছে যাঁর কথা আমরা বলছি: *প্রভু শপথ করেছেন আর তার অন্যথা করবেন না: তুমি মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে চিরকালের মত যাজক।*

এবার শোন প্রেরিতদূত পল এবিষয়ে কী বলেন, *ঈশ্বর প্রতিশ্রুতির উত্তরাধিকারীদের কাছে নিজের সিদ্ধান্তের অপরিবর্তনীয়তাকে আরও স্পষ্টভাবে দেখাবার ইচ্ছায় একটা শপথ উপস্থাপন করলেন; তিনি চেয়েছিলেন, তাঁর এই দুই অপরিবর্তনীয় উক্তি, যার মধ্যে মিথ্যাকথা বলা ঈশ্বরের অসাধ্য, সেই দুই উক্তির মধ্য দিয়ে আমরা—যারা আশ্রয় পাবার জন্য তাঁর কাছে পালিয়েছি—যেন যে প্রত্যাশা আমাদের সামনে ফেলা হচ্ছিল, তা আঁকড়ে ধরার জন্য প্রবল উৎসাহ পেতে পারি।* তিনি আরও বলেন, *প্রাক্তন সন্ধিকালে তাছাড়া তারা সংখ্যায় অনেক যাজক হচ্ছিল, কারণ মৃত্যু তাদের বেশি দিন থাকতে দিচ্ছিল না। কিন্তু তিনি 'চিরকালের মত' থাকেন বিধায় তাঁর যাজকত্ব হরণযোগ্য নয়। এজন্য যারা তাঁরই মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে এগিয়ে যায়, তিনি সম্পূর্ণরূপেই তাদের ত্রাণ করতে সক্ষম; কেননা তাদের হয়ে আবেদন জানাবার জন্য তিনি নিত্যই জীবিত আছেন। সত্যি, তেমনই এক মহাযাজক আমাদের পক্ষে উপযুক্ত ছিলেন, যিনি পুণ্যবান, নির্দোষ, নিষ্কলঙ্ক, পাপী মানুষের কাছ থেকে পৃথক, স্বর্গের উর্ধ্বেই উন্নীত।*

শ্লোক ২ করি ৫:২১; ইসা ৫৩:৬

প্‌ যিনি পাপ জানেননি, তাঁকে ঈশ্বর আমাদের পক্ষে পাপ করে তুলেছেন,
উ যেন আমরা তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের ধর্মময়তা হয়ে উঠি।
প্‌ প্রভু আমাদের সকলের অপরাধ তাঁরই উপরে চেপে দিলেন,
উ যেন আমরা তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের ধর্মময়তা হয়ে উঠি।

সোমবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - হিব্রু ৭:১১-২৮

খ্রীষ্টের সনাতন যাজকত্ব

সিদ্ধীকরণ যদি লেবীয় যাজকত্বের মধ্য দিয়েই হত—সেই যাজকত্বের অধীনেই তো জনগণ বিধান পেয়েছিল—তবে আবার কি প্রয়োজন ছিল যে, *মেল্কিসেদেকের রীতির* ভিন্ন ধরনের এক যাজকের উদ্ভব হবে ও তাঁকে আরোনেরই রীতি অনুসারে যাজক বলে অভিহিত করা হবে না? আসলে যদি যাজকত্বের পরিবর্তন ঘটে, তবে বিধানেরও পরিবর্তন ঘটে, ব্যাপারটা আবশ্যক। এখন, যাঁর বিষয়ে এই সমস্ত কথা বলা হয়, তিনি তো অন্য গোষ্ঠীর মানুষ, আর সেই গোষ্ঠীর মধ্যে কেউই কখনও যজ্ঞবেদিতে সেবাকাজ পালন করেনি। আর আমাদের প্রভু যে যুদার মধ্য থেকেই উদ্গত, তা জানা কথা; মোশীও সেই গোষ্ঠীকে লক্ষ করে যাজকত্বের বিষয়ে কিছুই বলেননি। ব্যাপারটা আরও সুস্পষ্ট হয়ে দাঁড়ায় যদি *মেল্কিসেদেকেরই সাদৃশ্য অনুসারে* আর এক যাজকের উদ্ভব হয়, যিনি দেহগত জন্ম ভিত্তিক কোন বিধি-নিয়ম গুণে নয়, অবিনশ্বর জীবনের পরাক্রম গুণেই যাজক; প্রকৃতপক্ষে তাঁর বিষয়ে এই সাক্ষ্য রয়েছে: *তুমি মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে চিরকালের মত যাজক।*

তাহলে এক দিকে আগেকার বিধি দুর্বল ও অক্ষম হওয়ায় বাতিল করা হচ্ছে—বিধান তো কিছুরই সিদ্ধতা সাধন করেনি!—অপর দিকে শ্রেয়তর এমন এক প্রত্যাশা অনুপ্রবেশ করানো হচ্ছে, যার মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের কাছে এগিয়ে যাই।

উপরন্তু, তেমন কিছু বিনা শপথে ঘটেনি। তারাই তো বিনা শপথে যাজক হচ্ছিল, কিন্তু ইনি শপথের সঙ্গে তাঁরই দ্বারা নিযুক্ত, যিনি তাঁকে বললেন, *প্রভু শপথ করেছেন আর তার অন্যথা করবেন না—তুমি চিরকালের মত যাজক।* এজন্য খ্রীষ্ট শ্রেয়তর এক সন্ধির নিশ্চয়তা স্বরূপ হলেন।

তাছাড়া তারা সংখ্যায় অনেক যাজক হচ্ছিল, কারণ মৃত্যু তাদের বেশি দিন থাকতে দিচ্ছিল না। কিন্তু তিনি 'চিরকালের মত' থাকেন বিধায় তাঁর যাজকত্ব হরণযোগ্য নয়। এজন্য যারা তাঁরই মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে এগিয়ে যায়, তিনি সম্পূর্ণরূপেই তাদের ত্রাণ করতে সক্ষম; কেননা তাদের হয়ে আবেদন জানাবার জন্য তিনি নিত্যই জীবিত আছেন।

সত্যি, তেমনই এক মহাযাজক আমাদের পক্ষে উপযুক্ত ছিলেন, যিনি পুণ্যবান, নির্দোষ, নিষ্কলঙ্ক, পাপী মানুষের কাছ থেকে পৃথক, স্বর্গের উর্ধ্বেই উন্নীত। অন্যান্য মহাযাজকদের মত প্রতিদিন তাঁর পক্ষে এমন প্রয়োজন নেই যে, আগে নিজের এবং তারপরে জনগণের পাপের জন্য বলি উৎসর্গ করবেন, কেননা নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়ে তিনি সেই কাজ একবার চিরকালের মতই সম্পন্ন করলেন। বিধান যজন-পদে তেমন মানুষ নিযুক্ত করে যারা দুর্বলতাগ্রস্ত; অপরদিকে বিধানের পরে উচ্চারিত সেই শপথের বাণী একজনকে নিযুক্ত করে যিনি পুত্র, যাঁকে 'চিরকালের মত' নিজ সিদ্ধতায় চালনা করা হয়েছে।

শ্লোক সাম ১১০:৪; আদি ১৪:১৮

প্ প্রভু শপথ করেছেন আর তার অন্যথা হবে না:
উ তুমি মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে চিরকালের মত যাজক।
প্ সালেম-রাজ মেল্কিসেদেক রুটি ও আঙুররস উৎসর্গ করলেন: তিনি ছিলেন পরাৎপরের যাজক।
উ তুমি মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে চিরকালের মত যাজক।

দ্বিতীয় পাঠ - রুস্পের ধর্মপাল সাধু ফুল্‌জেন্তিউস-লিখিত 'পিতরে বিশ্বাস' ২২:৬২

তিনি আমাদের জন্য নিজেকে সঁপে দিলেন

সেই পশু-বলিদান যা প্রাক্তন ও নব সন্ধির একমাত্র ঈশ্বর সেই পবিত্রতম ত্রিত্ব নিজেই আদেশ করেছিলেন যেন আমাদের পিতৃপুরুষেরা উৎসর্গ করেন, সেই প্রাচীন বলিদানে সেই বলিদানেরই পরম গ্রহণীয় দানের

পূর্বাভাস ঘটছিল যে বলিদানের মধ্য দিয়ে আমাদের জন্য ঈশ্বরের একমাত্র পুত্রের দয়াপূর্ণভাবে নিজেকে উৎসর্গ করার কথা।

কেননা তিনি, প্রেরিতদূতের শিক্ষা অনুসারে, *আমাদের জন্য ঈশ্বরের কাছে নৈবেদ্য ও সুরভিত বলিরূপে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন।* তিনি সেই সত্যকার ঈশ্বর ও সত্যকার মহাযাজক যিনি আমাদের জন্য বৃষ ও মেষের রক্ত নিয়ে নয়, বরং নিজেরই রক্ত নিয়ে একবার চিরকালের মত পরম পবিত্রস্থানে প্রবেশ করলেন। তখন ঠিক একথারই পূর্বাভাস দেওয়া হত, যখন সেকালের মহাযাজক প্রতিবছর রক্ত নিয়ে পরম পবিত্রস্থানে প্রবেশ করতেন।

সুতরাং ইনিই নিজেরই মধ্যে সেই সবকিছু উৎসর্গ করলেন যা জানতেন আমাদের পরিত্রাণের জন্য প্রয়োজন—তিনি তো একইসময় যাজক, যজ্ঞ, ঈশ্বর ও মন্দির: তিনি যাজক, যাঁর দ্বারা আমরা পুনর্মিলিত; তিনি যজ্ঞ, যাতে আমরা পুনর্মিলিত; তিনি ঈশ্বর, যাঁর সঙ্গে আমরা পুনর্মিলিত; তিনি মন্দির, যার মধ্যে আমরা পুনর্মিলিত। তবু যাজক, যজ্ঞ ও মন্দির রূপে তিনি একা ছিলেন, কেননা ঈশ্বর হয়েও তিনি দাসের অবস্থা অনুসারেই এসব কিছু সাধন করছিলেন; কিন্তু ঈশ্বররূপে তিনি একা ছিলেন না, কেননা তিনি ঈশ্বরের স্বরূপ অনুসারে পিতা ও পবিত্র আত্মার সঙ্গেই এসব কিছু সাধন করছিলেন।

অতএব দৃঢ়তার সঙ্গে ও কোন সন্দেহ না করে একথা বিশ্বাস কর যে, ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র সেই বাণী নিজেই মানুষ হয়ে আমাদের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছেন ঈশ্বরের কাছে সুরভিত নৈবেদ্য ও বলিরূপে; পিতা ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে তাঁরই কাছে প্রাক্তন সন্ধিকালের কুলপতিরা, নবীরা ও যাজকেরা পশু বলি দিতেন; যাঁদের সঙ্গে তিনি একেশ্বর, সেই পিতা ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে তাঁরই কাছে এখন, এ নব সন্ধিকালে, বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত মণ্ডলী বিশ্বাস ও ভালবাসার বন্ধনে রুটি ও আঙুররসের যজ্ঞ উৎসর্গ করায় ক্ষান্ত হয় না।

সেকালের পশু-বলিতে খ্রীষ্টের সেই মাংসের পূর্বাভাস দেওয়া ছিল, যে মাংস নিষ্পাপ তিনি একদিন আমাদের পাপের জন্য উৎসর্গ করার কথা; তাঁর রক্তেরও পূর্বাভাস দেওয়া ছিল, তাঁর যে রক্ত আমাদের পাপমোচনের জন্য পাতিত হবার কথা। উপরন্তু এ যজ্ঞে রয়েছে ধন্যবাদ-জ্ঞাপন ও খ্রীষ্টের মাংসের স্মরণিকা, সেই যে মাংস তিনি আমাদের জন্য উৎসর্গ করেছেন, এবং তাঁর রক্তের স্মরণিকাও রয়েছে, সেই যে রক্ত স্বয়ং ঈশ্বর আমাদের জন্য দান করলেন। এ রক্তের কথা সম্বন্ধে পল শিষ্যচরিতে বলেন, *আপনারা নিজেদের বিষয়ে সাবধান থাকুন, এবং সেই সমস্ত পালের বিষয়েও সাবধান থাকুন যার মধ্যে পবিত্র আত্মা আপনাদের অধ্যক্ষ করে নিযুক্ত করেছেন আপনারা যেন ঈশ্বরের সেই জনমণ্ডলীকে পালন করেন, যাকে তিনি নিজের রক্ত দ্বারা কিনেছেন।*

সেকালের বলিদানে প্রতীকাকারে তা দেখানো ছিল, যা আমাদের কাছে একদিন দেওয়ার কথা; কিন্তু এ যে যজ্ঞ ইতিমধ্যে আমাদের দেওয়া হয়েছে, তাতে সেসব কিছু স্পষ্ট প্রকাশ পায়। সেকালের বলিদানে দৃষ্টান্তের আকারে সেই ঈশ্বরের পুত্রকে দেখানো ছিল, যাঁকে আমাদের জন্য হত্যা করার কথা, যেমনটি প্রেরিতদূত বলেন, *আমরা যখন শক্তিহীন ছিলাম, তখনই খ্রীষ্ট উপযুক্ত সময়ে ভক্তিহীনদের জন্য মরলেন, আর আমরা যখন শত্রু ছিলাম, তখন তাঁর পুত্রের মৃত্যু দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হলাম।*

শ্লোক কল ১:২১-২২; রো ৩:২৫ দ্রঃ

প্ তোমরা একসময় দুষ্কর্মের চিন্তায় ছিলে ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন ও তাঁর শত্রু; এখন কিন্তু তিনি সেই মাংসময় দেহে তাঁর মৃত্যু দ্বারা তোমাদের পুনর্মিলিত করেছেন

উ যেন তিনি তোমাদের পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক ও অনিন্দ্য ক'রে নিজের সামনে আনতে পারেন।

প্ তাঁর সেই রক্তদানে তাঁকেই ঈশ্বর বিশ্বাসগুণে প্রায়শ্চিত্তের স্থানস্বরূপ তুলে ধরেছেন,

উ যেন তিনি তোমাদের পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক ও অনিন্দ্য ক'রে নিজের সামনে আনতে পারেন।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - লেবীয় ১৬:২-২৮

মহাপ্রায়শ্চিত্ত দিবস

একদিন প্রভু মোশীকে একথা বললেন, 'তোমার ভাই আরোনকে বল, যেন সে পবিত্রস্থানে পরদার ভিতরে, মঞ্জুষার উপরে বসানো প্রায়শ্চিত্তাসনের সামনে যখন তখন প্রবেশ না করে, পাছে তার মৃত্যু হয়; কেননা আমি প্রায়শ্চিত্তাসনের উপরেই একটি মেঘে দেখা দিই। আরোন পবিত্রধামে এইভাবে প্রবেশ করবে: পাপার্থে বলিদানের জন্য সে একটা বাছুর ও আহুতির জন্য একটা ভেড়া সঙ্গে নিয়ে যাবে। সে ক্ষোম-কাপড়ের পবিত্র অঙ্গরক্ষিণী পরিধান করবে, ক্ষোমের জাঙাল পরিধান করবে, কোমরে ক্ষোম-বন্ধনী দেবে, এবং মাথায় ক্ষোমের পাগড়ি দেবে: এগুলিই সেই পবিত্র পোশাক, যা সর্বাঙ্গীণ জলে স্নান করার পর সে পরিধান করবে। ইস্রায়েল সন্তানদের জনমণ্ডলীর কাছ থেকে সে পাপার্থে বলিদানের জন্য দু'টো ছাগ ও আহুতির জন্য একটা ভেড়া গ্রহণ করে নেবে।

আরোন নিজের জন্য পাপার্থে বলিদানের বাছুরটাকে উৎসর্গ করে নিজের জন্য ও নিজের কুলের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করার পর সেই দু'টো ছাগ নিয়ে সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে তা প্রভুর সামনে দাঁড় করাবে; এবং ওই দু'টো ছাগের মধ্যে কোন্‌টা প্রভুর জন্য ও কোনটা আজাজেলের জন্য, তা জানবার জন্য আরোন গুলিবাঁট করবে। গুলিবাঁট দ্বারা যে ছাগ প্রভুর জন্য হয়, আরোন তা নিয়ে পাপার্থে বলিরূপে উৎসর্গ করবে; কিন্তু গুলিবাঁট দ্বারা যে ছাগ আজাজেলের জন্য হয়, সেটাকে জীবিত অবস্থায় প্রভুর সামনে দাঁড় করানো হবে, যেন সেটাকে নিয়ে প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করা হয় ও পরে সেটাকে মরুপ্রান্তরে আজাজেলের কাছে পাঠানো হয়।

নিজের জন্য পাপার্থে বলিরূপে বাছুরটাকে উৎসর্গ করে, ও নিজের জন্য ও নিজের কুলের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করে আরোন নিজের জন্য পাপার্থে বলিরূপে সেই বাছুরটাকে জবাই করার পর প্রভুর সামনে থেকে, বেদির উপর থেকেই নেওয়া জ্বলন্ত অঙ্গারে পূর্ণ ধূপদানি ও এক মুঠো গুঁড়ো করা সুগন্ধি ধূপ নিয়ে পরদার ভিতরে যাবে। সেই ধূপ প্রভুর সামনে জ্বালানো আগুনে দেবে, যেন সাক্ষ্যলিপির উপরে বসানো প্রায়শ্চিত্তাসন ধূপের ধূম-মেঘে ঢাকা পড়ে আর সে যেন না মরে। পরে সে ওই বাছুরটার খানিকটা রক্ত নিয়ে তা প্রায়শ্চিত্তাসনের পুবপাশে আঙুল দিয়ে ছিটিয়ে দেবে, এবং আঙুল দিয়ে প্রায়শ্চিত্তাসনের সামনে ওই রক্ত সাতবার ছিটিয়ে দেবে।

পরে সে জনগণের জন্য পাপার্থে বলিরূপে ছাগটা জবাই করে তার রক্ত পরদার ভিতরে এনে যেমন বাছুরের রক্ত ছিটিয়ে দিয়েছিল, এর রক্ত নিয়েও তেমনি করবে—প্রায়শ্চিত্তাসনের উপরে ও প্রায়শ্চিত্তাসনের সামনে তা ছিটিয়ে দেবে। ইস্রায়েল সন্তানদের নানা ধরনের অশুচিতা, অন্যায় ও সমস্ত পাপের কারণে সে এইভাবেই পবিত্রস্থানের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে; একই প্রকারে সে তা করবে সেই সাক্ষাৎ-তাঁবুর জন্য, যা তাদের নানা ধরনের অশুচিতার মধ্যে তাদের সঙ্গে অবস্থিত। প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করার জন্য পবিত্রস্থানে প্রবেশ করার সময় থেকে যতক্ষণ না সে বেরিয়ে আসে, যতক্ষণ নিজের জন্য, নিজের কুলের জন্য, ও গোটা ইস্রায়েল জনসমাবেশের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি শেষ না করে, ততক্ষণ ধরে কেউই যেন সাক্ষাৎ-তাঁবুতে না থাকে। তাই একবার বেরিয়ে এসে, প্রভুর সামনে যে বেদি রয়েছে, তার কাছে এগিয়ে গিয়ে তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে, এবং সেই বাছুরের খানিকটা রক্ত ও ছাগের খানিকটা রক্ত নিয়ে বেদির চারদিকে শৃঙ্গগুলোর উপরে দেবে। সে বাকিটুকু রক্ত নিয়ে নিজের আঙুল দিয়ে তা বেদির উপরে সাতবার ছিটিয়ে দেবে: এভাবে তা শুচি করবে, ও ইস্রায়েল সন্তানদের অশুচিতা থেকে তা পবিত্রীকৃত করবে।

পবিত্রস্থান, সাক্ষাৎ-তাঁবু ও বেদির জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি সমাধা হওয়ার পর সে সেই জীবিত ছাগটাকে আনবে। আরোন সেই জীবিত ছাগের মাথায় তাঁর দু'হাত রাখবে, এবং ইস্রায়েল সন্তানদের সমস্ত শঠতা, তাদের সমস্ত অন্যায় ও তাদের নানা ধরনের পাপ তার উপরে স্বীকার করবে; সেইসব ওই ছাগের মাথায় রাখার পর সে একাজে নিযুক্ত একটি লোকের হাত দিয়ে ছাগটা মরুপ্রান্তরে পাঠিয়ে দেবে। ওই ছাগ নিজের উপরে তাদের সমস্ত শঠতা তুলে জনশূন্য জায়গায় বয়ে নিয়ে যাবে। ছাগটাকে মরুপ্রান্তরে ছেড়ে দেওয়ার পর আরোন সাক্ষাৎ-তাঁবুতে

প্রবেশ করবে, এবং পবিত্রস্থানে প্রবেশ করার সময়ে যে সকল ক্ষোম-পোশাক পরিধান করেছিল, তা খুলে সেই জায়গায় ফেলে রাখবে। সে পবিত্র একটি স্থানে জলে স্নান করে নিজের পোশাক পরিধান করে বাইরে আসবে, এবং নিজের আহুতি ও জনগণের আহুতিবলি উৎসর্গ করে নিজের জন্য ও জনগণের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে, এবং পাপার্থে বলির চর্বি বেদিতে পুড়িয়ে দেবে।

যে লোকটি আজাজেলের কাছে ছাগটাকে ছেড়ে দিয়েছিল, সে নিজের জামাকাপড় ধুয়ে নেবে, ও নিজে জলে স্নান করে নেবে; পরেই শিবিরে ফিরে আসবে। পাপার্থে বলিদানের বাছুর ও পাপার্থে বলিদানের ছাগ—যাদের রক্ত প্রায়শ্চিত্তের জন্য পবিত্রস্থানে নেওয়া হয়েছিল—দু'টোকেই শিবিরের বাইরে নিয়ে যাওয়া হবে, এবং তাদের চামড়া, মাংস ও গোবর পুড়িয়ে দেওয়া হবে। যে লোক সেইসব পুড়িয়ে দেবে, সে নিজের জামাকপড় ধুয়ে নেবে, ও নিজে জলে স্নান করে নেবে; পরেই শিবিরে ফিরে আসবে।'

শ্লোক হিব্রু ৯:১১,১২,২৪

℣ খ্রীষ্ট আসন্ন মঙ্গলদানগুলির মহাযাজকরূপেই আবির্ভূত হয়ে, ছাগ বা বাছুরের রক্তের মধ্য দিয়েও নয়, বরং নিজেরই রক্তের মধ্য দিয়ে,
℟ একবারই, চিরকালের মত, পবিত্রধামে প্রবেশ করেছেন, যেহেতু তিনি চিরকালীন মুক্তির সন্ধান পেলেন।
℣ খ্রীষ্ট মানুষের হাতে গড়া পবিত্রধামে নয়, স্বর্গধামেই প্রবেশ করেছেন,
℟ একবারই, চিরকালের মত, পরম পবিত্রস্থানে প্রবেশ করেছেন, যেহেতু তিনি চিরকালীন মুক্তির সন্ধান পেলেন।

দ্বিতীয় পাঠ - লেবীয় পুস্তকে অরিজেনের উপদেশাবলি **উপদেশ ৯:৫,১০**

মহাযাজক খ্রীষ্টই আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ

বছরে একবার মহাযাজক, জনগণকে বাইরে রেখে, সেই স্থানে প্রবেশ করেন যেখানে খেরুব দু'টোর উপরে প্রায়শ্চিত্তাসন অধিষ্ঠিত, যেখানে সন্ধির মঞ্জুষা ও ধূপ-বেদি রয়েছে—সে স্থান এমন যেখানে মহাযাজক ছাড়া কারও প্রবেশ করা বিধেয় নয়। এখন আমি যদি একথা চিন্তা করি যে, আমার সত্যকার মহাযাজক সেই প্রভু যীশুখ্রীষ্ট মানবদেহে জীবনযাপন করার সময়ে সারা 'বছর' জনগণের মধ্যে থাকতেন, সেই যে 'বছর' বিষয়ে তিনি বললেন *প্রভু আমাদের প্রেরণ করেছেন দরিদ্রদের কাছে শুভসংবাদ প্রচার করতে ও প্রভুর প্রসন্নতা-বর্ষ ও ক্ষমার দিন ঘোষণা করতে*, তখন আমি লক্ষ করি, এ বছরে একবার মাত্রই তথা প্রায়শ্চিত্তদিনেই তিনি পরম পবিত্রস্থানে প্রবেশ করেন; এর মানে হল, নিজের কর্তব্য সমাধা করে তিনি পিতাকে মানবজাতির প্রতি প্রসন্ন করতেই ও তাঁর আপন সকল বিশ্বাসীর জন্য প্রার্থনা করতেই স্বর্গ ভেদ করে পিতার কাছে প্রবেশ করেন। তাঁর এ প্রায়শ্চিত্ত-কর্ম পিতাকে মানবজাতির প্রতি প্রসন্ন করে, একথা জেনেই প্রেরিতদূত যোহন বলেন, *বৎস আমার, এ সমস্ত তোমাদের লিখছি, তোমরা যেন পাপ না কর; কিন্তু যদি কেউ পাপ করে, পিতার কাছে আমাদের পক্ষে সহায়ক একজন আছেন: সেই যীশুখ্রীষ্ট, ধর্মাত্মা যিনি। তিনিই আমাদের পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ।*

একইভাবে পলও এ প্রায়শ্চিত্তবলির কথা স্মরণ করেন যখন বলেন, *তাঁর সেই রক্তদানে তাঁকেই ঈশ্বর বিশ্বাসগুণে প্রায়শ্চিত্তের স্থানস্বরূপ তুলে ধরেছেন।* সুতরাং প্রায়শ্চিত্তদিন আমাদের জন্য জগতের শেষদিন পর্যন্ত বলবৎ থাকে।

ঐশবাণী একথা বলেন, *সে প্রভুর সাক্ষাতে আগুনে ধূপ দেবে, যেন সাক্ষ্যলিপির উপরে বসানো প্রায়শ্চিত্তাসন ধূপের ধূম-মেঘে ঢাকা পড়ে আর সে যেন না মরে। পরে সে ওই বাছুরটির খানিকটা রক্ত নিয়ে প্রায়শ্চিত্তাসনের উপরে, পুব দিকে, নিজের আঙুল দিয়ে ছিটিয়ে দেবে।* এবাণী প্রাচীনকালের হিব্রুদের কাছে শিক্ষা দিলেন, মানুষের জন্য যে প্রায়শ্চিত্ত ঈশ্বরের উদ্দেশে পালিত ছিল, তার অনুষ্ঠান কী রূপ। কিন্তু তুমি যে সত্যকার মহাযাজক সেই খ্রীষ্টের কাছে এসেছ যিনি আপন রক্তেই ঈশ্বরকে তোমার প্রতি প্রসন্ন করেছেন ও পিতার কাছে তোমাকে পুনর্মিলিত করেছেন, তুমি মাংসের রক্ত দেখে ক্ষান্ত হয়ো না, বরং বাণীর রক্তকেও জানতে শেখ, ও তাঁকেই শোন যিনি তোমাকে বলছেন, *এ আমার রক্ত, সন্ধিরই রক্ত, যা অনেকের জন্য পাপমোচনের উদ্দেশ্যে পাতিত।*

সেই রক্ত পুবদিকে ছিটিয়ে দেওয়া হত, এ কথাও তুমি যেন অনর্থক না মনে কর। প্রায়শ্চিত্তবলি তোমার কাছে পুব থেকেই এল; সেখান থেকেই আগত সেই ব্যক্তি যাঁর নাম 'পুব', যিনি ঈশ্বরে মানুষে মধ্যস্থ হলেন।

এজন্য তোমাকে আমন্ত্রণ করা হয়, তুমি যেন সবসময় পুবদিকে তাকিয়ে থাক, যেখান থেকে তোমার জন্য ধর্মময়তার সূর্য উদিত হয় ও যেখান থেকে সবসময় তোমার জন্য আলোর উদয় হয়, যাতে করে তুমি কখনও অন্ধকারে না চল, ও সেই চরমদিন যেন তুমি অন্ধকারে থাকতে না উপস্থিত হয়, যেন অজ্ঞতার রাত্রি ও তমসা তোমার উপর না ঝাঁপিয়ে পড়ে, তুমি বরং যেন নিত্যই জ্ঞানের আলোতে থাক, নিত্যই বিশ্বাস-দিনে বিরাজ কর, নিত্যই ভালবাসা ও শান্তির জ্যোতি লাভ কর।

শ্লোক হিব্রু ৬:২০; ৭:২,৩ দ্রঃ

প্ সেই নিষ্কলঙ্ক মেষশাবক আমাদের হয়ে অগ্রগামী রূপে প্রবেশ করেছেন,
উ তিনি মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে চিরকালীন যাজক হয়েছেন।
প্ তিনিই সেই শান্তিরাজ যাঁর জীবনের আরম্ভ ও জীবনের অন্তও নেই।
উ তিনি মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে চিরকালীন যাজক হয়েছেন।

মঙ্গলবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - হিব্রু ৮:১-১৩

নব সন্ধিতে খ্রীষ্টের যাজকত্ব

ভ্রাতৃগণ, আমাদের বক্তব্যের মুখ্য বিষয়-বস্তু এই, আমাদের এমনই এক মহাযাজক আছেন যিনি স্বর্গলোকে ঐশমহিমার সিংহাসনের *ডান পাশে আসন নিয়েছেন:* তিনি পবিত্রধাম ও সত্যকার তাঁবুর সেবক—যে তাঁবু স্বয়ং প্রভুই স্থাপন করেছেন, কোন মানুষ নয়। প্রতিটি মহাযাজক অর্ঘ্য ও বলি উৎসর্গ করতেই নিযুক্ত হন, তাই এঁরও পক্ষে এ আবশ্যক যে, উৎসর্গ করার মত তাঁর কিছু থাকবে। ইনি যদি পৃথিবীতে থাকতেন, তবে যাজক হতেনই না, কারণ বিধান অনুসারে অর্ঘ্য উৎসর্গ করার মত লোক আছে। এরা কিন্তু তেমন উপাসনার কাজ করে যা স্বর্গীয় বিষয়ের প্রাথমিক নকশা—সেই আদেশ অনুসারে যা মোশী পেয়েছিলেন যখন তাঁবু নির্মাণ করতে যাচ্ছিলেন; ঈশ্বর বলেছিলেন, *দেখ, সবকিছু কর সেই নমুনা অনুসারে, যা পর্বতে তোমাকে দেখানো হয়েছে।* কিন্তু এখন তিনি যে উপাসনা-কর্মের ভার পেয়েছেন, তা ততই মহত্তর, যত শ্রেয়তর সেই সন্ধি তিনি নিজে যার মধ্যস্থ হয়ে উঠেছেন, যেহেতু সেই সন্ধি শ্রেয়তর প্রতিশ্রুতিগুলোর উপরেই স্থাপিত।

আসলে, প্রথম সন্ধি যদি নিখুঁত হত, তবে তার স্থানে দ্বিতীয় এক সন্ধি স্থাপন করার প্রশ্নও উঠত না। বাস্তবিক ঈশ্বর তাঁর জনগণকে দোষী করে বলেন:

দেখ, এমন দিনগুলি আসছে—একথা বলছেন প্রভু—
যখন আমি ইস্রায়েলকুল ও যুদাকুলের সঙ্গে
এক নতুন সন্ধি স্থাপন করব;
মিশর দেশ থেকে তাদের পিতৃপুরুষদের বের করে আনার জন্য
যখন আমি তাদের হাত ধরেছিলাম,
তখন আমি তাদের সঙ্গে যে সন্ধি স্থির করেছিলাম,
এই সন্ধি সেই অনুসারে নয়;
তারা তো আমার সেই সন্ধির প্রতি বিশ্বস্ত থাকল না,
তখন আমিও তাদের অবহেলা করলাম—একথা বলছেন প্রভু।

কিন্তু এটি হবে সেই সন্ধি

যা আমি সেই দিনগুলির পরে ইস্রায়েলকুলের সঙ্গে স্থাপন করব
—একথা বলছেন প্রভু:
আমি আমার বিধিবিধান তাদের মনের মধ্যে রাখব,
তাদের হৃদয়েই তা লিখে দেব।
তখন আমি হব তাদের আপন পরমেশ্বর আর তারা হবে আমার আপন জনগণ।

'প্রভুকে জান!' একথা ব'লে
আপন প্রতিবেশীকে ও ভাইকে উপদেশ দেওয়া আর কারও প্রয়োজন হবে না,
কারণ ছোট-বড় সকলেই তারা আমাকে জানবে।

কেননা আমি তাদের শঠতা ক্ষমা করব,
তাদের পাপও আর স্মরণে আনব না।

'নতুন' বলায় তিনি প্রথমটা পুরাতন বলে ঘোষণা করেছেন; আর যা কিছু পুরাতন ও জীর্ণ হচ্ছে, তা শীঘ্রই মিলিয়ে যাবে।

শ্লোক হিব্রু ৮:১-২; ৯:২৪ দ্রঃ

প্   আমাদের এমনই এক মহাযাজক আছেন যিনি স্বর্গলোকে ঐশমহিমার সিংহাসনের ডান পাশে আসন নিয়েছেন: তিনি পবিত্রধাম ও সত্যকার তাঁবুর সেবক,
উ   যেন আমাদের সপক্ষে ঈশ্বরের সম্মুখে দাঁড়াতে পারেন।
প্   খ্রীষ্ট মানুষের হাতে গড়া পবিত্রধামে নয়, স্বর্গধামেই প্রবেশ করেছেন,
উ   যেন আমাদের সপক্ষে ঈশ্বরের সম্মুখে দাঁড়াতে পারেন।

দ্বিতীয় পাঠ - মহাপ্রাণ সাধু লিওর উপদেশাবলি **প্রভুর যন্ত্রণাভোগ, উপদেশ ৬০:১-২**

খ্রীষ্টের হত্যাকাণ্ডেই
সত্যকার পাস্কা ও একমাত্র বলিদান

প্রিয়জনেরা, প্রভুর যন্ত্রণাভোগ-রহস্য যা অনাদিকাল থেকে মানবজাতির পরিত্রাণের জন্য নিরূপিত হয়েছিল ও পূর্বযুগগুলিতে বরাবর বহুরূপে পূর্বপ্রচারিত হয়েছিল, আমরা এখন তা প্রকাশের অপেক্ষা করি না, বরং সিদ্ধ বলেই তা আরাধনা করি। আমাদের জ্ঞানের জন্য নব ও প্রাক্তন সন্ধির বহু সাক্ষ্য উপস্থিত রয়েছে, আর নবীদের তুরি যা ধ্বনিত করেছিল, সুসমাচারের বর্ণনা তার ঐতিহাসিক প্রমাণ উপস্থাপন করে, যেমন লেখা আছে: *তোমার জলপ্রতাপের গর্জনে এক অতলের কাছে অন্য অতলের ডাক,* কেননা ঈশ্বরের অনুগ্রহের গৌরব বর্ণনা করার জন্য উভয় সন্ধির উৎকৃষ্টতা একসুরে প্রতিধ্বনি তোলে, আর প্রতীকের আবরণে যা আবৃত ছিল তা ঐশপ্রকাশের আলোতে উজ্জ্বল প্রকাশ পায়। তবু যে সমস্ত অলৌকিক কাজ ত্রাণকর্তা জনগণের সামনে সাধন করতেন, সেগুলিতে যখন অল্পসংখ্যক লোক মাত্রই সত্যের উপস্থিতি উপলব্ধি করত ও শিষ্য নিজেরাও প্রভুর স্বেচ্ছাকৃত যন্ত্রণাভোগের কথায় উদ্বিগ্ন হয়ে ভয়ের প্রলোভন অভিজ্ঞতা না করে ক্রুশ-স্খলন এড়াতে পারেননি, তখন যে ঘটনাগুলি আমরা জানি, সেগুলিকে যদি পূর্বপ্রচারিতই বলে পাঠ না করতাম, তাহলে আমাদের বিশ্বাস কার দ্বারাই বা উদ্বুদ্ধ হতে পারত? আমাদের প্রত্যাশাও কোত্থেকেই বা প্রেরণা পেতে পারত?

এখন কিন্তু, মানব দুর্বলতা গ্রহণের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের পরাক্রান্ত শক্তি প্রকাশিত হওয়ার পরে, পাস্কা-মহোৎসব ভক্তদের কোন শোকপ্রকাশেই আচ্ছন্ন না হোক; যন্ত্রণাভোগ সংক্রান্ত সমস্ত ঘটনাগুলিও আমরা যেন দুঃখপ্রকাশে উদ্‌যাপন না করি, কেননা প্রভু ইহুদীদের শঠতা এমনভাবেই ব্যবহার করেছেন যাতে অন্যায়সূচক সঙ্কল্প থেকে দয়াবানের ইচ্ছা পূর্ণতা লাভ করে।

বস্তুতপক্ষে, মিশর থেকে চলে যাওয়ার সময় ইস্রায়েল যখন মেষশাবকের রক্তেই মুক্ত হল এবং মেষবলি দ্বারাই যমদূতের ক্রোধ দূরীকৃত হয়েছিল বিধায় পবিত্রতম এক মহোৎসব অনুষ্ঠিত হল, তখন খ্রীষ্টসমাজের আর কতই না আনন্দের সঙ্গে মেতে ওঠবার কথা, একথা স্মরণ করে যে, সর্বশক্তিমান পিতা *আপন একমাত্র পুত্রকে*

রেহাই দেননি, বরং তাঁকে আমাদের সকলের জন্য সঁপে দিলেন যেন খ্রীষ্টের হত্যাকাণ্ডে সেই সত্যকার পাস্কা ও একমাত্র বলিদান সূচিত হয়, যা দ্বারা কেবল একটা জাতি ফারাওর দাসত্ব থেকে নয়, সমগ্র জগৎই শয়তানের বন্দিদশা থেকে উদ্ধার পায়।

শ্লোক হিব্রু ৯:২২,২৩; লেবীয় ১৭:১১ দ্রঃ

প্র বিধান অনুসারে রক্ত না ঝরালে পাপমোচন হয় না।
উ সুতরাং, স্বর্গীয় বিষয়গুলির প্রতিচ্ছবির পক্ষে এ আবশ্যক ছিল যে, এইভাবেই সেগুলোকে শুদ্ধ করা হবে; কিন্তু যা কিছু প্রকৃতপক্ষেই স্বর্গীয়, তার জন্য এ আবশ্যক যে, এর চেয়ে শ্রেয়তর যজ্ঞ দ্বারাই তা শুদ্ধ করা হবে।
প্র প্রভু বললেন, তোমাদের প্রাণের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করার উদ্দেশ্যে বেদির উপরে রক্ত দেওয়ার ব্যবস্থা আমি তোমাদের দিয়েছি;
উ সুতরাং, স্বর্গীয় বিষয়গুলির প্রতিচ্ছবির পক্ষে এ আবশ্যক ছিল যে, এইভাবেই সেগুলোকে শুদ্ধ করা হবে; কিন্তু যা কিছু প্রকৃতপক্ষেই স্বর্গীয়, তার জন্য এ আবশ্যক যে, এর চেয়ে শ্রেয়তর যজ্ঞ দ্বারাই তা শুদ্ধ করা হবে।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - লেবীয় ১৯:১-১৮,৩১-৩৭

প্রতিবেশী সংক্রান্ত বিধান

প্রভু মোশীকে আরও বললেন, ‘ইস্রায়েল সন্তানদের গোটা জনমণ্ডলীর কাছে কথা বল; তাদের বল: তোমরা পবিত্র হও, কারণ আমি প্রভু তোমাদের পরমেশ্বর, আমি নিজেই পবিত্র।

তোমরা প্রত্যেকে আপন আপন মাতাকে ও আপন আপন পিতাকে ভয় করবে, এবং আমার সাব্বাৎ সকল পালন করবে। আমিই প্রভু তোমাদের পরমেশ্বর!

তোমরা অসার সেই প্রতিমাগুলোর প্রতি মুখ ফেরাবে না, নিজেদের জন্য ছাঁচে ঢালাই করা দেবতাও তৈরি করবে না। আমিই প্রভু তোমাদের পরমেশ্বর!

যখন তোমরা প্রভুর উদ্দেশে মিলন-যজ্ঞবলি উৎসর্গ কর, তখন বলিটা এমনভাবেই উৎসর্গ কর, যেন গ্রহণীয় হয়। তোমাদের বলিদানের দিনে ও তারপর দিনেই তা খেতে হবে; তৃতীয় দিন পর্যন্ত যা কিছু বাকি থাকে, তা আগুনে পোড়াতে হবে। তৃতীয় দিনে খেলে, তবে তা জঘন্য ব্যাপার; বলিটা গ্রহণীয় হবে না; যে কেউ তা খায়, তাকে তার নিজের অপরাধের দণ্ড নিজেকেই বহন করতে হবে; কেননা সে প্রভুর পবিত্র বস্তু অপবিত্র করেছে; সেই লোকটাকে তার আপন জনগণের মধ্য থেকে উচ্ছেদ করা হবে।

তোমরা যখন তোমাদের ভূমির ফসল কাট, তখন জমির শেষ কোণ পর্যন্ত ফসল নিঃশেষেই কাটবে না, জমিতে পড়ে থাকা শস্যও কুড়োবে না; আর তোমার আঙুরখেতের ফল তুমি দু'বার জড় করবে না, খেতে পড়ে থাকা আঙুরফলও কুড়োবে না। তা গরিব ও প্রবাসীর জন্যই ফেলে রাখবে। আমিই প্রভু তোমাদের পরমেশ্বর!

তোমরা চুরি করবে না; একে অপরের প্রতি প্রবঞ্চনা বা মিথ্যা কিছুই খাটাবে না। ছলনার উদ্দেশ্যে তোমরা আমার নাম নিয়ে শপথ করবে না, করলে তুমি তোমার পরমেশ্বরের নাম অপবিত্র করবে। আমিই প্রভু! তোমার প্রতিবেশীকে তুমি শোষণ করবে না, তার কোন কিছুও অপহরণ করবে না; দিনমজুরের প্রাপ্য সকাল পর্যন্ত সারারাত ধরে কাছে রাখবে না।

তুমি বধিরকে অভিশাপ দেবে না, অন্ধের পায়ের সামনে কোন বাধাও রাখবে না; বরং তোমার পরমেশ্বরকে ভয় করবে। আমিই প্রভু!

তোমরা বিচার সম্পাদনে অন্যায় করবে না; তুমি গরিবেরও পক্ষপাত করবে না, ক্ষমতাশালীরও সুবিধা করবে না: তুমি ন্যায্যতা বজায় রেখেই স্বজাতীয়ের বিচার নিষ্পন্ন করবে। তুমি তোমার জনগণের মধ্যে কুৎসা রটিয়ে বেড়াবে না; তোমার প্রতিবেশীর রক্তপাতে সহযোগিতা দেবে না। আমিই প্রভু!

তুমি হৃদয়ের মধ্যে তোমার ভাইয়ের প্রতি ঘৃণা রাখবে না; তুমি তোমার স্বজাতীয়কে মুক্তকণ্ঠেই তিরস্কার

করবে, তবে তোমাকে তার পাপ বহন করতে হবে না। তুমি প্রতিশোধ নেবে না; তোমার আপন জাতির সন্তানদের বিরুদ্ধে আক্রোশ পোষণ করবে না, বরং তোমার প্রতিবেশীকে নিজেরই মত ভালবাসবে। আমিই প্রভু!

তোমরা ভূতের ওঝাদের ও গণকদের উপর নির্ভর করবে না; তাদের কাছে দৈববাণী জানতে যাবে না, নইলে তাদের দ্বারা নিজেদের কলুষিত করবে। আমিই প্রভু তোমাদের পরমেশ্বর!

তুমি চুল পাকা লোকের সামনে উঠে দাঁড়াবে, বৃদ্ধ ব্যক্তিকে সম্মান করবে, তোমার আপন পরমেশ্বরকে ভয় করবে। আমিই প্রভু! কোন বিদেশী লোক যদি তোমাদের দেশে তোমাদের মাঝে প্রবাসী হয়ে বাস করে, তোমরা তাকে অত্যাচার করবে না। তোমাদের কাছে তোমাদের স্বদেশীয় লোক যেমন, তোমাদের মাঝে প্রবাসী এমন বিদেশী লোকও তেমনি হবে; তুমি তাকে নিজেরই মত ভালবাসবে; কারণ মিশর দেশে তোমরাও প্রবাসী ছিলে। আমিই প্রভু তোমাদের পরমেশ্বর!

তোমরা বিচার, মাপামাপি, ওজন ও ধারণ, এসমস্ত বিষয়ে অন্যায় করবে না। তোমরা ন্যায্য দাঁড়ি, ন্যায্য মাপকাঠি, ন্যায্য এফা ও ন্যায্য হিন ব্যবহার করবে। আমিই প্রভু তোমাদের পরমেশ্বর, যিনি মিশর দেশ থেকে তোমাদের বের করে এনেছেন।

অতএব তোমরা আমার সমস্ত বিধি ও আমার সমস্ত নিয়মনীতি পালন করবে, সেগুলিকে মেনে চলবে। আমিই প্রভু!'

শ্লোক গা ৫:১৪,১৩; যোহন ১৩:৩৪

℣ সমগ্র বিধান এই একটা বচনেই পূর্ণতা লাভ করে, তোমার প্রতিবেশীকে তুমি নিজের মত ভালবাসবে।
℟ ভালবাসার মাধ্যমে পরস্পরের সেবা কর।
℣ আমি তোমাদের এক নতুন আজ্ঞা দিচ্ছি: পরস্পরকে ভালবাস; আমি যেমন তোমাদের ভালবেসেছি, তোমরা তেমনি পরস্পরকে ভালবাস।
℟ ভালবাসার মাধ্যমে পরস্পরের সেবা কর।

দ্বিতীয় পাঠ - মহাপ্রাণ সাধু লিওর উপদেশাবলি **তপস্যাকাল, উপদেশ ১০:৩-৫**

ভালবাসার পরম মঙ্গল

যোহন-রচিত সুসমাচারে প্রভু একথা বলেন: *তোমরা যে আমার শিষ্য, তা সকলে এতেই বুঝতে পারবে, যদি পরস্পরের প্রতি তোমাদের ভালবাসা থাকে;* আর সেই একই প্রেরিতদূতের পত্রে লেখা আছে: *প্রিয়জনেরা, এসো, পরস্পরকে ভালবাসি, কারণ ভালবাসা ঈশ্বর থেকে উদ্গত, এবং যে কেউ ভালবাসে, সে ঈশ্বর থেকে সঞ্জাত আর ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করে; আর যে ভালবাসে না, সে ঈশ্বরকে জানল না, কারণ ঈশ্বর ভালবাসা।*

সুতরাং ভক্তদের মন জেগে উঠুক, ও নিজেদের হৃদয়ের অন্তরতম ভাব সত্য পরীক্ষায় বিচার করুক; আর যদি নিজেদের বিবেকে এমন কিছু পায় যা ভালবাসার ফল থেকে নির্গত, তাহলে তাদের যেন কোন সন্দেহ না থাকে: ঈশ্বর তাদের অন্তরে আছেন; আর যেন তেমন অতিথিকে বরণের জন্য অধিক যোগ্য হতে পারে, এ উদ্দেশ্যে অবিরত দয়াকর্ম পালনে নিজেদের অন্তর প্রসারিত করুক। কেননা যখন ঈশ্বর ভালবাসা, তখন ভালবাসার কোন সীমা থাকতে পারে না, কারণ ঈশ্বরকে সীমাবদ্ধ করা যায় না।

অতএব প্রিয়জনেরা, ভালবাসার পরম মঙ্গলের অনুশীলনের জন্য যে কোন সময় উপযুক্ত, একথা সত্য; কিন্তু বর্তমান এ দিনগুলি আমাদের বিশেষভাবে আহ্বান করছে: যারা প্রভুর পাস্কা আত্মা ও দেহের পবিত্রতায় বরণ করতে ইচ্ছা করে, তারা এ অনুগ্রহকে চরম মাত্রায় অর্জন করতে চেষ্টা করুক, কেননা এ অনুগ্রহেই সমস্ত সদ্‌গুণের পূর্ণতা বিরাজিত ও আমাদের পাপরাশি আবৃত হয়। সুতরাং আমরা যখন সমস্ত রহস্যের সেই সর্বোচ্চ রহস্য উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছি, যে রহস্যে যীশুখ্রীষ্টের রক্ত আমাদের অপরাধ মুছে দিয়েছে, তখন এসো, আমরা সর্বপ্রথমে দয়া-বলি প্রস্তুত করি, যেন ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা আমাদের যা মঞ্জুর করেছে, আমরাও তা তাদেরই দান করতে পারি যারা আমাদের প্রতি অপরাধ করেছে।

এসময় গরিবদের ও অভাবগ্রস্তদের প্রতিও অধিক উদার মঙ্গলময়তা দেখানো উচিত, যেন অনেকের কণ্ঠে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানানো হয় ও আমাদের উপবাসের ফলে ক্ষুধার্তরা তৃপ্তির সঙ্গে খেতে পারে। কেননা গরিবদের প্রতি ভক্তির চেয়ে প্রভুর কাছে আনন্দদায়ী ভক্তি নেই, আর তিনি যেখানে তৎপর দয়াধর্ম পান, সেখানে তাঁর নিজের মমতার দৃষ্টান্ত চিনে নেন।

অর্থদানে কেউই যেন নিজের ধনের ঘাটতি ভয় না করে, কেননা মঙ্গলময়তাই মহা সম্পদ, আর যেখানে খ্রীষ্ট পালন করেন ও পালিত হন, সেখানে দানশীলতার অভাব স্থান পেতে পারে না। এ সমস্ত দয়াকর্মে সেই হাত ক্রিয়াশীল, যে হাত রুটি টুকরো টুকরো করতে তার বৃদ্ধি ঘটায় ও তা বিতরণ করতে করতে তার অগণিত প্রাচুর্য সাধন করে।

যে অর্থদান করে, সে মনের আনন্দেই তা করুক, কেননা তখনই তার মহত্তর লাভ হবে, যখন নিজের জন্য নিম্নতম অংশ বাঁচিয়ে রাখবে, যেমনটি ধন্য পল বলেছেন, *যিনি বীজবুনিয়েকে বীজ, ও খাদ্যের জন্য অন্ন যুগিয়ে থাকেন, তিনি তোমাদের বপনের বীজও যোগাবেন এবং তা প্রচুর করবেন, আর তোমাদের ধর্মময়তা-ফসল বৃদ্ধিশীল করবেন,* আমাদের প্রভু সেই খ্রীষ্টযীশুতে, যিনি পিতা ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে বিশ্বরাজ ও জীবনেশ্বর রূপে যুগে যুগে বিরাজমান। আমেন।

শ্লোক লুক ৬:৩৮; কল ৩:১৩

℣ দাও, তোমাদেরও দেওয়া হবে ;
℟ উত্তম পরিমাপে, ঠাসা, ঝেঁকে-নেওয়া, উপচে-পড়া পরিমাপেই তোমাদের কোলে ফেলে দেওয়া হবে।
℣ যেহেতু প্রভু নিজে তোমাদের ক্ষমা করেছেন, সেজন্য তোমরাও সেইমত ক্ষমা কর।
℟ উত্তম পরিমাপে, ঠাসা, ঝেঁকে-নেওয়া, উপচে-পড়া পরিমাপেই তোমাদের কোলে ফেলে দেওয়া হবে।

বুধবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - হিব্রু ৯:১-১০

প্রাক্তন ও নব সন্ধির প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে তুলনা

সেই প্রথম সন্ধিরও ছিল উপাসনার নানা নিয়ম-বিধি ও একটা পবিত্রধাম, যা ছিল পার্থিব ; আসলে একটা তাঁবু স্থাপন করা হয়েছিল : সেই প্রথমটা, যার মধ্যে সেই দীপাধার, সেই মেজ ও সেই ভোগ-রুটি ছিল ; এটার নাম ছিল পবিত্রস্থান। আর দ্বিতীয় পরদার পিছনে আর একটা তাঁবু ছিল, যার নাম পরম পবিত্রস্থান ; সেখানে ছিল সোনার ধূপবেদি ও চারদিকে সোনায় মোড়া সেই সন্ধি-মঞ্জুষা, যার মধ্যে আবার রাখা ছিল মান্নায় ভরা একটা সোনার বয়েম, আরোনের সেই যষ্টি যা পল্লবিত হয়েছিল, ও সন্ধির সেই লিপিফলক দু'টো ; এবং মঞ্জুষার উপরে গৌরবের সেই খেরুব-মূর্তি দু'টো বসানো ছিল, যা প্রায়শ্চিত্তাসনটা ঢেকে রাখছিল। এই সবকিছুর বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া এখন তত প্রয়োজন নেই।

তেমন ব্যবস্থা অনুসারে, যাজকেরা নিজেদের উপাসনা-কর্ম পালন করার জন্য সেই প্রথম তাঁবুতে নিত্যই প্রবেশ করে থাকে ; কিন্তু দ্বিতীয়টার ভিতরে কেবল মহাযাজকই প্রবেশ করেন, বছরে একবার মাত্র, এবং রক্ত সঙ্গে না নিয়ে প্রবেশ করেন না : তা তিনি নিজের জন্য ও জনগণের অজ্ঞতাজনিত পাপের জন্য উৎসর্গ করেন। এভাবে পবিত্র আত্মা আমাদের স্পষ্ট দেখাচ্ছিলেন যে, যতদিন সেই প্রথম তাঁবু দাঁড়িয়ে ছিল, ততদিন পবিত্রধামে যাবার পথ জ্ঞাত করা হয়নি ; তা হল এই বর্তমান কালের জন্য একটা প্রতীক : সেই অনুসারে এমন অর্ঘ্য ও বলি উৎসর্গ করা হয়, যা উপাসককে—তার নিজের বিবেকে—সিদ্ধতায় চালিত করতে অক্ষম : সেইসব কিছু কেবল খাদ্য, পানীয় ও নানা শুদ্ধি-প্রক্ষালন সম্বন্ধে এমন মানবীয় নিয়ম-বিধি মাত্র, যা পুনঃপ্রতিষ্ঠা-কাল পর্যন্ত বলবৎ থাকার কথা।

শ্লোক হিব্রু ৯:১৪; ১ যোহন ২:২

℣ যিনি সনাতন আত্মার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে নিজেকেই নিষ্কলঙ্ক রূপে উৎসর্গ করেছেন,
℟ সেই খ্রীষ্টের রক্ত আমাদের বিবেককে মৃত কাজকর্ম থেকে আরও কত বিশুদ্ধই না করবে, যেন আমরা জীবনময় ঈশ্বরের উপাসনা করতে পারি।
℣ তিনি আমাদের পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্তবলিস্বরূপ; আমাদের পাপের শুধু নয়, সমস্ত বিশ্বজগতেরও পাপের জন্য!
℟ সেই খ্রীষ্টের রক্ত আমাদের বিবেককে মৃত কাজকর্ম থেকে আরও কত বিশুদ্ধই না করবে, যেন আমরা জীবনময় ঈশ্বরের উপাসনা করতে পারি।

দ্বিতীয় পাঠ - করিন্থীয়দের কাছে দ্বিতীয় পত্রে সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের উপদেশাবলি উপদেশ ১১:৩-৪

যিনি কোন পাপ জানেননি
ঈশ্বর তাঁকে করেছেন পাপস্বরূপ

পিতা পুত্রকে প্রেরণ করেছেন তিনি যেন তাঁর আপন নামে মানুষকে প্রেরণা দান করেন ও মানবজাতির পক্ষে মধ্যস্থতা-ভূমিকা গ্রহণ করেন; কিন্তু মৃত্যুর পরে তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন বিধায় আমরাই তাঁর সেবাকাজ হাতে তুলে নিয়েছি, ও তাঁর নামে ও পিতার নামে তোমাদের প্রেরণা দান করি। তাঁর দৃষ্টিতে মানবজাতি এত মূল্যবান যে, তিনি পুত্রকে দান করেছেন, যদিও জানতেন তাঁকে হত্যা করা হবে; এবং তোমাদের কল্যাণের জন্য আমাদের প্রেরিতদূত বলে নিযুক্ত করেছেন। এজন্য তোমরা মনে করবে না, আমরাই তোমাদের আহ্বান করছি; আমাদের মধ্য দিয়ে স্বয়ং খ্রীষ্ট, স্বয়ং পিতাই তোমাদের অনুরোধ করছেন। তেমন অগাধ মঙ্গলময়তার সঙ্গে আমাদের কীবা দেওয়া হচ্ছে? তাঁর অগণিত মঙ্গলদানের বিনিময়ে অপমানিত হয়ে তিনি কোন দন্ড দেননি শুধু নয়, বরং নিজের কাছে আমাদের পুনর্মিলিত করার জন্য তিনি আপন পুত্রকে দান করেছেন। অথচ যারা তাঁকে গ্রহণ করল, তারা অনুগ্রহে ফিরে যাওয়ার চিন্তা না ক'রে তাঁকে বরং মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করল।

তাহলে তিনি আরও সমর্থনকারী ব্যক্তি প্রেরণ করেছেন, তবু তাদের মধ্যে তিনি নিজেই প্রার্থনা করেন। তিনি কী যাচ্না করেন? *ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেদের পুনর্মিলিত হতে দাও।* তিনি তো বলেননি: ঐশঅনুগ্রহ পুনর্জয় কর, কেননা তাঁর মধ্যে নয়, আমাদেরই মধ্যে সেই শত্রুতার কারণ—ঈশ্বর তো কখনও হিংসা জন্মান না। তিনি বরং মামলার নিষ্পত্তি করতে মধ্যস্থ হিসাবেই প্রেরিত হলেন। লেখা রয়েছে, *যিনি কোন পাপ জানেননি, ঈশ্বর তাঁকে আমাদের পক্ষে পাপ করে তুলেছেন।*

যদিও যীশু মানুষ হওয়া ছাড়া অন্য কিছু করতেন না, তবুও চিন্তা কর ব্যাপারটা কতই না প্রশংসনীয় যে, যারা তাঁকে অপমান করেছিল তাদের পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বর তাঁর আপন পুত্র সেই তাঁকেই দান করেন। কিন্তু তিনি বেশিই করেছেন, তিনি এও হতে দিলেন যে, যিনি অপমানিত, তাঁকে অপমানকারীদের দ্বারা ক্রুশে দেওয়া হবে।

যিনি কোন পাপ জানেননি, এমনকি যিনি স্বয়ং ধর্মময়তা স্বরূপ, তাঁকে ঈশ্বর *পাপ করে তুলেছেন*, অর্থাৎ তিনি সহ্য করলেন তিনি পাপীর মত দন্ডিত হবেন, অভিশপ্ত মানুষের মতই মরবেন; কেননা *যে ক্রুশে ঝোলে, সে অভিশপ্ত।* সাধারণ মৃত্যুর চেয়ে ক্রুশমৃত্যু অত্যন্ত কষ্টদায়ক; একথা তিনি অন্য স্থানেও জোর করে ইঙ্গিত করে বলেন, *তিনি মৃত্যু পর্যন্ত, এমনকি ক্রুশমৃত্যু পর্যন্তই নিজেকে বাধ্য করলেন।* তবে ভেবে দেখ তোমরা কতই না মঙ্গলদান তাঁর কাছ থেকে পেয়েছ!

ফলত আমরা যদি খ্রীষ্টকে যথার্থই ভালবাসি, পাপী বলে আমরা নিজেদের শাস্তি দেব—কোন অমঙ্গল বা নরকের ভয়ে নয়, বরং ঈশ্বরকে অপমানের ভয়ে। কেননা এটিই ভয়ঙ্কর যে, প্রভু আর কোন যত্ন না করে আমাদের থেকে দৃষ্টি ফেরাবেন। এবিষয় চিন্তা-ভাবনা করে, এসো, আমরা সবকিছুর আগে পাপকেই ভয় করি, কেননা এ তো শাস্তি, এ তো নরক, এ তো অচিন্তনীয় অমঙ্গল। আর শুধু ভয় কেন? এসো, পাপ থেকে পালিয়েও যাই ও ঈশ্বরের কাছে নিত্যই গ্রহণীয় হতে চেষ্টা করি: কেননা এ তো রাজ্য, এ তো জীবন, এ তো

অচিন্তনীয় মঙ্গল। তাতে আমরা এখন থেকেই রাজ্য ও ভাবী মঙ্গলদান ভোগ করব। আহা, এসব কিছু আমরা যেন লাভ করতে পারি আমাদের প্রভু সেই যীশুখ্রীষ্টের অনুগ্রহ ও মঙ্গলময়তা গুণে, পিতা ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে যাঁর গৌরব, পরাক্রম ও সম্মান হোক এখন ও চিরকাল, যুগ যুগান্তরে। আমেন।

শ্লোক ১ পি ২:২২,২৪; ইসা ৫৩:৫

℣ তিনি কোন পাপ করেননি; তাঁর মুখেও কখনও পাওয়া যায়নি ছলনার কথা। তিনি নিজের দেহে আমাদের সমস্ত পাপ ক্রুশকাষ্ঠের উপরে তুলে বহন করলেন,
℟ আমরা যেন পাপের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ধর্মময়তার উদ্দেশে জীবনযাপন করি।
℣ আমাদের শান্তির পণ সেই শাস্তি তাঁর উপরে নেমে পড়ল। তাঁরই ক্ষতগুণে আমরা নিরাময় হলাম,
℟ আমরা যেন পাপের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ধর্মময়তার উদ্দেশে জীবনযাপন করি।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - লেবীয় ২৬:৩-১৭,৩৮-৪৫

আশীর্বাদ ও অভিশাপ

প্রভু একথা বলছেন, 'যদি তোমরা আমার বিধিপথে চল, আমার আজ্ঞাগুলি মেনে চল ও সেই সমস্ত পালন কর, তবে আমি ঠিক সময়ে তোমাদের বৃষ্টি দান করব, ভূমি ফসল উৎপন্ন করবে, ও মাঠের গাছপালা আপন আপন ফল দেবে, তোমাদের ফসল কাটার কাল আঙুরফল সংগ্রহের কাল পর্যন্ত বিস্তৃত হবে, ও আঙুরফল সংগ্রহের কাল বীজবপনকাল পর্যন্ত বিস্তৃত হবে; এবং তোমরা অপর্যাপ্ত পরিমাণ খাবার পাবে ও তোমাদের দেশে ভরসাভরে বাস করবে।

আমি দেশে শান্তি মঞ্জুর করব; তোমরা ঘুমাতে যাবে আর কেউই তোমাদের ভয় দেখাবে না; এবং আমি তোমাদের দেশ থেকে বন্য জন্তুগুলোকে দূর করে দেব, ও তোমাদের দেশে খড়্গ এসে দেখা দেবে না। তোমরা তোমাদের শত্রুদের তাড়িয়ে দেবে, ও তারা তোমাদের সামনে খড়্গের আঘাতে পড়বে। তোমাদের পাঁচজন তাদের একশ'জনকে তাড়িয়ে দেবে, তোমাদের একশ'জন দশ হাজার লোককে তাড়িয়ে দেবে, এবং তোমাদের শত্রুরা তোমাদের সামনে খড়্গের আঘাতে পড়বে।

আমি তোমাদের প্রতি মুখ তুলে চাইব, তোমাদের ফলবান করব, তোমাদের বংশবৃদ্ধি করব, ও তোমাদের সঙ্গে আমার সন্ধি স্থির করব। তোমরা তোমাদের সঞ্চয় করা পুরাতন ফসল খাবে, ও নতুনটার জন্য জায়গা দেবার জন্য পুরাতনটাকে সরিয়ে দেবে। আমি তোমাদের মাঝে আমার আপন আবাস স্থাপন করব, আমার প্রাণ তোমাদের কখনও ফিরিয়ে দেবে না। আমি তোমাদের মাঝে হেঁটে চলব, হব তোমাদের আপন পরমেশ্বর আর তোমরা হবে আমার আপন জনগণ। আমিই প্রভু তোমাদের পরমেশ্বর; আমিই মিশর দেশ থেকে তোমাদের বের করে এনেছি তোমরা যেন আর তাদের দাস না হও; আমিই তোমাদের জোয়াল-কাঠ ভেঙে দিলাম; এমনটি করলাম, তোমরা যেন মাথা উচ্চ করে হেঁটে চল।

কিন্তু যদি তোমরা আমার প্রতি বাধ্য না হও, আমার এই সকল আজ্ঞা পালন না কর, যদি আমার বিধিগুলো তুচ্ছ কর, ও তোমাদের প্রাণ আমার নিয়মনীতি প্রত্যাখ্যান করে, এবং তাই করে তোমরা আমার আজ্ঞা পালন না করে আমার সন্ধি ভঙ্গ কর, তবে তোমাদের সঙ্গে আমার ব্যবহার এই হবে: তোমাদের বিরুদ্ধে বিভীষিকা, যক্ষ্মা ও কম্পজ্বর প্রেরণ করব, তখন তোমাদের চোখ ক্ষীণ হয়ে পড়বে ও তোমাদের প্রাণ যন্ত্রণা ভোগ করবে। তোমাদের বীজবপন বৃথা হবে, কারণ তোমাদের শত্রুরাই তা খাবে। আমি তোমাদের প্রতি বিমুখ হব, তখন তোমরা তোমাদের শত্রুদের দ্বারা পরাজিত হবে; যারা তোমাদের ঘৃণা করে, তারা তোমাদের উপর প্রভুত্ব চালাবে, এবং তোমাদের পিছনে কেউই ধাওয়া না করলেও তোমরা পালাতে থাকবে!

তোমরা জাতিগুলির মধ্যে বিনষ্ট হবে: তোমাদের শত্রুদের দেশ তোমাদের গ্রাস করবে। তোমাদের মধ্যে যারা তোমাদের শত্রুদের দেশে রক্ষা পাবে, তারা তাদের শঠতার কারণে ক্ষয় পাবে; তাদের পিতৃপুরুষদেরও শঠতার কারণে তাদের সঙ্গে ক্ষয় পাবে।

তারা যে আমার প্রতি অবিশ্বস্ত হয়েছে ও আমার বিপক্ষে আচরণ করেছে, এবিষয়ে তারা যদি তাদের নিজেদের শঠতা ও তাদের পিতৃপুরুষদের শঠতা স্বীকার করে—কেননা এজন্যই আমিও তাদের বিপক্ষে আচরণ করেছি ও শত্রুদেশে তাদের নিয়ে গেছি—তাহলে যখন তাদের অপরিচ্ছেদিত হৃদয় নম্রতা স্বীকার করবে, ও তারা তাদের শঠতার ঋণ শোধ করবে, তখন আমি যাকোবের সঙ্গে আমার সেই সন্ধি স্মরণ করব, ইসায়াকের সঙ্গে আমার সেই সন্ধি ও আব্রাহামের সঙ্গে আমার সেই সন্ধিও স্মরণ করব, দেশের কথাও স্মরণ করব। তাই যখন দেশ তাদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে নিজের সাব্বাৎগুলো ভোগ করবে, ও তাদের অনুপস্থিতিতে জনশূন্য হবে, তখন তারা তাদের শঠতার ঋণ শোধ করবে—এই কারণে যে, তারা আমার নিয়মনীতি তুচ্ছ করেছে ও তাদের প্রাণ আমার বিধিগুলো ফিরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তবুও তারা যখন শত্রুদেশে থাকবে, তখন আমি তাদের একেবারে ফিরিয়ে দেব না, তাদের নিয়ে এত ক্ষান্তও হব না যে, তাদের নিঃশেষেই বিনাশ করব ও তাদের সঙ্গে আমার সন্ধি ভঙ্গ করব; কেননা আমিই প্রভু তাদের পরমেশ্বর! আমি তাদের আপন পরমেশ্বর হবার জন্য জাতিগুলির চোখের সামনে মিশর দেশ থেকে যাদের বের করে এনেছি, তাদের সেই পিতৃপুরুষদের সঙ্গে আমার সেই সন্ধি আমি তাদের খাতিরে স্মরণ করব। আমিই প্রভু!'

শ্লোক সাম ৩৪:১৭,১৬; প্রত্যা ২২:১২

℟ প্রভু অপকর্মাদের প্রতি বিমুখ, পৃথিবী থেকে তাদের স্মৃতি উচ্ছিন্ন করবেন।
℣ প্রভু ধার্মিকদের উপর দৃষ্টি রাখেন, তাদের চিৎকার কান পেতে শোনেন।
℟ দেখ, আমি শীঘ্রই আসছি—প্রভুর উক্তি—দেওয়ার মজুরি আমার কাছে থাকবে, আমি প্রত্যেককে যে যার কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেব।
℣ প্রভু ধার্মিকদের উপর দৃষ্টি রাখেন, তাদের চিৎকার কান পেতে শোনেন।

দ্বিতীয় পাঠ - নাজিয়াঞ্জুসের সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি **উপদেশ ৪৫:২৩-২৪**

আমরা পাস্কা-রহস্যের সহভাগী হব

আমরা পাস্কা-রহস্যের সহভাগী হব, এখনও কিন্তু প্রতীকাকারে,—যদিও প্রতীকটা প্রচীন বিধানের প্রতীকের চেয়ে স্পষ্টতর, কেননা প্রাচীন বিধানের পাস্কা আরও অন্ধকারময় প্রতীকে আচ্ছন্ন ছিল,—কিন্তু অল্পকাল পরে নিখুঁত ও উজ্জ্বলতর ভাবে, অর্থাৎ যখন বাণী, যা এখন অপূর্ণাঙ্গ ভাবে দেখাচ্ছেন তা বিশদভাবে দেখিয়ে ও বুঝিয়ে আমাদের সঙ্গে পিতার রাজ্যেই প্রকৃত পাস্কাভোজে বসবেন।

বস্তুতপক্ষে সেই পাস্কাভোজের পানীয় ও খাদ্যের কী রূপ, এবিষয়ে আমাদের ভূমিকা হল শেখা, বাণীর ভূমিকা হল শেখানো, আর তাঁর শিষ্যদের ভূমিকা হল সেই শিক্ষা সম্প্রদান করা। কেননা তাঁর শিক্ষা এমন খাদ্য, যা তাঁরই, যিনি আবার সেই খাদ্য দান করেন।

সুতরাং এসো, আমরাও বিধানের সহভাগী হই—বাহ্যিক দিক দিয়ে নয়, আধ্যাত্মিক ভাবেই; আংশিকভাবে নয়, পরিপূর্ণভাবেই; ক্ষণিকের জন্য নয়, চিরকালেরই মত! রাজধানী হিসাবে পার্থিব যেরুসালেম নয়, সেই স্বর্গীয় মহানগরী বেছে নিই; অর্থাৎ যে নগর এখন সেনাদল দ্বারা পদদলিত, সেটা নয়, বরং সেটাই যেটা স্বর্গদূতদের দ্বারা প্রশংসিত ও বন্দিত।

আমরা যেন বলিরূপে নবীন বৃষ উৎসর্গ না করি, শিং-ক্ষুর থাকা মেষশাবকও নয়—এগুলো তো প্রায় মৃত্যুরই অধিকারভুক্ত ও বুদ্ধিহীন। আমরা বরং এসো, স্বর্গীয় বেদিতে স্বর্গদূতদের সঙ্গে ঈশ্বরের কাছে সত্যকার স্তুতি-বলি উৎসর্গ করি। এসো, প্রথম পরদা ভেদ করে দ্বিতীয় পরদার কাছে এগিয়ে গিয়ে পরম পবিত্রস্থানেই প্রবেশ করি। আরও, ঈশ্বরের কাছে বলিরূপে, এসো, নিজেদেরই উৎসর্গ করি; এমনকি, প্রতিটি দিন নিজেদের ও নিজেদের যত গতি ঈশ্বরের কাছে বলিরূপে উৎসর্গ করি। কথা যেভাবে আভাস দেয়, এসো, ঠিক তাই করি: নিজেদের যন্ত্রণাগুলো ভোগের মধ্য দিয়ে প্রভুর যন্ত্রণাভোগের অনুকরণ করি, নিজেদের রক্তদানের মধ্য দিয়ে প্রভুর রক্তদান ভক্তি করি, প্রভুর সঙ্গে তৎপর হয়ে ক্রুশে আরোহণ করি।

তুমি সাইরিনির সিমোন হলে, ক্রুশ তুলে প্রভুর অনুসরণ কর; তুমি সেই দস্যু হলে ও প্রভুর সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ

হলে, সৎমানুষের মত ঈশ্বরকে স্বীকার কর; তিনি যখন তোমার ও তোমার পাপের জন্য অপরাধীদের একজন বলে গণ্য হলেন, তখন তুমি তাঁর জন্য ধর্মপ্রাণ হও। তাঁকেই আরাধনা কর যিনি তোমার কারণে ঝুলানো; আর যদি দোষী হওয়ায়ই তুমি ক্রুশবিদ্ধ, তাহলে তোমার অপরাধ থেকে কল্যাণকর কিছু লাভ কর; মৃত্যুমূল্যে পরিত্রাণ কিনে নাও; যীশুর সঙ্গে পরমদেশে প্রবেশ কর, যেন তুমি বুঝতে পার কোন্ মঙ্গল থেকেই না তুমি বঞ্চিত ছিলে। সেই সৌন্দর্যে চোখ নিবদ্ধ রাখ; নিন্দুককে বাইরে ফেলে রাখ, সে নিজের ঈশ্বরনিন্দা নিয়ে মরুক।

তুমি আরিমাথেয়ার যোসেফ হলে, যে প্রভুকে ক্রুশে দিয়েছে তার কাছে তাঁর দেহ প্রার্থনা কর; জগতের সেই শোকপ্রকাশ তোমারই হোক। তুমি ঈশ্বরের রাত্রিকালীন উপাসক সেই নিকোদেম হলে, উপযুক্ত সুগন্ধি দিয়ে প্রভুর দেহ মাখ। তুমি নানা মারীয়াদের একজন হলে, ভোরে অঝরে অশ্রুজল ফেল। এমনটি কর, যাতে সরানো পাথরটা ও সেই স্বর্গদূতদের, এমনকি স্বয়ং যীশুকে তুমিই প্রথম দেখতে পাও।

এই তো খ্রীষ্টের পাস্কার সহভাগী হওয়ার অর্থ।

শ্লোক হিব্রু ১৩:১২-১৩; ১২:৪

℣ যীশু নিজের রক্ত দ্বারা জনগণকে পবিত্রিত করার জন্য নগরদ্বারের বাইরে যন্ত্রণাভোগ করেছিলেন।
℟ সুতরাং এসো, আমরা তাঁর সেই একই দুর্নাম বহন করতে করতে শিবিরের বাইরেই তাঁর কাছে যাই।
℣ পাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে তোমরা এখনও রক্তদান পর্যন্ত প্রতিরোধ করনি;
℟ সুতরাং এসো, আমরা তাঁর সেই একই দুর্নাম বহন করতে করতে শিবিরের বাইরেই তাঁর কাছে যাই।

বৃহস্পতিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - হিব্রু ৯:১১-২৮

খ্রীষ্টের রক্তে সাধিত নব সন্ধি

খ্রীষ্ট আসন্ন মঙ্গলদানগুলির মহাযাজকরূপেই আবির্ভূত হয়ে, মহত্তর ও সিদ্ধতর তাঁবুটির মধ্য দিয়ে—যা মানুষের হাতে গড়া নয়, অর্থাৎ যা এই পার্থিব সৃষ্টির অঙ্গ নয়—ছাগ বা বাছুরের রক্তের মধ্য দিয়েও নয়, বরং নিজেরই রক্তের মধ্য দিয়ে, একবারই, চিরকালের মত, পবিত্রধামে প্রবেশ করেছেন, যেহেতু তিনি চিরকালীন মুক্তির সন্ধান পেলেন। কেননা ছাগ ও ষাঁড়ের রক্ত কিংবা বকনা বাছুরের দেহভস্ম যদি কলুষিতদের উপরে ছিটানো হলে দেহের শুচিতার জন্য পবিত্রতা এনে দেয়, তাহলে যিনি সনাতন আত্মার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে নিজেকেই নিষ্কলঙ্ক রূপে উৎসর্গ করেছেন, সেই খ্রীষ্টের রক্ত আমাদের বিবেককে মৃত কাজকর্ম থেকে আরও কত বিশুদ্ধই না করবে, যেন আমরা জীবনময় ঈশ্বরের উপাসনা করতে পারি।

এজন্যই তিনি এক নতুন সন্ধি-ইচ্ছাপত্রের মধ্যস্থ, যেন, প্রথম সন্ধিকালে সাধিত যত অপরাধ থেকে মুক্তি দেবার জন্য তাঁর মৃত্যু ঘটেছে বিধায়, যারা আহূত হয়েছে, তারা এখন প্রতিশ্রুত সেই অনন্তকালীন উত্তরাধিকার গ্রহণ করে নিতে পারে। কেননা যেখানে ইচ্ছাপত্র থাকে, সেখানে ইচ্ছাপত্র যে লিখেছে তার মৃত্যু প্রমাণিত হওয়া চাই, কারণ মৃত্যু হলেই ইচ্ছাপত্র কার্যকর হয়, আর ইচ্ছাপত্র যে লিখেছে, যতদিন সে জীবিত থাকে, ততদিন ইচ্ছাপত্র বহাল হয় না।

এইজন্য সেই প্রথম সন্ধিও বিনা রক্তে প্রবর্তিত হয়নি; বাস্তবিক সেদিন বিধান অনুসারে প্রতিটি আজ্ঞা গোটা জনগণের কাছে ঘোষণা করার পর মোশী বাছুর ও ছাগের রক্তের সঙ্গে জল, উজ্জ্বল-লাল পশম আর হিসোপ হাতে নিয়ে সেই রক্ত পুস্তকটির উপর ও গোটা জনগণের উপর ছিটিয়ে দিলেন, তা করতে করতে তিনি বললেন, এ সেই সন্ধির রক্ত, যে সন্ধি ঈশ্বর তোমাদের জন্য জারি করলেন। তেমনি ভাবে তিনি তাঁবুর উপরে ও উপাসনার সমস্ত জিনিসপত্রের উপরেও সেই রক্ত ছিটিয়ে দিলেন। কেননা বিধান অনুসারে প্রায় সবকিছুই রক্তের স্পর্শে শুদ্ধ করা হয়, এবং রক্ত না ঝরালে পাপমোচন হয় না।

সুতরাং, স্বর্গীয় বিষয়গুলির প্রতিচ্ছবির পক্ষে এ আবশ্যক ছিল যে, এইভাবেই সেগুলোকে শুদ্ধ করা হবে;

কিন্তু যা কিছু প্রকৃতপক্ষেই স্বর্গীয়, তার জন্য এ আবশ্যক যে, এর চেয়ে শ্রেয়তর যজ্ঞ দ্বারাই তা শুদ্ধ করা হবে। আর আসলে খ্রীষ্ট মানুষের হাতে গড়া পবিত্রধামে প্রবেশ করেননি—এ তো প্রকৃত পবিত্রধামের প্রতিরূপমাত্র! —তিনি তো স্বর্গধামেই প্রবেশ করেছেন, যেন এখন আমাদের সপক্ষে ঈশ্বরের সম্মুখে দাঁড়াতে পারেন। আর মহাযাজক যেমন প্রতিটি বছর পরের রক্ত নিয়ে পবিত্রধামে প্রবেশ করেন, সেইভাবে খ্রীষ্ট যে অনেক বার নিজেকে উৎসর্গ করবেন, তাও নয়; অন্যথা, জগৎপত্তনের সময় থেকে তাঁকে বারবার যন্ত্রণা ভোগ করতে হত। বরং তিনি একবার মাত্র, এখন, সকল যুগের এই সিদ্ধিকালেই আত্মবলিদানের মধ্য দিয়ে পাপ বিনাশ করার উদ্দেশ্যে আবির্ভূত হয়েছেন। আর যেমনটি নিরূপিত আছে যে, মানুষ একবার মাত্র মৃত্যুভোগ করবে আর তারপর বিচার হবে, তেমনি বহুমানুষের পাপ বহন করার জন্য খ্রীষ্টও কেবল একবার, চিরকালের মত, নিজেকে উৎসর্গ করার পর, পাপের কথা বাদে আর একবার তাদের জন্য আবির্ভূত হবেন, যারা পরিত্রাণের জন্য তাঁর প্রতীক্ষায় আছে।

শ্লোক হিব্রু ৯:২৮; ইসা ৫৩:১১

℟ বহুমানুষের পাপ বহন করার জন্য খ্রীষ্ট কেবল একবার, চিরকালের মত, নিজেকে উৎসর্গ করার পর
℣ পাপের কথা বাদে আর একবার তাদের জন্য তিনি আবির্ভূত হবেন, যারা পরিত্রাণের জন্য তাঁর প্রতীক্ষায় আছে।
℟ আমার ধর্মময় দাস অনেককে ধর্মময় করে তুলবেন; তিনি নিজেই তাদের শঠতা বহন করবেন।
℣ পাপের কথা বাদে তিনি আর একবার তাদের জন্য আবির্ভূত হবেন, যারা পরিত্রাণের জন্য তাঁর প্রতীক্ষায় আছে।

দ্বিতীয় পাঠ - রোমীয়দের কাছে পত্রে অরিজেনের ব্যাখ্যা **৩য় পুস্তক ৮**

রক্ত না ঝরালে পাপমোচন হয় না

এসো, আমরা একটার পর একটা করে ত্রাণকর্তাকে যে যে নাম দেওয়া হয়েছে, তা বিশ্লেষণ করে অধিক মনোযোগের সঙ্গে এক একটা নামের কারণ ও অর্থ ধ্যান করি। তখন তুমি উপলব্ধি করবে, সত্যিই *তাঁর মধ্যে ঈশ্বরত্বের সমস্ত পূর্ণতা দেহগতরূপে বসবাস করতে* প্রসন্ন হল, ও একইসময় এও উপলব্ধি করবে, তিনিই প্রায়শ্চিত্তের উপায়, মহাযাজক ও জনগণের জন্য উৎসর্গীকৃত বলি।

তিনি যে মহাযাজক, তা দাউদ স্পষ্টভাবে সামসঙ্গীতে ও প্রেরিতদূত পল হিব্রুদের কাছে পত্রে ব্যক্ত করেন। তিনি যে বলিও, এবিষয়ে যোহন সাক্ষ্যদান করে বলেন, *ওই দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক, জগতের পাপ যিনি হরণ করেন!* তবে তিনি বলি, কেননা আপন রক্তদানে পাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধন করেছেন, সেই যে রক্ত গুণে তিনি পূর্ববর্তী অপরাধও ক্ষমা করেন: তেমন মুক্তি কিন্তু বিশ্বাসগুণেই বিশ্বাসীদের উপর বর্ষিত। তিনি যদি পূর্ববর্তী অপরাধের ক্ষমা মঞ্জুর না করে থাকতেন, তাহলে সাধিত মুক্তির কোন প্রমাণ আমাদের থাকত না।

বস্তুতপক্ষে, যখন পাপের ক্ষমা মঞ্জুর করা হয়, তখন একথা নিশ্চিত যে, সেই পবিত্র রক্তদানে মুক্তি সাধিত, কেননা প্রেরিতদূতের কথা অনুসারে, *রক্ত না ঝরালে পাপমোচন হয় না।*

তথাপি, কেবল পল খ্রীষ্টকে প্রায়শ্চিত্তবলি বলে আখ্যায়িত করেছেন, তুমি যেন তা মনে না কর, সেজন্য শোন কেমন করে যোহনও এই অর্থে কথা বলেন, *বৎস আমার, এ সমস্ত তোমাদের লিখছি, তোমরা যেন পাপ না কর; কিন্তু যদি কেউ পাপ করে, পিতার কাছে আমাদের পক্ষে সহায়ক একজন আছেন: সেই যীশুখ্রীষ্ট, ধর্মাত্মা যিনি। তিনিই আমাদের পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ—আমাদের পাপের শুধু নয়, সমস্ত বিশ্বজগতেরও পাপের জন্য!* সুতরাং, খ্রীষ্টের রক্তদানে পাপের নব প্রায়শ্চিত্ত গুণে অতীতকালে সাধিত অর্থাৎ ঐশধৈর্যের সময়ে সাধিত সেই সমস্ত পাপের ক্ষমা হয়, যাতে তাঁর ধর্মময়তা প্রকাশিত হয়। সেই তো ঐশধৈর্যের সময়, যখন পাপী পাপ করা মাত্র দণ্ডিত নয়, কিন্তু, প্রেরিতদূতের কথায়, ঈশ্বরের ধৈর্য ও মঙ্গলময়তা মনপরিবর্তনের জন্যই আমাদের প্রেরণা দেয়, আর এভাবে *ঈশ্বর আপন ধর্মময়তা প্রকাশ করেন।* যুক্তিসঙ্গত ভাবে তিনি 'বর্তমানকালে' একথাও বলেন, কেননা বর্তমানকালে ঈশ্বরের ধর্মময়তা ধৈর্যে প্রকাশিত; ভবিষ্যতে কিন্তু তা প্রতিদানেই প্রকাশিত হবে।

শ্লোক এফে ১:৯-১০; কল ১:১৯-২০

℟ আপন প্রসন্নতা অনুসারে আগে থেকেই ঈশ্বর এমন সঙ্কল্প স্থির করে রেখেছিলেন, যা কাল পূর্ণ হলে রূপায়িত করবেন:

℣ স্বর্গে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্তই তিনি এক মাথায়, সেই খ্রীষ্টে, সম্মিলিত করবেন।

℟ এটি ছিল ঈশ্বরের মঙ্গল-ইচ্ছা: তাঁর আপন পরিপূর্ণতা খ্রীষ্টে বসবাস করবে, এবং তাঁরই দ্বারা

℣ স্বর্গে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্তই তিনি এক মাথায়, সেই খ্রীষ্টে, সম্মিলিত করবেন।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - গণনা ৩:১-১৩; ৮:৫-১১

লেবীয়দের জন্য বিধিবিধান

সিনাই পর্বতে যেদিন প্রভু মোশীর সঙ্গে কথা বললেন, সেদিন আরোনের ও মোশীর বংশতালিকা এ।

আরোনের সন্তানদের নাম এ: জ্যেষ্ঠ পুত্র নাদাব, পরে আবিহু, এলেয়াজার ও ইথামার। এ হল আরোনের সেই সন্তানদের নাম যাঁরা যাজক বলে অভিষিক্ত ও যাজকত্ব অনুশীলনে নিযুক্ত। নাদাব ও আবিহু সিনাই মরুপ্রান্তরে প্রভুর উদ্দেশে অনুমোদিত নয় এমন আগুন নিবেদন করায় প্রভুর সামনে মারা পড়েছিলেন। তাঁদের কোন পুত্রসন্তান ছিল না; আর এলেয়াজার ও ইথামার তাঁদের পিতা আরোনের জীবনকালে যাজকত্ব অনুশীলন করলেন।

প্রভু মোশীকে বললেন, 'তুমি লেবি গোষ্ঠী জড় করে আরোন যাজকের সামনে উপস্থিত কর, যেন তারা তার সেবায় থাকে। তারা আবাসের সেবাকর্ম পালন ক'রে সাক্ষাৎ-তাঁবুর সামনে আরোনকে ও গোটা জনমণ্ডলীকে দেওয়া দায়িত্ব রক্ষা করে যাবে। আবাসের সেবাকর্ম পালন ক'রে তারা সাক্ষাৎ-তাঁবুর সমস্ত দ্রব্য ও ইস্রায়েল সন্তানদের দেওয়া দায়িত্ব রক্ষা করে যাবে। তুমি লেবীয়দের সম্পূর্ণ নিবেদিত ব্যক্তি হিসাবে আরোনের ও তার সন্তানদের হাতে দেবে; ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্য থেকে তারাই তার হাতে নিবেদিত। তুমি আরোন ও তার সন্তানদের যজনকর্ম পালনের জন্য নিযুক্ত করবে। অন্য গোষ্ঠীর যে কেউ কাছে আসবে, তার প্রাণদণ্ড হবে।'

প্রভু মোশীকে বললেন, 'দেখ, ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে মাতৃগর্ভের সমস্ত প্রথমফলের বিনিময়ে আমি নিজেই ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্য থেকে লেবীয়দের বেছে নিয়েছি; তাই তারা আমারই, কারণ প্রথমজাত সকলে আমার। যেদিন আমি মিশর দেশে সমস্ত প্রথমজাতককে আঘাত করলাম, সেদিন মানুষ থেকে পশু পর্যন্ত ইস্রায়েলের সমস্ত প্রথমজাতককে আমারই উদ্দেশে স্বতন্ত্র করে রেখেছি; তারা আমারই হবে। আমি প্রভু!'

প্রভু মোশীকে বললেন, 'তুমি ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্য থেকে লেবীয়দের নিয়ে তাদের শুচীকৃত কর। তুমি এইভাবে তাদের শুচীকৃত করবে: তাদের উপরে পাপমোচনের জল ছিটিয়ে দেবে; তারা তাদের সমস্ত গায়ে ক্ষুর বুলিয়ে পোশাক ধুয়ে নেবে। তখন তারা শুচি হবে। পরে তারা একটা বাছুর ও তার সঙ্গে তেল-মেশানো সেরা ময়দার নিয়মিত নৈবেদ্য এনে দেবে, আর তুমি পাপার্থে বলির জন্য আর একটা বাছুর নেবে। সাক্ষাৎ-তাঁবুর সামনে লেবীয়দের এগিয়ে আনবে, ও ইস্রায়েল সন্তানদের গোটা জনমণ্ডলীকে একত্রে সমবেত করবে। তুমি লেবীয়দের প্রভুর সামনে আনলে ইস্রায়েল সন্তানেরা তাদের উপরে হাত রাখবে। ইস্রায়েল সন্তানদের হয়ে আরোন প্রভুর সামনে দোলনীয় নৈবেদ্যের রীতি পালন করে লেবীয়দের নিবেদন করবে, তখন তারা প্রভুর সেবাকর্মে নিযুক্ত হবে।

শ্লোক সাম ৭৩:২৫,২৬; ফিলি ৩:৮

℟ স্বর্গে আমার জন্য আর কেইবা থাকতে পারে? তোমার সঙ্গে থেকে এ মর্তে আমার আর কোন বাসনা নেই।

℣ পরমেশ্বরই কিন্তু আমার হৃদয়ের শৈল, আমার স্বত্বাংশ চিরকাল।

℟ আমি সবকিছু লোকসান বলে গণ্য করছি, আবর্জনা বলেই গণ্য করেছি, খ্রীষ্টকেই যেন লাভ করতে পারি।

℣ পরমেশ্বরই কিন্তু আমার হৃদয়ের শৈল, আমার স্বত্বাংশ চিরকাল।

যারা অনুতপ্ত, তাদের উপরেই ঈশ্বরের করুণা

সকল সত্যবাণীর প্রচারক, সকল ঐশঅনুগ্রহের সেবক, ও যাঁরা আদি থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের কাছে ঈশ্বরের পরিত্রাণদায়ী ইচ্ছার কথা ঘোষণা করে এসেছেন, তাঁরা সকলেই বলেন, মানুষ প্রকৃত অনুতাপের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে ফিরে গেলে, তার চেয়ে ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য ও তাঁর ভালবাসার সমরূপ আর কিছু নেই।

একথা দেখাতে গিয়ে তিনি যে কতগুলো অলৌকিক চিহ্ন দেখিয়েছিলেন, সেগুলোর মধ্যে তাঁর অসীম ভালবাসার প্রথম ও প্রধান চিহ্ন এ হল যে, পিতা ঈশ্বরের ঐশবাণী অবর্ণনীয় অবমাননা ও সহানুভূতি দেখিয়ে মাংসধারণের মধ্য দিয়ে আমাদের সঙ্গে জীবনযাপন করতে প্রসন্ন হলেন: তিনি আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় যত কিছুই সাধন করলেন, ভোগ করলেন ও প্রচার করলেন, যেন শত্রু ও বিদ্রোহী এ আমরা পিতা ঈশ্বরের কাছে পুনর্মিলিত হতে পারি; আরও, স্বর্গীয় জীবন-বঞ্চিত এ আমরা যেন সেই জীবনে পুনরায় আহূত হতে পারি।

তিনি যে অলৌকিক কাজের প্রভাবে আমাদের অসুস্থতা নিরাময় করলেন শুধু নয়; আমাদের নানা প্রবণতার দুর্বলতাও আপন করে নিয়ে ও নিরপরাধী হয়েও অপরাধীই বলে যেন ক্রুশদণ্ড দ্বারা আমাদের ঋণ শোধ করে তিনি বহু ও ভয়ঙ্কর দোষ থেকে মুক্ত করে দিলেন এবং বিবিধ শিক্ষা দানে এমন সুমন্ত্রণা দিলেন আমরা যেন মমতাপূর্ণ সহানুভূতি ও সিদ্ধ ভ্রাতৃপ্রেমে তাঁরই সদৃশ হয়ে উঠতে পারি।

এজন্যই তিনি ঘোষণা করলেন, *আমি ধার্মিকদের কাছে নয়, পাপীদেরই কাছে অনুতাপের আহ্বান জানাতে এসেছি; সুস্থদের নয়, অসুস্থদেরই পক্ষে চিকিৎসক প্রয়োজন।* একইভাবে বললেন, তিনি হারানো মেষেরই সন্ধানে এসেছেন, বিশেষভাবে ইস্রায়েলকুলেরই হারানো মেষগুলির কাছে প্রেরিত হয়েছেন। আবার সেই রুপোর টাকার উপমার মধ্য দিয়ে তিনি রহস্যাবৃত ভাবে ইঙ্গিত দিলেন, তিনি সেই আদি সাদৃশ্য উদ্ধার করতে এসেছেন যা রিপুর দুর্গন্ধময় আবর্জনায় কলুষিত হয়ে গেছিল। এবাণীও দিলেন, *আমি সত্যি তোমাদের বলছি, একজন পাপী অনুতাপ করলে স্বর্গে আনন্দ হয়।*

এ উদ্দেশ্যেই তিনি ঘায়ের উপরে আঙুররস ও তেল ঢেলে ও ক্ষতগুলো বেঁধে দিয়ে সেই মানুষকে সেবাযত্ন করলেন, যে দস্যুর হাতে পড়ে বিবস্ত্র ও আঘাতগ্রস্ত হয়ে আধ মরা অবস্থায় পড়েছিল; তিনি তাকে আপন বাহনের পিঠে চাপিয়ে শুশ্রূষার জন্য সরাইখানায় নিয়ে গেলেন; শুশ্রূষার জন্য যা খরচ প্রয়োজন তা ব্যবস্থা করে প্রতিজ্ঞা করলেন, ফিরে এসে বাড়তি খরচ মিটিয়ে দেবেন।

তিনি সেই দয়ালু পিতার উপমাও দিলেন, যিনি অপব্যয় পুত্র ফিরে এলেই তার উপর আনত হয়ে তাকে অনুতপ্ত দেখে আলিঙ্গন করলেন ও পিতৃগৌরবের অলঙ্কারে পুনর্ভূষিত করলেন; এমনকি, সে যা করেছিল তিনি তার জন্য কোন ভর্ৎসনাই পর্যন্ত উচ্চারণ করেননি।

একই কারণে, ঈশ্বরের একশ' মেষগুলির পাল ছেড়ে সেই যে মেষ দূরে চলে গেছিল, তাকে পর্বতে উপপর্বতে ভ্রান্তপথ অবস্থায় খুঁজে পেয়ে তিনি রুক্ষভাবে ঠেলা দিতে দিতে বা তিরস্কার ও দণ্ডের হুমকি দিতে দিতে ঘেরিতে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন এমন নয়, তিনি বরং আপন কাঁধে তুলে নিয়ে দয়াপূর্ণ ভাবে তাকে বাকিগুলোর পালের মধ্যে নিরাপদে ফিরিয়ে আনলেন।

উপরন্তু তিনি বললেন, *তোমরা, পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত যারা, সকলে আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব।* আরও বললেন, *আমার জোয়াল কাঁধে তুলে নাও:* জোয়াল হল আদেশগুলি ও সুসমাচারের মূল্যবোধ অনুসারে যাপিত জীবনের নামান্তর; বোঝার বিষয়ে—যে বোঝা অনুতাপ ক্ষেত্রে ভারী ও কিছুটা বিরক্তিকরও মনে হতে পারে—তিনি বললেন, *আমার জোয়াল সুবহ, ও আমার বোঝা লঘুভার।*

পরিশেষে ঈশ্বরের ধর্মময়তা ও মঙ্গলময়তার কথা শেখাতে গিয়ে তিনি আদেশ দিয়ে বললেন, *তোমরা পবিত্র হও, সিদ্ধ হও, দয়াবান হও, যেইভাবে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা দয়াবান।* আরও বললেন, *ক্ষমা কর, তোমাদেরও ক্ষমা করা হবে;* এবং, *তোমরা লোকদের কাছ থেকে যেমন ব্যবহার প্রত্যাশা কর, তোমরাও*

তাদের প্রতি সেইমত ব্যবহার কর।

শ্লোক এজে ৩৩:১১ দ্রঃ

℣ প্রভু, আমি যদি তোমার দয়ার অভিজ্ঞতা না পেতাম, আমি নিঃশেষ হয়ে যেতাম; তুমি কিন্তু বলেছ:
℟ দুর্জনের মৃত্যুতে আমি প্রীত নই; বরং সে যে নিজের পথ থেকে ফিরে বাঁচে, এতেই আমি প্রীত।
℣ তুমি সেই কানানীয় নারী ও সেই কর-আদায়কারীকে তোমার অনুগ্রহ দান করে বলেছিলে:
℟ দুর্জনের মৃত্যুতে আমি প্রীত নই; বরং সে যে নিজের পথ থেকে ফিরে বাঁচে, এতেই আমি প্রীত।

শুক্রবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - হিব্রু ১০:১-১০

খ্রীষ্টের আত্মবলিদানে সাধিত আমাদের পবিত্রীকরণ

ভ্রাতৃগণ, বিধান কেবল আসন্ন মঙ্গলদানগুলির নকশারই অধিকারী, আর সেগুলোর প্রকৃত রূপ তার নেই বিধায় বছরের পর বছর ধরে যে যজ্ঞগুলো নিত্য উৎসর্গ করা হয়, বিধান সেগুলোর মধ্য দিয়ে উপাসকদের তাদের সিদ্ধতায় চালিত করতে সবসময়ের মতই অক্ষম। যদি তার তেমন ক্ষমতা থাকত, তবে সেই সমস্ত যজ্ঞ কি শেষ হত না? কেননা উপাসকেরা একবার, চিরকালের মত, শুচিশুদ্ধ হয়ে উঠলে পাপ সম্বন্ধে তাদের আর চেতনা থাকত না। কিন্তু সেই সমস্ত যজ্ঞে বছরের পর বছর নতুন করে পাপ স্মরণ করা হয়, কারণ ষাঁড় বা ছাগের রক্ত যে পাপ হরণ করবে, তা সম্ভব নয়। এজন্যই এই জগতে প্রবেশ করার সময়ে খ্রীষ্ট এই কথা বলেন:

যজ্ঞ ও শস্য-নৈবেদ্য তুমি ইচ্ছা করনি,
বরং আমার জন্য একটি দেহ গড়ে তুলেছ;

আহুতি ও পাপার্থে বলিদানে তুমি প্রসন্ন হওনি,

তাই আমি বলেছি: এই যে, আমি এসেছি,
—শাস্ত্রগ্রন্থে আমার বিষয়ে লেখা আছে—
হে ঈশ্বর, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করতে।

তিনি প্রথমে বলেন, যজ্ঞ, শস্য-নৈবেদ্য, আহুতি ও পাপার্থে বলিদান তুমি ইচ্ছা করনি, এবং এগুলিতে প্রসন্নও হওনি—এই সবকিছু এমন, যা বিধান অনুসারে উৎসর্গ করা হয়—পরে তিনি বলে চলেন, এই যে, আমি এসেছি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করতে। এভাবে তিনি প্রথম ব্যবস্থা বাতিল করছেন, যেন দ্বিতীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে পারেন। আর ঠিক সেই 'ইচ্ছা' গুণেই, যীশুখ্রীষ্টের সেই একবার চিরকালের মত দেহ-নৈবেদ্য গুণেই আমাদের পবিত্র করে তোলা হল।

শ্লোক হিব্রু ১০:৫-৭,৪; সাম ৪০:৭-৮ দ্রঃ

℣ যজ্ঞ ও শস্য-নৈবেদ্য তুমি ইচ্ছা করনি, বরং আমার জন্য একটি দেহ গড়ে তুলেছ; আহুতি ও পাপার্থে বলিদানে তুমি প্রসন্ন হওনি, তাই আমি বলেছি:
℟ এই যে আমি এসেছি, হে ঈশ্বর, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করতে।
℣ বৃষ ও ছাগের রক্ত পাপ হরণ করে না। এজন্য এজগতে প্রবেশ করে খ্রীষ্ট বললেন:
℟ এই যে, আমি এসেছি, হে ঈশ্বর, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করতে।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আম্ব্রোজের পত্রাবলি **পত্র ৬৩:৪৭-৫০**

খ্রীষ্ট যাজকত্ব দাবি করেননি, তা গ্রহণই করলেন

সেই উত্তম চিকিৎসক, যিনি আমাদের দুর্বলতা আপন করে নিয়েছেন, তিনি আমাদের অসুস্থতা নিরাময়

করলেন; তবু তিনি মহাযাজক হবার গৌরব দাবি করেননি, বরং যিনি তাঁকে বলেছিলেন, *তুমি আমার পুত্র, আমি আজ তোমাকে জন্ম দিলাম,* সেই পিতা তাঁকে আরও বললেন, *তুমি মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে চিরকালের মত যাজক।* সকল যাজকের ভাবী দৃষ্টান্ত যাঁর হবার কথা, সেই খ্রীষ্ট মাংস ধারণ করলেন, যেন *তাঁর পার্থিব জীবনকালে তিনি একটা তীব্র আর্তনাদে ও চোখের জলে তাঁরই কাছে প্রার্থনা ও মিনতি উৎসর্গ করতে পারেন যিনি তাঁকে মৃত্যু থেকে ত্রাণ করতে সক্ষম; তাঁর এই ভক্তি-সম্ভ্রমের জন্য সাড়া পেয়ে তিনি পুত্র হয়েও নিজের দুঃখকষ্ট থেকে বাধ্যতা শিখেছিলেন, এবং নিজ সিদ্ধতায় চালিত হয়ে তিনি, তাঁর প্রতি যারা বাধ্য, তাদের সকলেরই অনন্ত পরিত্রাণের কারণ হয়ে উঠলেন।* এবং যেমন যন্ত্রণাভোগ শেষ মাত্রায় সমাধা করলেন তেমনি নিজেকেও নিঃশেষিত করে তিনি সকলকে সুস্থতা দান করলেন, সকলের পাপ বহন করলেন।

এজন্য তিনি নিজেই আরোনকে মনোনীত করলেন, যাতে যাজক-মনোনয়ন মানবীয় লোলুপতার উপর নয়, ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপরেই নির্ভর করে, স্বেচ্ছাকৃত আত্মোৎসর্গ বা ব্যক্তিবিশেষের মানসিকতার উপরে নয়, স্বর্গীয় আহ্বানের উপরেই নির্ভর করে, যাতে করে নিজেও দুর্বলতার অধিকারী হওয়ায় যিনি পাপের জন্য বলি উৎসর্গ করেন পাপীদের হয়ে শাস্তিভোগ করতে পারেন। কেউই নিজে থেকে তেমন মর্যাদা নিতে পারে না, তার পক্ষে বরং আরোনের মত ঈশ্বর দ্বারা আহূত হওয়া দরকার—এভাবে খ্রীষ্টও যাজকত্ব দাবি করেননি, বরং তা গ্রহণই করলেন। পরিশেষে, যেহেতু ধর্মময়তার চেয়ে বংশপরম্পরারই জোরে আরোনের বংশধারা যাজকত্বের উত্তরাধিকার ধরে রাখত, সেজন্য প্রক্তন সন্ধিতে উল্লিখিত সেই মেল্কিসেদেকের প্রতীকের স্থনে প্রকৃত মেল্কিসেদেক তথা শান্তি ও ধর্মময়তার রাজাই এলেন (মেল্কিসেদেক নামের অর্থই তো তাই)। *তাঁর পিতা নেই, মাতা নেই, বংশতালিকা নেই, জীবনের আরম্ভ নেই, জীবনের অন্ত নেই;* তেমন কথা ঈশ্বরের পুত্রের বেলায়ও প্রযোজ্য, কেননা তাঁর ঐশপ্রজননে তাঁর কোন মাতা হয়নি, কুমারী মারীয়ার প্রসবে তিনি কোন পিতাকে জানেননি: অনাদিকালের আগে কেবল পিতাই থেকে জাত ও ইহজগতে কেবল কুমারীই থেকে উদ্ভূত বিধায় যিনি আদিতেই ছিলেন তাঁর আয়ুর কোন আদি থাকতে পারেই না। আর যিনি নিজেই জীবনের প্রণেতা, কী করেই বা তাঁর জীবনের অন্ত থাকবে? *তিনিই সবকিছুর আদি ও অন্ত।*

তবু একথা উদাহরণ স্বরূপেও উল্লিখিত, কেননা যাজকের পক্ষে এমন ব্যক্তির মত হওয়া উচিত যাঁর পিতা নেই ও মাতা নেই, অর্থাৎ কিনা সম্ভ্রান্ত বংশের কথার উপর নয়, বরং পুণ্যাচার ও উৎকৃষ্ট গুণাবলির উপরেই যাঁর মনোনয়ন নির্ভর করবে।

তাঁর মধ্যে থাকবে বিশ্বাস ও আচার-বিচারের পরিপক্বতা: একটা বিনা অপর একটা থাকবে এমন নয়, বরং তাঁর মধ্যে বিশ্বাস ও পরিপক্বতা দু'টোই সৎকাজ ও সৎকর্মের সঙ্গে এক হবে। প্রেরিতদূত পল চান, আমরা তাঁদেরই অনুকরণ করব যাঁরা বিশ্বাস ও সহিষ্ণুতা গুণেই সেই আব্রাহামের প্রতিশ্রুতির উত্তরাধিকারী যিনি সহিষ্ণুতা গুণেই প্রতিশ্রুত আশীর্বাদের অনুগ্রহ গ্রহণ ও লাভ করতে যোগ্য হয়ে উঠেছিলেন। দাউদ আহ্বান করেন, আমরা যেন পুণ্যবান আরোনের অনুকরণ করি; আমাদের অনুকরণের জন্য তিনি তাঁকে প্রভুর পুণ্যজনদের মধ্যে স্থান দিয়ে একথা বললেন, *মোশী ও আরোন আছেন তাঁর যাজকদের মাঝে, যাঁরা তাঁর নাম করেন, তাঁদের মধ্যে সামুয়েল।*

শ্লোক হিব্রু ৫:৪,৬; সিরা ৪৫:১৬

প্র কেউই তেমন সম্মান নিজের উপর আরোপ করে না, ঈশ্বর দ্বারা আহূত হওয়ায়ই সে তা পায়, যেমনটি আরোন পেয়েছিলেন।
উ তেমনি খ্রীষ্টও মহাযাজক হওয়ার গৌরব নিজে নিজের উপর আরোপ করেননি, কিন্তু তিনিই তা তাঁকে দিয়েছিলেন, যিনি তাঁকে বলেছিলেন, মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে তুমি চিরকালের মত যাজক।
প্র প্রভু সকল জীবিতের মধ্য থেকে তাঁকে বেছে নিলেন, তিনি যেন তাঁর উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করেন।
উ তেমনি খ্রীষ্টও মহাযাজক হওয়ার গৌরব নিজে নিজের উপর আরোপ করেননি, কিন্তু তিনিই তা তাঁকে দিয়েছিলেন, যিনি তাঁকে বলেছিলেন, মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে তুমি চিরকালের মত যাজক।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - গণনা ৯:১৫–১০:১০,৩৩-৩৬

আবাসের উপরে মেঘের অবতরণ

যেদিন আবাসটি স্থাপিত হল, সেদিন মেঘটি আবাসটিকে অর্থাৎ সাক্ষাৎ-তাঁবুটিকে ঢেকে দিল: সন্ধ্যাবেলায় মেঘটি আবাসের উপরে দেখতে আগুনের মত ছিল, এমন আগুন যা সকাল পর্যন্ত থাকত। তেমনটি সবসময়ই ঘটত: মেঘটি আবাস ঢেকে দিত, আর রাত্রে আগুনের মত দেখা যেত। যে কোন সময় মেঘ তাঁবুর উপর থেকে ঊর্ধ্বে সরে যেত, তখন ইস্রায়েল সন্তানেরা রওনা হত; এবং মেঘ যেখানে থামত, ইস্রায়েল সন্তানেরা সেইখানে শিবির বসাত। প্রভুর আজ্ঞা অনুসারেই ইস্রায়েল সন্তানেরা রওনা হত, আবার প্রভুর আজ্ঞা অনুসারেই শিবির বসাত: মেঘটি যতদিন আবাসের উপরে বসে থাকত, ততদিন তারা শিবিরে থাকত। মেঘ যখন আবাসের উপরে বেশি দিন থাকত, তখন ইস্রায়েল সন্তানেরা প্রভুর আদেশ মেনে চলে রওনা হত না। কিন্তু যদি মেঘ অল্প দিন আবাসের উপরে থাকত, তাহলে যেমন প্রভুর আজ্ঞায় তারা শিবির বসিয়েছিল, তেমনি প্রভুর আজ্ঞায় আবার রওনা হত। যদি মেঘ সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত বসে থাকত, তাহলে মেঘটি সকালবেলায় ঊর্ধ্বে সরে গেলে তারা রওনা হত; অথবা মেঘটি যদি পুরো এক দিন ও পুরো এক রাত বসে থাকত, তা ঊর্ধ্বে সরে গেলেই তারা রওনা হত। দু' দিন বা এক মাস বা এক বছর হোক, আবাসের উপরে মেঘ যতদিন বসে থাকত, ইস্রায়েল সন্তানেরাও ততদিন শিবিরে বাস করত, রওনা হত না; কিন্তু মেঘটি ঊর্ধ্বে সরে গেলেই তারা রওনা হত। প্রভুর আজ্ঞায়ই তারা শিবির বসাত, প্রভুর আজ্ঞায়ই রওনা হত; মোশীর মধ্য দিয়ে দেওয়া প্রভুর আজ্ঞা অনুসারে তারা প্রভুর আদেশ পালন করত।

প্রভু মোশীকে আরও বললেন, 'তুমি দু'টো রুপোর তুরি তৈরি কর; পিটানো রুপোরই তৈরি কর। তুমি তা জনমণ্ডলীকে আহ্বান করার জন্য ও শিবির ওঠাবার জন্য ব্যবহার করবে। সেই তুরি দু'টো বাজলে গোটা জনমণ্ডলী সাক্ষাৎ-তাঁবুর প্রবেশদ্বারে তোমার কাছে সমবেত হবে। কিন্তু কেবল একটা তুরি বাজলে তবে কেবল নেতারা, ইস্রায়েলের সেই সহস্রপতিরাই তোমার কাছে সমবেত হবে। তোমরা রণধ্বনি সহ তুরি বাজালে পুবদিকের শিবিরের লোকেরা শিবির ওঠাবে। তোমরা দ্বিতীয়বার রণধ্বনি সহ তুরি বাজালে দক্ষিণ দিকের শিবিরের লোকেরা শিবির ওঠাবে; যখন তাদের রওনা হতে হবে তখন রণধ্বনি সহ তুরি বাজাতে হবে। কিন্তু যখন জনমণ্ডলীকে একত্রে সমবেত করতে হবে, তখন তোমরা তুরি বাজাবে, কিন্তু রণধ্বনি সহ নয়। আরোনের সন্তান যাজকেরাই সেই তুরি বাজাবে; তোমাদের ও তোমাদের বংশধরদের জন্য এ হবে চিরস্থায়ী বিধি।

যখন তোমরা তোমাদের দেশে তোমাদের আক্রমণকারী বিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাবে, তখন রণধ্বনি সহ তুরি বাজাবে; তাতে তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর সামনে তোমাদের স্মরণ করা হবে, ও তোমরা তোমাদের শত্রুদের হাত থেকে রেহাই পাবে। তেমনিভাবে তোমাদের আনন্দের দিনে, পর্বদিনে ও মাসের শুরুতে তোমাদের আহুতির ও তোমাদের মিলন-যজ্ঞের উপরে তোমরা সেই তুরি বাজাবে; তা তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর সামনে তোমাদের কথা স্মরণ করাবে। আমি প্রভু তোমাদের পরমেশ্বর।'

তাই তারা প্রভুর পর্বত থেকে তিন দিন ধরে হেঁটে চলল; প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষাও তাদের জন্য বিশ্রামস্থানের খোঁজে সেই তিন দিন ধরে তাদের আগে আগে চলল। শিবির থেকে রওনা হওয়ার সময় থেকে প্রভুর মেঘ দিনের বেলায় তাদের উপরে থাকত। যখন মঞ্জুষা এগিয়ে যেত, তখন মোশী বলতেন: 'প্রভু, উত্থিত হও, তোমার শত্রুরা ছত্রভঙ্গ হোক, তোমার বিদ্বেষীরা তোমার সম্মুখ থেকে পালিয়ে যাক।' যখন মঞ্জুষাটি থামত, তখন তিনি বলতেন: 'প্রভু, সহস্র সহস্র কোটি কোটি ইস্রায়েলীয়দের কাছে ফিরে এসো।'

শ্লোক নেহেমিয়া ৯:১২; ইসা ৪:৫ দ্রঃ

℟ ঈশ্বর দিনের বেলায় মেঘস্তম্ভ দ্বারা, ও রাতের বেলায় অগ্নিস্তম্ভ দ্বারা তাদের চালনা করলেন
℣ তাদের চলার পথ আলোকিত করার জন্য।
℟ প্রভু দিনের বেলায় একটি মেঘ, ও রাতের বেলায় উজ্জ্বল অগ্নিশিখাময় ধূম সৃষ্টি করলেন

ট্র তাদের চলার পথ আলোকিত করার জন্য।

দ্বিতীয় পাঠ - আলেক্‌জান্দ্রিয়ার ধর্মপাল সাধু সিরিল-লিখিত 'আত্মা ও সত্যের শরণে উপাসনা'

৫ম পুস্তক

মণ্ডলী খ্রীষ্টকে সর্বত্রই অনুসরণ করে

এতক্ষণে আমরা ইতিহাসের কথা ব্যাখ্যা করে এসেছি; এবার এসো, তার আধ্যাত্মিক অর্থ উপলব্ধি করতে চেষ্টা করি।

প্রকৃত মঞ্জুষা তথা মণ্ডলী পৃথিবীতে নির্মিত ও আবির্ভূত হলেই খ্রীষ্টের গৌরবে পরিপূর্ণ হল: আমার মতে, প্রাচীন মঞ্জুষা মেঘ দ্বারা যে আবৃত হয়েছিল ঠিক তাই বোঝায়।

খ্রীষ্ট আপন গৌরবে মণ্ডলীকে পরিপূর্ণ করলেন; আর যারা অজ্ঞতা ও ভুলভ্রান্তির তামসী রাত্রিতে নিমজ্জিত, তাদের জন্য তিনি আত্মিক আলো বিকিরণ ক'রে আগুনের মত জ্বলে ওঠেন। কিন্তু যারা ইতিমধ্যে আলোকিত ও যাদের হৃদয়ে এ আলোর প্রভা উজ্জ্বল, তিনি তাদের ছায়া ও রক্ষা দান করেন ও আত্মিক শিশির দানে, অর্থাৎ আত্মার দেওয়া পরম সান্ত্বনা দানে তাদের পরিতৃপ্ত করেন; এজন্যই তিনি রাতে আগুনের মত ও দিনের বেলায় মেঘের মত প্রতীয়মান ছিলেন। কেননা যারা সাধনার প্রথম পর্যায়ে রয়েছে, তাদের পক্ষে অবিরত আলো-দান দরকার, যা দিয়ে তারা ঈশ্বরজ্ঞানে চালিত হতে পারে; কিন্তু যারা সাধনার পথে এগিয়ে আছে ও বিশ্বাস দ্বারা আলোকিত, তাদের পক্ষে রক্ষা ও সহায়তা দরকার, তারা যেন এজীবনের দুশ্চিন্তা ও দিনের ভার দৃঢ়তার সঙ্গে বহন করতে পারে, কেননা *যারা খ্রীষ্টযীশুতে ধর্মসম্মত জীবন যাপন করতে চায়, তারা সকলে নির্যাতন ভোগ করবে।*

সেই মেঘ উঠতেই মঞ্জুষাও এগতে লাগত, আর সেইসঙ্গে ইস্রায়েল-সন্তানেরাও এগতে লাগত। বস্তুতপক্ষে মণ্ডলী খ্রীষ্টকে সর্বত্রই অনুসরণ করে, আর সেই অসংখ্য পুণ্য বিশ্বাসী-সমাজ তাঁরই কাছ থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না, যিনি পরিত্রাণে তাদের চালিত করেন।

যিনি আমাদের আগে আগে চলছেন ও চালিত করছেন, সেই খ্রীষ্টের পিছনে আমাদের এগিয়ে চলা ও থামা কোন্‌ অর্থ অনুসারে বুঝতে হবে? শাস্ত্রের এবাণীতে কঠিন কিছু নেই: মেঘের সঙ্গে এগিয়ে চলা বা থামাই হল ঈশ্বরের সঙ্গে থাকবার আকাঙ্ক্ষী আমাদের ইচ্ছার প্রতীক। তবু শ্রোতাদের মনোযোগী অন্তর যেন যথাসাধ্য গভীরতর উপলব্ধি লাভ করতে পারে, আমরা বলব, প্রথম এগিয়ে চলাটা হল অবিশ্বাস থেকে বিশ্বাসে, অজ্ঞতা থেকে জ্ঞানলাভে উত্তরণ—তাঁরই বিষয়ে উজ্জ্বল জ্ঞানলাভ, যিনি স্বরূপে প্রকৃত ঈশ্বর, যিনি নিখিল সৃষ্টির প্রভু ও স্রষ্টা।

এইমাত্র ব্যাখ্যা করা চলাটার চেয়ে উপকারী সেই দ্বিতীয় এগিয়ে চলা তখনই ঘটে, যখন বিশৃঙ্খল ও অমিতাচারী জীবনধারণ থেকে আমরা ভাবে ও কাজে শ্রেয় হতে চেষ্টা করি।

তৃতীয় এগিয়ে চলাটা শ্রেষ্ঠতম ও উৎকৃষ্ট: তা তখনই ঘটে, যখন অপূর্ণাঙ্গ পর্যায় থেকে আমরা কাজ ও বিশ্বাসের নিখুঁত পর্যায়ে উত্তীর্ণ হই। আমরা যখন *খ্রীষ্টের পরিপূর্ণতার পূর্ণমাত্রা অনুযায়ী সিদ্ধপুরুষ হয়ে উঠি,* তখন খ্রীষ্টে আমরা কি নিত্যবর্ধমান বৃদ্ধিলাভে আকর্ষিত নই? সম্ভবত ধন্য পল ঠিক একথাই ঘোষণা করলেন, *পিছনে যা কিছু আছে সবই ভুলে গিয়ে, সামনে যা রয়েছে সেইদিকে প্রাণপণে ধাবিত হয়ে শেষ-শিমানার দিকে ছুটে দৌড়তে থাকি যেন খ্রীষ্টযীশুতে ঈশ্বরের সেই স্বর্গীয় আহ্বানের পুরস্কার জয় করতে পারি।*

শ্লোক মথি ১১:২৭; যোহন ১৪:৬

প্র পিতা আমার হাতে সবই তুলে দিয়েছেন, আর পিতা ছাড়া কেউই পুত্রকে জানে না,
ট্র পিতাকেও কেউই জানে না সেই পুত্র ছাড়া ও তারাই ছাড়া, যাদের কাছে পুত্র নিজেই তাঁকে প্রকাশ করতে ইচ্ছা করেন।
প্র আমিই সেই পথ, সেই সত্য, সেই জীবন! পিতার কাছে কেউই যেতে পারে না, যদি না সে আমার মধ্য দিয়ে যায়।

ℬ পিতাকেও কেউই জানে না সেই পুত্র ছাড়া ও তারাই ছাড়া, যাদের কাছে পুত্র নিজেই তাঁকে প্রকাশ করতে ইচ্ছা করেন।

শনিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - হিব্রু ১০:১১-২৫

বিশ্বাসে নিষ্ঠতা

প্রতিটি যাজক দিনের পর দিন সেবাকর্ম সম্পাদন করার জন্য ও সেই একই যজ্ঞ বারবার উৎসর্গ করার জন্য এসে দাঁড়ায়, কারণ সেই সকল যজ্ঞ কখনও পাপ হরণ করতে সক্ষম নয়। কিন্তু খ্রীষ্ট পাপের জন্য কেবল একটা যজ্ঞ উৎসর্গ ক'রে *ঈশ্বরের ডান পাশে চিরকালের মতই আসন নিয়েছেন;* আর সেখানে অপেক্ষা করছেন *যতক্ষণ তাঁর শত্রুদের তাঁর পাদপীঠ করা না হয়।* কেননা যাদের পবিত্র করে তোলা হয়, তিনি একটামাত্র নৈবেদ্য গুণেই চিরকালের মত তাদের সিদ্ধতায় চালিত করেছেন। পবিত্র আত্মাও এবিষয়ে সাক্ষ্য দেন, কারণ প্রথমে তিনি বলেন,

এটি হবে সেই সন্ধি
যা আমি সেই দিনগুলির পরে
ইস্রায়েলকুলের সঙ্গে স্থাপন করব
—একথা বলছেন প্রভু:
আমি আমার বিধান তাদের হৃদয়ে রাখব,
তাদের মনের মধ্যেই তা লিখে রাখব।

[পরে তিনি বলে চলেন]
এবং তাদের যত জঘন্য কর্ম আর কখনও মনে আনব না।

যেখানে এইসব কিছুর ক্ষমা হয়, সেখানে পাপের জন্য নৈবেদ্য আর প্রয়োজন হয় না।

অতএব, ভাই, আমরা যখন যীশুর রক্তগুণে পবিত্রধামে প্রবেশ করার পূর্ণ অধিকার পেয়ে আছি, যখন তেমন নতুন ও জীবন্ত পথ পেয়েছি, যা তিনি নিজেই পরদার মধ্য দিয়ে, অর্থাৎ নিজের মাংসেরই মধ্য দিয়ে প্রবর্তন করেছেন, যখন ঈশ্বরের গৃহের উপরে নিযুক্ত মহান এক যাজক আমাদের আছেন, তখন এসো, আমরা অকপট হৃদয়ে ও বিশ্বাসের পূর্ণতায় এগিয়ে যাই—দোষী বিবেক থেকে মুক্ত করা হয়েছে এমন হৃদয় নিয়ে, শুদ্ধ জলে স্নাত হয়েছে এমন দেহ নিয়ে এগিয়ে যাই। এসো, অটল হয়ে আমাদের প্রত্যাশার স্বীকারোক্তি আঁকড়ে ধরে রাখি, কারণ যিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি বিশ্বস্ত; এবং এসো, ভালবাসা ও সৎকর্ম সাধনে পরস্পরকে উদ্দীপিত করার জন্য সচেষ্ট থাকি: আমাদের জনসমাবেশ থেকে যেন দূরে না থাকি—ঠিক যেভাবে কেউ কেউ তা করতে অভ্যস্ত—বরং একে অন্যকে চেতনা দিই, আর তোমরা সেই দিনটি যত বেশি এগিয়ে আসতে দেখ, তত বেশি এই সকল বিষয়ে তৎপর হও।

শ্লোক হিব্রু ৯:১৫; ১০:২০,১৯; ১ পি ৩:২২ দ্রঃ

℘ খ্রীষ্ট হলেন নতুন সন্ধিরই মধ্যস্থ,
ℬ তিনি আপন মানবতার মধ্য দিয়ে আমাদের জন্য খুলে দিয়েছেন পরম পবিত্রস্থানে প্রবেশের জন্য নতুন পথ।
℘ আমাদের অনন্ত জীবনের অংশীদার করার জন্য মৃত্যুকে জয় করে তিনি এখন ঈশ্বরের ডান পাশে রয়েছেন।
ℬ তিনি আপন মানবতার মধ্য দিয়ে আমাদের জন্য খুলে দিয়েছেন পরম পবিত্রস্থানে প্রবেশের জন্য নতুন পথ।

এসো, প্রভুর যন্ত্রণাভোগের কথা ধ্যান করি

প্রভুর যন্ত্রণাভোগ রহস্য যে প্রকৃতভাবেই সম্মান করতে ইচ্ছা করে, সে মনশ্চক্ষুতে সেই ক্রুশবিদ্ধ যীশুর প্রতি এমনভাবে দৃষ্টি রাখবে যেন তাঁর মাংস আপন মাংস বলে জানতে পারে। আপন মুক্তিসাধকের তীব্র যন্ত্রণায় নিখিল সৃষ্টি কম্পিত হোক, অবিশ্বাসীদের পাথুরে অন্তর ভেঙে যাক, আর যারা সমাধিতে শায়িত ছিল, তারা যত বাধা সরিয়ে দিয়ে বেরিয়ে আসুক। পবিত্র নগরীতে তথা ঈশ্বরের মণ্ডলীতে ভাবী পুনরুত্থানের লক্ষণ দেখা দিক, আর একদিন যা শরীরে ঘটবার কথা, তা হৃদয়েই সাধিত হোক।

যতই দুর্বল হোক না কেন কেউই ক্রুশের বিজয় থেকে বঞ্চিত নয়; এমন কেউই নেই, যার কাছে খ্রীষ্টের প্রার্থনা সহায়তা না আনে। তা যখন তাঁর নির্যাতকদের উপকার ঘটিয়েছে, যারা তাঁর দিকে ফিরে তাকায় তাদের কাছে কতই না মহত্তর মঙ্গল এনে দেবে!

অজ্ঞতা বাতিল করা হয়েছে; যা কিছু কঠিন ছিল তা সহজ করা হয়েছে; আর সেই আগুন যা ছিল জীবনলোকের চিরকালীন প্রাপ্য, খ্রীষ্টের পবিত্র রক্ত তা নিবিয়ে দিয়েছে। প্রাচীন রাত্রির অন্ধকার সত্যকার আলোকে স্থান দিয়েছে। খ্রীষ্টীয় জনগণ পরমদেশের ঐশ্বর্যে নিমন্ত্রিত, সকল দীক্ষাস্নাতদের জন্য হারানো মাতৃভূমির প্রবেশপথ উন্মুক্ত—যদি-না কেউ সেই পথ নিজের জন্য বন্ধ করে, যে পথ দস্যুর বিশ্বাসে উন্মুক্ত হতে পেরেছিল।

এজীবনের উদ্বেগ ও অভিমান যেন আমাদের এতই ব্যস্ত না করে, যার ফলে তাঁর আদর্শ অনুকরণে আমাদের মুক্তিসাধকের অনুরূপ হওয়ার ভক্তিপূর্ণ প্রচেষ্টা নিঃশেষিত হয়। কেননা তিনি যা কিছু সাধন করেছেন ও সহ্য করেছেন, তার একমাত্র লক্ষ্য ছিল আমাদের পরিত্রাণ, মাথায় যে শক্তি ছিল তা যেন দেহেও বিরাজ করতে পারে।

যিনি আপন ঈশ্বরত্বে আমাদের মানবস্বরূপ ধারণ করলেন—যা অনুসারে *বাণী হলেন মাংস ও আমাদের মাঝে বাস করলেন*—অবিশ্বাসীকে ছাড়া তিনি কোন্ মানুষকে আপন দয়া থেকে বঞ্চিত রেখেছেন? আর যিনি মানবতা ধারণ করেছেন তাঁকে গ্রহণ ক'রে, এবং তিনি যে আত্মার প্রভাবে জন্ম নিয়েছেন, সেই আত্মায় নবজন্ম লাভ ক'রে কোন্ মানুষ সেই খ্রীষ্টের সঙ্গে সমস্বরূপ হতে পারবে না? আর কেই বা খ্রীষ্টে তার আপন মানবীয় দুর্বলতা দেখতে পারে না? কেই বা তাঁকে খাদ্য নিতে, ঘুম পড়তে, দুঃখ করতে ও বন্ধুর জন্য অশ্রুজল ফেলতে দে'খে তাঁর দাসের অবস্থাও দেখতে পারে না?

আমাদের মানবস্বরূপ প্রাচীন ক্ষত থেকে নিরাময় হওয়া ও পাপরাশি থেকে পরিশুদ্ধ হওয়ার কথা ছিল বিধায়ই ঈশ্বর মানবপুত্রও হলেন যেন তাঁর মধ্যে প্রকৃত মানবতা ও পূর্ণ ঈশ্বরত্ব দু'টোই বিরাজ করে। সমাধিতে যা নিষ্প্রাণ হয়ে শুয়েছিল, তৃতীয় দিনে যা পুনরুত্থিত হল, ও স্বর্গলোকের উর্ধ্বে যা পিতৃমাহাত্ম্যের ডান পাশে আরোহণ করল, তা আমাদেরই: যেন আমরা তাঁর আদেশ পথে এগিয়ে চললে ও দীনতম দেহে তিনি আমাদের পরিত্রাণের জন্য যা করলেন তা স্বীকার করতে আমরা লজ্জাবোধ না করলে, তাহলে আমরাও যেন তাঁর গৌরবের সাহচর্য লাভ করতে পারি; কেননা তিনি যার সংবাদ দিলেন তা নিশ্চিত পূর্ণতা লাভ করবে: *যে কেউ মানুষের সাক্ষাতে আমাকে স্বীকার করে, আমিও আমার স্বর্গস্থ পিতার সাক্ষাতে তাকে স্বীকার করব।*

শ্লোক ১ করি ১:১৮,২৩

℟ যারা বিনাশের দিকে চলছে, তাদের কাছে ক্রুশের বাণী মূর্খতার নামান্তর;
℣ কিন্তু যারা পরিত্রাণ পাচ্ছি, সেই আমাদের কাছে তা ঈশ্বরের পরাক্রম।
℟ আমরা এমন ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্টকে প্রচার করি, যিনি ইহুদীদের পক্ষে স্খলনের কারণ ও বিজাতীয়দের কাছে মূর্খতার নামান্তর;
℣ কিন্তু যারা পরিত্রাণ পাচ্ছি, সেই আমাদের কাছে তা ঈশ্বরের পরাক্রম।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - গণনা ১১:৪-৬,১০-৩০

প্রবীণের উপরে ও যোশুয়ার উপরে আত্মা প্রদান

তাদের মধ্যে নানা জাতের যে লোকেরা ছিল, তারা অন্য ধরনের খাদ্যের লোভে আক্রান্ত হয়ে উঠল, আর ইস্রায়েল সন্তানেরা আবার হাহাকার করতে লাগল; বলল, 'কে আমাদের মাংস খেতে দেবে? হায় হায়, আমাদের মনে পড়ছে সেই মাছের কথা, যা মিশর দেশে আমরা বিনামূল্যে খেতাম; সেই সশা, তরমুজ, নীলশাক, পিঁয়াজ ও রসুনের কথাই মনে পড়ছে! এখন আমাদের প্রাণ শুকিয়ে যাচ্ছে; এখানে আর কিছু নেই; আমাদের চোখের সামনে এই মান্না ছাড়া আর কিছুই নেই!'

মোশী লোকদের হাহাকার শুনতে পেলেন, প্রতিটি পরিবারের লোকেরা নিজ নিজ তাঁবুর প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল। তখন প্রভুর প্রচণ্ড ক্রোধ জ্বলে উঠল; ব্যাপারটার জন্য মোশীরও অসন্তোষ হল। মোশী প্রভুকে বললেন, 'তুমি কেন তোমার এই দাসের প্রতি এত দুর্ব্যবহার করছ? কেনই বা আমি তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাইনি, যার ফলে তুমি এই সকল লোকের ভার আমার মাথায় চেপে দিয়েছ? আমি কি এই সমস্ত লোককে নিজেরই গর্ভে ধারণ করেছি? আমিই কি এদের জন্ম দিয়েছি যে, তুমি আমাকে বলবে: ধাইমা যেমন দুধের শিশুকে বয়, তেমনি তুমি কোলে করে এদের বয়ে নিয়ে যাও সেই দেশভূমি পর্যন্ত, যা আমি এদের পূর্বপুরুষদের কাছে দেব বলে শপথ করেছিলাম? এই সমস্ত লোককে খেতে দেবার মত মাংস আমি কোথায় পাব? এরা তো আমার কাছে হাহাকার করে শুধু বলছে, আমাদের মাংস খেতে দাও! একাকী হয়ে এত লোকের ভার সহ্য করা আমার অসাধ্য; হ্যাঁ, তেমন ভার আমার পক্ষে অতিরিক্ত। তোমাকে যদি এইভাবে আমার প্রতি ব্যবহার করতে হয়, তবে দোহাই তোমার, আমাকে একেবারে হত্যা কর। তোমার দৃষ্টিতে যদি অনুগ্রহ পেয়ে থাকি, তাহলে আমি যেন আমার নিজের দুর্গতি না দেখি!'

প্রভু মোশীকে বললেন, 'যাদের তুমি লোকদের প্রবীণ ও শাস্ত্রী বলে জান, ইস্রায়েলের এমন সত্তরজন প্রবীণ লোককে আমার কাছে সংগ্রহ কর; তাদের সাক্ষাৎ-তাঁবুর কাছে নিয়ে এসো; তারা তোমার সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হোক। আমি নেমে এসে সেখানে তোমার সঙ্গে কথা বলব, এবং তোমার উপরে যে আত্মা অধিষ্ঠিত, তাঁর কিছুটা অংশ নিয়ে তাদের উপরে অধিষ্ঠান করাব, যেন তারা তোমার সঙ্গে লোকদের ভার বয় আর তোমাকে একাকীই লোকদের ভার না বইতে হয়। তুমি লোকদের বলবে: আগামীকালের জন্য নিজেদের শুচীকৃত কর, আর মাংস খেতে পারবে, কেননা তোমরা প্রভুর কানে হাহাকার করেছ, বলেছ, কেইবা আমাদের মাংস খেতে দেবে? হায় হায়, মিশরে আমাদের কতই না মঙ্গল ছিল! আচ্ছা, প্রভু তোমাদের মাংস দেবেন, আর তোমরা তা খাবে: একদিন বা দু' দিন বা পাঁচ দিন বা দশ দিন বা কুড়ি দিন তা খাবে এমন নয়; পুরা এক মাস ধরেই খাবে; যতদিন না তা তোমাদের নাক থেকে বের হয়, ততদিন খাবে, কারণ তোমাদের মাঝে যিনি উপস্থিত, সেই প্রভুকে তোমরা অগ্রাহ্য করেছ, এবং তাঁর সামনে হাহাকার করে একথা বলেছ: আমরা কেনই বা মিশর থেকে বের হয়ে এসেছি?' মোশী বললেন, 'যাদের মধ্যে আমি রয়েছি, তাদের বয়স্কদের সংখ্যা ছ'লক্ষ! আর তুমি নাকি বলছ, আমি তাদের মাংস দেব, আর তারা পুরা এক মাস মাংস খাবে? মেষ-ছাগের ও গবাদি পশুর পাল মারলেও কি তাদের পক্ষে তা যথেষ্ট হবে? সমুদ্রের সমস্ত মাছ জড় করলেও কি তাদের পক্ষে তা যথেষ্ট হবে?' প্রভু মোশীকে বললেন, 'প্রভুর হাত কি খাটো হয়ে পড়েছে? এখন দেখবে, তোমার কাছে আমার এই বাণী সার্থক হবে কিনা!'

মোশী বাইরে গিয়ে প্রভুর বাণী লোকদের জানিয়ে দিলেন; এবং লোকদের প্রবীণদের মধ্যে সত্তরজনকে সংগ্রহ করে তাঁবুর চারপাশে তাঁদের দাঁড় করিয়ে দিলেন। তখন প্রভু মেঘে নেমে এসে তাঁর সঙ্গে কথা বললেন, এবং যে আত্মা তাঁর উপরে ছিল, তার কিছুটা অংশ নিয়ে সেই সত্তরজন প্রবীণের উপরে অধিষ্ঠান করালেন। আত্মা তাঁদের উপরে অধিষ্ঠান করলেই তাঁরা নবীর মতই বাণী দিতে লাগলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে আর দিলেন না। এদিকে শিবিরের মধ্যে দু'জন লোক থেকে গেছিলেন, একজনের নাম এল্‌দাদ, আর একজনের নাম মেদাদ; সেই আত্মা তাঁদের উপরে অধিষ্ঠান করল; তাঁবুর কাছে যাবার জন্য বাইরে না গেলেও তাঁরা ওই

লোকদের মধ্যে তালিকাভুক্ত হলেন। তাঁরা শিবিরের মধ্যে নবীয় বাণী দিতে লাগলেন। তখন একটি যুবক দৌড়ে গিয়ে মোশীকে বলল, 'এল্দাদ ও মেদাদ শিবিরে নবীয় বাণী দিচ্ছেন।' তখন নূনের সন্তান যোশুয়া, যিনি যৌবনকাল থেকে মোশীর সেবায় ছিলেন, তিনি বললেন, 'হে আমার প্রভু মোশী, তাঁদের বারণ করুন!' মোশী উত্তরে তাঁকে বললেন, 'আমার পক্ষে কি তোমার ঈর্ষা হচ্ছে? আহা, এমনটিই যদি হত যে, প্রভুর গোটা জনগণই নবী হত ও প্রভু তাদের সকলের উপরে তাঁর আপন আত্মা অধিষ্ঠান করাতেন!' পরে মোশী ও ইস্রায়েলের প্রবীণবর্গ শিবিরে ফিরে গেলেন।

শ্লোক যোয়েল ৩:১,২; শিষ্য ১:৮

℟ আমি সমস্ত মর্তদেহের উপর আমার আত্মা বর্ষণ করব; তোমাদের ছেলেমেয়ে সকলেই নবী হয়ে উঠবে।
℣ সেই দিনগুলিতে আমি তোমাদের উপরে আমার আত্মা বর্ষণ করব।
℟ তোমরা পবিত্র আত্মার পরাক্রম লাভ করবে ও পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত আমার সাক্ষী হবে।
℣ সেই দিনগুলিতে আমি তোমাদের উপরে আমার আত্মা বর্ষণ করব।

দ্বিতীয় পাঠ - ২য় ভাটিকান মহাসভার, বর্তমান জগতে মণ্ডলী বিষয়ক পালকীয় সংবিধান

আনন্দ ও প্রত্যাশা ৩৭-৩৮

মানব ক্রিয়াকাণ্ড পাস্কা-রহস্যে বিশুদ্ধ করা

পবিত্র শাস্ত্র—যার সঙ্গে বহুশতাব্দীর অভিজ্ঞতা একমত—মানবসমাজকে শিক্ষা দেয় যে, মানব অগ্রগতি, যা মানুষের মহা মঙ্গলই বটে, তার মধ্যে তবু মহা প্রলোভনই নিহিত, কেননা মূল্যবোধের প্রাধান্য উল্টাপাল্টা হওয়ার ফলে ও মঙ্গলের সঙ্গে অমঙ্গলের মেলামেশার ফলে প্রতিটি ব্যক্তি ও শ্রেণী পরের নয়, কেবল নিজেরই স্বার্থের কথা চিন্তা করে থাকে। ফলে এমনটি ঘটে যে, জগৎ প্রকৃত ভ্রাতৃত্বের স্থান আর নয়, পক্ষান্তরে মানব ক্ষমতার বৃদ্ধি মানবজাতিকেই পর্যন্ত ধ্বংসের হুমকি দিয়ে থাকে।

সুতরাং তেমন দুর্দশা কীভাবে জয় করা যেতে পারে, এ প্রশ্নের উত্তরে খ্রীষ্টান ঘোষণা করে, মানুষের সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড—যা অহঙ্কার ও বিশৃঙ্খল আত্মপ্রেম দ্বারা প্রতিদিন বিপজ্জনক পর্যায়ের দিকে আকর্ষিত—খ্রীষ্টের ক্রুশ ও পুনরুত্থানেই বিশুদ্ধ ক'রে নিখুঁত করে তোলা প্রয়োজন। বস্তুতপক্ষে খ্রীষ্ট দ্বারা মুক্ত হয়ে ও পবিত্র আত্মায় নবসৃষ্টি হয়ে উঠে মানুষ ঈশ্বরের সৃষ্ট জগতে সমস্ত কিছু ভালবাসতে সক্ষম ও তা করতে আহূত। কেননা সে ঈশ্বরের কাছ থেকেই সেই সমস্ত পেয়েছে ও ঈশ্বরের হাত থেকে আসছেই যেন তা গণ্য করে তাতে সম্মান দেখায়। তার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও নম্র ও মুক্ত অন্তরে তা ব্যবহার ও উপভোগ ক'রে সে প্রকৃত জগদ্প্রাপ্তিতে উপনীত হয়, সে যেন নিঃস্ব হয়েও সবকিছুর অধিকারী: *কেননা সমস্তই তোমাদের: তোমরা কিন্তু খ্রীষ্টেরই, আর খ্রীষ্ট ঈশ্বরেরই।*

ঈশ্বরের বাণী, যাঁর দ্বারা সবকিছু হয়েছে, সেই বাণী নিজে মাংস হয়ে ও মানবজগতে বাস ক'রে সিদ্ধমানুষ রূপেই জগতের ইতিহাসে প্রবেশ ক'রে তা নিজের মধ্যে গ্রহণ ও পুনর্মিলিত করলেন। তিনি নিজেই আমাদের কাছে প্রকাশ করেন যে, ঈশ্বর ভালবাসা, এবং সেইসঙ্গে আমাদের শেখান যে, খাঁটি মানবতার মূল বিধান, আর ফলত জগতের রূপান্তরেরও মূল বিধান হচ্ছে ভালবাসার নতুন আজ্ঞা। তাই যারা ঐশভালবাসায় বিশ্বাস করে, তিনি তাদের নিশ্চিত করেন যে, ভালবাসার পথ সকল মানুষের জন্যই উন্মুক্ত, এবং সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা বৃথা নয়। একইসময় তিনি আমাদের সতর্ক করেন যে, তেমন ভালবাসা বড় বড় বিষয়েই শুধু নয়, বরং জীবনের সাধারণ পরিস্থিতিতেও বিশেষভাবে পালন করার কথা। পাপী আমাদের সকলের জন্য মৃত্যু বরণ করে তিনি নিজ আদর্শের মধ্য দিয়ে আমাদের শেখান ক্রুশও বহন করা দরকার—সেই যে ক্রুশ মানবস্বভাব ও জগৎ তাদের কাঁধে চাপিয়ে দেয় যারা শান্তি ও ন্যায়ের সন্ধান করে। আপন পুনরুত্থানে প্রভুরূপে অধিষ্ঠিত হয়ে খ্রীষ্ট, যাঁকে স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে, আপন আত্মার পরাক্রমে এখনও মানুষের অন্তরে কাজ করে চলেছেন: তিনি যে ভাবী জগতের বাসনা জাগিয়ে দেন, তা শুধু নয়, বরং এ উদ্দেশ্যে তিনি সেই সমস্ত উদারমনা সঙ্কল্পও অনুপ্রাণিত, বিশুদ্ধ ও শক্তিশালী করে তোলেন, যেগুলি অনুসারে মানবসমাজ তার নিজের

জীবনকে আরও মানবতাপূর্ণ করার ও গোটা পৃথিবীকে এই লক্ষ্যের অধীন করার চেষ্টায় রয়েছে।

তবু আত্মার দানগুলি বহুপ্রকার: তিনি কাউকে আহ্বান করেন তারা যেন স্বর্গীয় আবাসের আকাঙ্ক্ষা বিষয়ে প্রকাশ্য সাক্ষ্যদান করে ও সেই আকাঙ্ক্ষা মানবসমাজের মধ্যে উজ্জ্বল করে বজায় রাখে; তিনি আবার অন্যকে আহ্বান করেন তারা যেন মানুষের মর্তসেবায় আত্মনিয়োজিত থাকে ও তেমন সেবাকাজের মাধ্যমে মানুষকে স্বর্গরাজ্যের বাসিন্দা বলে প্রস্তুত করতে পারে। তথাপি তিনি সকলকেই এমন মুক্তি দান করেন, তারা যেন আত্মতৃপ্তি অস্বীকার ক'রে ও পার্থিব যত গুণাবলিকে মানবজীবনের উদ্দেশ্যেই গ্রহণ ক'রে সেই ভবিষ্যতের দিকেই নিজেদের প্রসারিত করে যেখানে মানবজাতি নিজেই ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য নৈবেদ্য হয়ে উঠবে।

শ্লোক ২ করি ৫:১৫; রো ৪:২৫

℟ খ্রীষ্ট সকলের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন,
℣ যারা জীবিত, তারা যেন আর নিজেদের জন্য নয়, বরং তাঁরই জন্য জীবন যাপন করে, যিনি মৃত্যু বরণ করেছেন ও পুনরুত্থিত হয়েছেন।
℟ তাঁকে আমাদের অপরাধের জন্য মৃত্যুর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে এবং আমাদের ধর্মময়তার লক্ষ্যে পুনরুত্থিত করা হয়েছে,
℣ যারা জীবিত, তারা যেন আর নিজেদের জন্য নয়, বরং তাঁরই জন্য জীবন যাপন করে, যিনি মৃত্যু বরণ করেছেন ও পুনরুত্থিত হয়েছেন।